পাঠ পৃষ্ঠা।

ইতি।

অরুণোদয়

অর্থাৎ

শিশুদিগের বোধগম্য

ধর্ম্মোপদেশ।

---

১ পাঠ।

শরীরের বিষয়।

হে প্রিয় শিশুগণ, তোমরা আকাশের মধ্যে সূর্য্য দে-
খিয়া থাক। কে তাহাকে আকাশের মধ্যে রাখিয়াছে
ঈশ্বরই রাখিয়াছেন।

তোমরা কি সেই সূর্য্যকে হাত বাড়াইয়া ধরিতে পার

না, তাহা পারি না।

সূর্য্য কি জন্যে নীচে পড়ে না?

ঈশ্বর তাহাকে ধরিয়া রাখিতেছেন, এ কারণ সে
পড়ে না।

ঈশ্বর স্বর্গেতে বাস করেন। স্বর্গ সূর্য্যহইতেও বহু
উচ্চ। তোমরা কি ঈশ্বরকে দেখিতে পাও?

না, তাঁহাকে দেখা যায় না।

তাহাই বটে, কিন্তু তিনি তোমাদিগকে এবং আর
সকল বস্তুকে দেখিতেছেন।

ঈশ্বর প্রথমে সকল বস্তু সৃষ্টি করিয়া এখনও রক্ষা করিতেছেন।

হে আমার বৎস, ঈশ্বর তোমাকেও সৃষ্টি করিয়াছেন, ও সর্ব্বদা প্রতিপালন করিতেছেন।

দেখ, তোমার ক্ষুদ্র শরীর আছে। শরীর কি? না, মাথা অবধি পা পর্য্যন্ত শরীর, অর্থাৎ গা, বলা যায়।

তুমি আপন মুখের কাছে হাত দেও দেখি। ভাল, হাই ছাড়িলে তোমার মুখহইতে কি বাহির হয়? না, তাহাকে নিশ্বাস কহে। তুমি নিত্যং সেই নিশ্বাস ত্যাগ কর, নিদ্রা সময়েও ত্যাগ কর, কারণ নিশ্বাস প্রশ্বাস না ফেলিলে বাঁচিতে পার না। ভাল, কে এমত নিশ্বাস প্রশ্বাস করায়?

ঈশ্বর সকলই করান। দেখ, তিনি তোমাকে ঐ ক্ষুদ্র শরীর দিয়াছেন, এবং তিনিই তাহা বাঁচান ও [illegible] নিশ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ করান।

ঈশ্বর তোমার শরীরের মধ্যে কতকগুলি শক্ত অস্থি অর্থাৎ হাড় দিয়াছেন। দেখদেখি, তোমার হাতে ও পায়ে ও পীঠে এবং পাঁজরে নানা প্রকার অস্থি আছে কি না?

ঈশ্বর সেই সকল অস্থি কোমল ও পুষ্ট মাংসেতে ঢাকিয়া রাখিয়াছেন। ঐ মাংসের মধ্যে রক্ত থাকে। ঈশ্বর এই সকলের উপরে বস্ত্রের মত চর্ম্ম দিয়া ঢাকিয়াছেন।

অতএব অস্থি ও মাংস ও রক্ত এবং চর্ম্ম এই সকলেতে শরীর হয়।

আহা! ঈশ্বর তোমাকে এই রূপ শরীর দিয়া কেমন দয়া প্রকাশ করিয়াছেন!

তোমার অস্থি সকল কি ভাঙ্গা যাইতে পারে? হাঁ! উচ্চ স্থানহইতে কিম্বা কোন গাড়ির তলে পড়িলে অবশ্য ভাঙ্গিয়া যায়।

এবং কাহারো বড় ব্যামোহ হইলে তাহার মাংস সকল

শুকিয়া যায়, তাহাতে চর্ম্ম ও অস্থি ছাড়া আর কিছু থাকে না।

তুমি কি কখন অনেক দিনের পীড়িত কোন বালককে দেখিয়াছ? আমি একবার এক জন বড় রোগী ছেলাকে দেখিয়াছিলাম; তাহার গাল তোমার গালের মত গোল নয়, এবং তাহার হাত তোমার হাতের মত মোটা নয়, তাহার মাংস সকল একেবারে শুকিয়া কেবল ক্ষুদ্র অস্থির উপর চর্ম্মমাত্র ছিল।

কিন্তু ঈশ্বরই তোমাকে আরামে রাখিয়াছেন, তাহা না হইলে তোমার এই ক্ষুদ্র শরীরে হঠাৎ চোট লাগিতে পারিত।

দেখ, অগ্নিতে পড়িলে কিম্বা তপ্ত জল তাহাতে লাগিলে তাহা পুড়িয়া যাইত; আর গভীর জলে পড়িলে ডুবিয়া মরিত। এবং কোন বড় সিন্দুক তোমার মাথার পড়িলে মাথা একেবারে চূর্ণ হইত। ছাতের উপরহইতে পড়িলে ঘাড় ভাঙ্গিয়া যাইত। তুমি কিছু দিন আহার না করিলে তোমার এই ক্ষুদ্র শরীরে রোগ জন্মাইত, তাহাতে নিশ্বাস প্রশ্বাস বদ্ধ হওয়াতে শরীর শীতল হইলে শীঘ্র তোমার মৃত্যু হইত।

অতএব জান যে তোমার শরীর অতি দুর্ব্বল। তবে যাহাতে তাহার চোট না লাগে ও কোন পীড়া না হয়, এই মত তুমি কি আপন শরীর রক্ষা করিতে পার? না, কেবল ঈশ্বরই তোমাকে ঐ সকল আপদ বিপদ হইতে রক্ষা করিতে পারেন।

এ কারণ তুমি হাঁটু পাতিয়া ঈশ্বরের কাছে এই রূপ প্রার্থনা কর, হে ঈশ্বর আমার এই ক্ষুদ্র শরীরকে নিরাপদে রাখ; তাহাতে ঈশ্বর তোমার সেই প্রার্থনা শুনিয়া নিত্য ২ রক্ষা করিবেন।

গীত।

ওহে ঈশ্বর, রক্ষা কর দিবারাত্রিতে ;
তুমি পার তারিতে ॥

১ ঈশ্বর আমার ক্ষুদ্র এ শরীর।
নির্ম্মাণ করেন রক্ত মাংসেতে ॥

২ তাহার ভিতরে সরু অস্থি ভরে।
তদুপরি ঢাকিলেন চর্ম্মেতে ॥

৩ শরীর নবীন, তাহে শক্তি ক্ষীণ।
ইথে সদা ভয় হয় মনেতে ॥

৪ পরন্তু ঈশ্বর কৃপার সাগর।
আপদে তরান সদা কালেতে ॥

৫ এই কারণেতে তাঁহার স্থানেতে।
প্রার্থনা করিব আমি মনেতে ॥

---

২ পাঠ।

পোষিকা মাতার বিষয়।

হে বৎস, তুমি আপন শরীরের বিষয় কিছু শুনিয়াছ। এখন তোমার শরীর যেমন আছে পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। তখন তুমি অতি ক্ষুদ্র ছিলা, এবং আপনা আপনি চলিতে ও খাইতে ও বস্ত্র পরিতে পারিতা না, ও আপনাকে রক্ষা করিতেও পারিতা না, এই নিমিত্তে ঈশ্বর তোমাকে পোষিকা মাতা দিয়াছেন। সেই মা তোমার নিমিত্তে সর্ব্বদা চিন্তা করিতেন। আর তিনি তোমাকে কোলে করিয়া বেড়াইতেন ও খাওয়াইতেন ও স্নান করাইয়া বস্ত্র পরাইতেন। তুমি কি আপন মাকে ভাল বাসিয়া থাক?

ইহার কিছু কাল পূর্ব্বে তোমার জীবন ছিল না। ঈশ্বর তোমাকে সৃষ্টি করিয়া মায়ের হাতে সঁপিয়া দিলে তাহাতে মা তোমাকে ভাল বাসিতে লাগিলেন।

প্রথমে মা তোমাকে বস্ত্র পরাইতেন, ও ক্ষুধিত হইলে আহার দিতেন, ও কোলে বসাইয়া বিশ্রাম করাইতেন। আর তুমি যেন সন্তুষ্ট হও এই জন্যে নানা প্রকার উত্তম দ্রব্য সকল দেখাইতেন, এবং কিরূপে কথা কহিতে হয় তাহাও শিক্ষা দিতেন, ও অনেকবার চুম্বন করিয়া সোনা বাছা বলিয়া ডাকিতেন।

আর এক্ষণেও মা তোমার প্রতি সেই প্রকার স্নেহ করিয়া থাকেন, এবং তোমাকে লেখা পড়া শিখাইবার নিমিত্তে সর্ব্বদা পাঠশালায় পাঠাইয়া দেন, এবং ঘরে আসিবার পূর্ব্বে তোমার আহার প্রস্তুত করিয়া রাখেন।

দেখ, ঈশ্বর তোমাকে কেমন উত্তম মাতা দিয়াছেন; যদি তিনি তোমাকে মাঠে ফেলিয়া রাখিতেন, তবে সেখানে রক্ষাকর্ত্তা না থাকাতে তোমার প্রাণ নষ্ট হইত। মাতা তোমাকে খাওয়া পরা দিতে পারেন বটে, কিন্তু তোমাকে জীবন দিতে পারেন না। ঈশ্বর সর্ব্বদা তোমার যত্ন না করিলে তোমার জীবন নষ্ট হইত।

যদি তুমি এই সকল জানিয়া থাক, তবে আপন মাকে ধন্যবাদ কর। এবং ঈশ্বরকেও ধন্যবাদ কর, কেননা তিনি তোমাকে এমত স্নেহি মাতা দিয়া তোমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন। অতএব ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিয়া এই কথা বল, হে ঈশ্বর, তুমি যদি আমার প্রতি এত দয়া প্রেম প্রকাশ করিয়াছ, তবে আমার ধন্যবাদ [illegible] গ্রাহ্য করিও।

আমার মাতা।

আপন স্তনের দুগ্ধ কে খাওয়াইল মোরে?
আপন কোমল কোলে কে শোয়াইল মোরে?
প্রেম ভাবে আলিঙ্গন কে করিল মোরে?
নিদ্রা ভঙ্গ হৈলে গান কে শুনাইল মোরে?
হাতে দিয়া মাথাতে কে বুলাইল মোরে?
পীড়িত হইলে আসি কে সেবিল মোরে?
আঘাত লাগিলে শান্ত কে করিল মোরে?
মম মৃত্যু ভয়ে কান্দে কে বা সয়ে মোরে?
প্রার্থনা করিতে সদা কে শিখাইল মোরে?
ধর্ম্ম পুস্তকের পাঠ কে পড়াইল মোরে?
ঈশ্বরের আজ্ঞা গ্রাহ্য কে করাইল মোরে?

ধন্য গো জননী তুমি যে আপনি আমাকে স্নেহ করিলে।
আমি কি তোমার সেই প্রেমধার শুধিব না কোন কালে॥

যদি গো ঈশ্বর জীবন আমার কুশলে সদা রাখেন;
প্রাণ পণ করে ছাড়িয়া তোমাকে নাহিক দিব কখন॥

জরাতে তোমার জীর্ণ কলেবর শক্তিহীন যবে হবে।
কেশ পক্ক হবে মন্দ পদে যাবে শক্তিহারা গতি রবে॥

আমি সাধ্য মতে যতন বাঞ্ছাতে সেই কালে আশ্বাসিব।
সেই সব দুঃখ মনের অসুখ সান্ত্বনা সদা করিব॥

মরণ সময়ে অবশ হইয়ে যাতু মুদাইলে তুমি।
শোকেতে কান্দিয়া নিকটে থাকিয়া তুলিয়া ধরিব আমি॥

আমি গো তোমাকে যদি কোনকালে কহি কিছু কটু বাণী।
কিম্বা মনে মনে নাহি মানি বোলে মাকে হব অভিমানী॥

আছি উচ্চতর স্বর্গের উপর যেই সদা বাস করে।
সেই পরাৎপর পরম ঈশ্বর শাস্তি দিবে তবে মোরে॥

৩ পাঠ।

প্রতিপালক পিতার বিষয়।

হে বাছা, তোমার মাতা তোমাকে খাওয়া পরা দিয়া প্রতিপালন করেন বটে, কিন্তু তোমার পিতা তাঁহার জন্যে ধন না দিলে মাতা কিছুই করিতে পারিতেন না। দেখ, পিতা তোমাকে সুখে রাখিবার জন্যে সর্ব্বদা ভাবেন, ও কত পরিশ্রম ও ক্লেশ পাইয়া ধন উপার্জ্জন করেন। তিনি আপন শিশু পালনের নিমিত্তে প্রাতঃকাল অবধি সন্ধ্যা কাল পর্য্যন্ত কৃষি কর্ম্ম বা চাকরি ইত্যাদি নানা প্রকার কর্ম্ম করিয়া তোমার অন্ন বস্ত্র যোগান। তুমি অন্ন বস্ত্রের নিমিত্তে ক্লেশ পাইলে তিনি অতি দুঃখিত হন, ও তুমি সুখে থাকিলে তিনি পরম সুখী হন, ও তুমি পীড়িত হইলে তিনি আপনি পীড়িতের মত হন, ও ভাল থাকিলে তিনি ভাল থাকেন।

ইহাতে জান, তোমার পিতাও তোমার প্রতি কেমন স্নেহ করেন। তোমার ভরণ পোষণের জন্যে তিনি কিং কর্ম্ম স্বীকার না করেন। দেখ, তোমাদিগের মধ্যে কোনং ছেল্যার পিতা কৃষি কর্ম্ম অর্থাৎ চাষ করেন। তিনি প্রথমে লাঙ্গলদ্বারা ভূমি চষিয়া প্রস্তুত করেন, পরে বীজ বুনিয়া জল সেচন করেন, তাহাতে ঐ বীজ সকল অঙ্কুরিত হইয়া ফলবান হয়। শেষে ধান্য পাকিলে তিনি ঐ মাঠের মধ্যে রৌদ্রেতে থাকিয়া কাস্ত্যা দিয়া ধান কাটেন।

আর কোন ছেল্যার পিতা গোরু বা মেষ পালন করেন তিনি প্রতিদিন প্রাতঃকালে ঐ পশুদিগকে মাঠে লইয়া যান, ও যে স্থানে ভাল ঘাস হয় এমত স্থানে তাহাদিগকে চরান, ও সর্ব্বদা তাহাদিগকে রক্ষা করেন; পরে সায়ংকালে ঘরে ফিরিয়া আইসেন।

অন্য ছেলার পিতা মৎস্যের ব্যবসায় করেন। তিনি মাছ ধরিবার নিমিত্তে জলে নামিয়া, জলজন্তুর ভয় ও শীত ও রৌদ্র ইত্যাদি নানা প্রকার দুঃখ ভোগ করিয়া আপন কর্ম্ম চালান।

অতএব দেখ, তোমাদের পিতা তোমাদের প্রতি স্নেহ করিয়া কেমন কঠিন কর্ম্ম সকল করিয়া থাকেন।

আহা! আমার প্রিয় বাছা, তোমার পিতা মরিলে তোমার কি দশা হইবে? তুমি পিতৃহীন হইলে তোমার খাওয়া পরা কে দিবে? অনেক২ ছেলার পিতা নাই, দেখিতেছি। কোন ছেলার পিতা আপন শিশু পালনের জন্যে চাকরি করিতে গিয়া অতি উচ্চ সিঁড়ি হইতে পড়িয়া মরিল। এবং কাহারও পিতা ঘোঁড়ার লাথিতে মরিল অন্যের পিতা কূপ খুঁড়িতে গিয়া মাটি চাপা পড়িয়া মরিল। হয় তো, তোমার পিতাও এই প্রকারে মরিবে। কিন্তু ঈশ্বর তাহাকে রক্ষা করিলে করিতে পারেন, একারণ তুমি প্রতিদিন তাঁহার নিকটে প্রার্থনা কর।

আর তোমার পিতার মৃত্যু হইলেও তুমি পিতৃহীন হইবা না, কেননা তোমার এক জন স্বর্গীয় পিতা আছেন, অর্থাৎ যাঁহার কাছে প্রার্থনা করিয়া বসিয়া থাক, সে আমাদের স্বর্গীয় পিতা ঈশ্বর। তিনিই তোমার পিতা হইবেন। তিনি কখনও মরেন না, এবং সাংসারিক পিতা হইতেও তোমাকে অধিক প্রেম করিয়া থাকেন, ও তোমাকে সর্ব্বদা মনে করিয়া তোমার প্রতি দৃষ্টি রাখেন। এবং তোমার যাহা২ আবশ্যক হয়, তাহাই তিনি দেন, আর তুমি মৃত্যুর পর স্বর্গেতে গিয়া তাঁহার নিকটে বাস কর, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা।

এখন দেখ দেখি, স্বর্গস্থ পিতা তোমাকে কেমন উত্তম বস্তু সকল দিয়াছেন। যথা,

১ তোমাকে রক্ষা করিতে পিতা।
২ লালন পোষণ করিতে মাতা।
৩ বাসের নিমিত্তে গৃহ।
৪ শয়নের নিমিত্তে শয্যা।
৫ পরিধানের নিমিত্তে বস্ত্র।
৬ ভোজনের নিমিত্তে খাদ্য।
৭ জীবনের নিমিত্তে প্রাণবায়ু।
এই সকল দিয়াছেন।

---

৪ পাঠ।

মনুষ্যের আত্মার বিষয়।

মনুষ্য ও পশু এই দুয়ের মধ্যে বিশেষ কি? তাহা আমি তোমাকে জানাইতেছি।

ঈশ্বর কি পশুদিগের প্রতিও দয়ালু হয়েন? হাঁ, তিনি অস্থি মাংস রক্ত ও চর্ম্মদ্বারা তাহাদিগেরও শরীর নির্ম্মাণ করিয়াছেন। কিন্তু পশুদের শরীর তোমার শরীর হইতে অন্য প্রকার দেখিতেছি। যথা তোমার দুই পা ছাগল বিড়াল ইত্যাদির চারি পা, তোমার হাত আছে তাহাদের হাত নাই, তোমার চর্ম্মের উপর রোম নাই তাহাদের চর্ম্মের উপর অনেক রোম আছে।

আর পক্ষিদের শরীরও তোমার শরীরের মত নহে. তাহাদের দুই পা আছে বটে, কিন্তু তোমার পা হইতে তাহা অন্য রূপ। তোমার শরীরে ডেনা নাই, তা আছে, আর তাহাদের মুখও তোমার মুখের সমান নহে তাহাদের দাঁত নাই এবং তাহাদের অঙ্গ সকল তোমা অঙ্গ হইতে অত্যন্ত বিশেষ। তথাপি অস্থি ও মাংস ও র ও চর্ম্ম এই সকলদ্বারা সকলেরই শরীর নির্ম্মাণ হইয়াছে

আর দেখ, তোমার শরীরহইতে মক্ষিকার শরীর আরো বশেষ। তাহাদের ছয় পা ও কাচের মত দুই ডেনা। অন্য ২ জন্তু সকলেরও অনেক প্রকার শরীর আছে।

ঈশ্বর ঐ সকল প্রাণিকে বিশেষ ২ রূপে সৃষ্টি করিয়া প্রতিপালন করিতেছেন। কিন্তু পশুরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিতে পারে না, কেননা তাহাদের বুদ্ধি নাই, তাহারা ঈশ্বরের বিষয় কিছু জানে না, এবং বুঝিতেও পারে না। তোমার শরীরের মধ্যে যে আত্মা আছে সে অবিনাশী, তাহাদ্বারা জ্ঞান হয়, ও ঈশ্বরের বিষয় বুঝিতে পারা যায়, এবং তাঁহাকে ধন্যবাদ করা যায়। কিন্তু পশু পক্ষির আত্মা সে রূপ নহে।

ঈশ্বর প্রথমে মনুষ্যের শরীর সৃষ্টি করিয়া তাহার মধ্যে আত্মাকে রাখিলেন। তুমি আপন আত্মাকে দেখিতে পাও না বটে, আর ঈশ্বর ছাড়া ঐ আত্মাকে কেহই দেখিতে পারে না, কিন্তু তিনি তোমার লুকায়িত সকল বিষয়ও জানিতে পারেন।

তোমার শরীর ও আত্মা এই দুয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কি? শরীরহইতে আত্মা অবশ্য উত্তম, কেননা শরীরের নাশ হয়, আত্মার কখন নাশ হয় না। মনুষ্যের আত্মা ঈশ্বরের শ্বাসদ্বারা নির্ম্মিত, মনুষ্য ও পশুদের শরীর মাটিতে নির্ম্মিত হইয়াছে, একারণ পশু সকল মরিলে একেবারে নষ্ট হয়। কিন্তু তোমার মৃত্যু হইলে পর আত্মা জীবৎ থাকে। শরীর কবর দিলে অবশ্য নষ্ট হইবে, আত্মা অন্য স্থানে থাকিবে।

আমি এক দিবস বাহিরে গিয়া দেখিলাম কোন ব্যক্তি একটি ক্ষুদ্র সিন্দুক লইয়া আসিতেছে; তাহার পশ্চাৎ কতক গুলিন লোক উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে ২ আসিতেছে। ঐ সিন্দুকের ভিতরে এক বালককে লইয়া কবর দিতে

আসিতেছে, কিন্তু সেই শিশুর আত্মা সিন্দুকের ভিতরে ছিল না, ঈশ্বরের কাছে গিয়াছিল।

তুমি যে আত্মাকে পাইয়াছ, তাহার নিমিত্তে ঈশ্বরের ধন্যবাদ কর ও তাঁহার নিকটে নিবেদন কর, যেন মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে ঈশ্বর তোমার আত্মাকে আপনার নিকটে গ্রাহ্য করেন। ঈশ্বরের নিকটে এই রূপ প্রার্থনা কর, হে আমার ঈশ্বর, আমার শরীর মাটিতে মিশিলে পরে আমার আত্মাকে তোমার নিকট বাস করিতে স্থান দিও।

---

৫ পাঠ।

ধার্ম্মিক দূতগণের বিষয়।

পরমেশ্বর স্বর্গে থাকেন, ইহা তুমি জান। তাঁহার শরীর নাই, তিনি আত্মাস্বরূপ। স্বর্গস্থ দূতগণেরা তাঁহার সিংহাসনের চারিদিগে দাঁড়াইয়া আছে।

দূতেরাও আত্মাস্বরূপ, তাহারা সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী, কিন্তু ঈশ্বর তাহাদের হইতেও অতিশয় তেজস্বী। তাহারা সর্ব্বদা ঈশ্বরের মুখ দর্শন করে, একারণ তাহাদের মুখ তেজস্বী হয়।

হে পবিত্র পবিত্র পবিত্র ও সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর, তুমি মহিমা ও গৌরব গ্রহণের যোগ্য, কেননা যেং বস্তু আছে তাহা সকলই তুমি সৃষ্টি করিয়াছ, ইহা বলিয়া দূতেরা সর্ব্বদা তাঁহার প্রশংসাগীত গান করিয়া থাকে।

স্বর্গেতে রাত্রি নাই, কেননা দূতগণেরা কখন ক্লান্ত হয় না, একারণ তাহাদের বিশ্রাম করণের কোন আবশ্যক নাই। তাহাদের কখন পীড়া ও মৃত্যু ও ক্লেশ হয় না, এবং তাহারা ক্রোন্দনও করে না, তাহাদের মুখ সর্ব্বদা প্রসন্ন থাকে। স্বর্গীয় দূতগণেরা পাপী নহে, একারণ তাহারা

নিত্য সুখী হয়, যেহেতুক পাপই সর্ব্বদা দুঃখের কারণ। দূতগণ অতি উত্তম, কেননা তাহারা ঈশ্বরকে মনে করিয়া তাঁহার আজ্ঞা সকল পালন করে। তাহারা আত্মা-স্বরূপ হইয়া এক স্থানহইতে অন্য স্থানে শীঘ্র যাইতে পারে।

ঈশ্বর আমাদের রক্ষার নিমিত্তে দূতগণকে পৃথিবীতে পাঠাইয়া দেন। তাহারা আমাদের নিকটে থাকিলে কখন কোন বিপদ ঘটিবে না, যেহেতুক তাহারা বলবান হইয়া নানা প্রকার ক্লেশ ও দুঃখ নিবারণ করিবে।

হে আমার প্রিয় বাছা, দূতগণ সর্ব্বদা তোমার কাছে থাকে, ইহা কি তোমার ইচ্ছা? এ বিষয়ে তুমি এক গীত শুন।

আমার শরীর নিদ্রা যাইবে যখন।
চৌকি দিতে স্বর্গ দূত আসিবে তখন॥
সন্ধ্যা কালাবধি যদ্যা প্রাতঃ নাহি হয়।
আমার নিকটে দূত তদবধি রয়॥

দূতগণেরা কেবল ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করিয়া কর্ম্ম করে। ঈশ্বর তাহাদিগকে তোমার নিকটে পাঠাইয়া দেন, ইহা কি তোমার ইচ্ছা? তবে তাঁহার নিকটে এমত প্রার্থনা কর।

তোমার স্বর্গস্থ ও সাংসারিক এই দুই পিতার ন্যায় দূতদের দুই পিতা নাই, কেবল পরমেশ্বরই তাহাদের পিতা। তাহারা ঈশ্বরের পুত্র হইয়া তাঁহার গৃহে অর্থাৎ স্বর্গে বাস করে। দূতেরা মনুষ্যদিগকে অতিশয় প্রেম করে, এবং তাহাদের ইচ্ছা যে আমরা উত্তম হইয়া স্বর্গে গিয়া তাহাদের সহিত একত্রে বাস করি।

কোন শিশু দোষ করিয়া যদি তাহার নিমিত্তে খেদ

করে, আর ঈশ্বরের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করে, তবে দূতগণেরা আহ্লাদিত হয়।

ভাল বালকের মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে ঈশ্বর তাহার আত্মাকে স্বর্গে লইবার নিমিত্তে দূতগণকে আজ্ঞা করেন; দূতেরা আজ্ঞা পাইয়া ঐ বালকের নিকটে আইসে, তাহাতে সে চক্ষু বুজিয়া আপন মায়ের কোলে মাথা রাখে ও নিশ্বাস ছাড়িয়া প্রাণ ত্যাগ করে। মরিবামাত্রে ঐ দূতেরা তাহার আত্মাকে স্বর্গে নিয়া যায়। তাহাতে বালকের সকল দুঃখ দূর হয়, ও তাহার মন শুদ্ধ হইলে সে নিত্য সুখী হয়। পরে ঐ বালকের আত্মা দূতগণের ন্যায় তেজোময় হইয়া থাকে, এবং হাতে বীণা লইয়া ঈশ্বরের প্রশংসা গান করে; তাহার শরীর কবরে থাকিয়া মাটি হয়, কিন্তু ঈশ্বর কোন সময়ে পুনর্ব্বার তাহাকে প্রাণ দিবেন।

হে প্রিয় বাছা সকল, তোমরা এখন যদি ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা কর, তবে তোমাদেরও মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে স্বর্গস্থ দূতেরা আসিয়া তোমাদের আত্মাকে স্বর্গে লইয়া যাইবে।

---

৬ পাঠ।

পাপি দূতগণের বিষয়।

ঈশ্বর কত দিন পর্য্যন্ত স্বর্গে বাস করিতেছেন তাহা আমি বলিতে পারি না, কেননা তিনি অনাদি, অর্থাৎ তাঁহার আদি নাই।

সৃষ্টির পূর্ব্বে ভূমি ছিল না, ও কোন মনুষ্যই ছিল না, ও সূর্য্য ছিল না, ও সে সময়ে দূতেরাও ছিল না, অর্থাৎ ঈশ্বর

ব্যতিরেকে কিছুই ছিল না। ঈশ্বর সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা, কিন্তু তাঁহার সৃষ্টিকর্ত্তা কেহ নাই, তিনি সর্ব্বদাই আছেন।

বহুকাল পূর্ব্বে দূতগণের সৃষ্টি হয়; তখন তাহারা সকলে উত্তম ও সুখী ছিল। কিন্তু তাহাদের মধ্যে কেহ২ মন্দ হইল, কেননা তাহারা ঈশ্বরের প্রেম ত্যাগ করিয়া অহঙ্কারী হইয়া তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে লাগিল। তাহাতে ঈশ্বর তাহাদিগকে স্বর্গে বাস করিতে দিলেন না, কিন্তু তিনি তাহাদিগকে স্বর্গহইতে বাহির করিয়া অন্ধকার স্থানে শিকল দিয়া বাঁধিয়া রাখিলেন।

ঐ দুষ্ট দূতগণের মধ্যে শয়তান নামে এক জন দূত আছে। সে আর২ সকল দূতের প্রধান, ও এমত দুষ্ট যে সর্ব্বদা ঈশ্বরকে ঘৃণা করে। সে কদাচ স্বর্গে ফিরিয়া যাইতে পারে না, কিন্তু অন্য২ পাপিষ্ঠ দূতগণকে সঙ্গে লইয়া পৃথিবীতে আসিয়া সর্ব্বদা মনুষ্যদিগকে দুষ্ট কর্ম্মে লওয়ায়।

আমরা শয়তানকে দেখিতে পাই না, কারণ সে আত্মস্বরূপ। কিন্তু সে মনুষ্যদের মনকে মন্দ করিবার নিমিত্তে সর্ব্বদা চেষ্টা করিয়া জগতে বেড়ায়। শয়তান কখন উত্তম হইতে চাহে না, কেবল সর্ব্বদা দুষ্ট কর্ম্মই ভাল বাসে, ও মনুষ্যদের দুঃখ এবং শোক হইলে সুখী হয়। এবং মনুষ্যেরা দুষ্ট হইলে বড় সন্তুষ্ট হয়। তাহাদিগের মরণ কাল উপস্থিত হইলে শয়তান তাহাদের আত্মাকে আপন অন্ধকারময় বাসস্থানে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করে। সে আমাদিগকে ও আর২ সকল মনুষ্যকে দুষ্ট করিতে চেষ্টা করে, তাহাতে অনেক লোক নরকে যায়।

শয়তানের বড় মন্দ স্বভাব হয়। দেখ, সে অতি নির্দ্দয়, কেননা লোকেরা দুঃখ পাইলে শয়তান আনন্দিত হয়। সে মিথ্যাবাদী, কারণ মনুষ্যদিগকে মিথ্যা কহিতে শিক্ষা

দেয়; ও অহঙ্কারী, কারণ মনুষ্যেরা আমাকে ঈশ্বরহইতে বড় করিয়া মানুক, এই তাহার ইচ্ছা; ও সে পরহিংসক, কেননা মনুষ্যদের ভাল দেখিতে পারে না।

দেখ বাছা, মৃত্যুর পর তুমিও তাহার সহিত বাস কর, ইহা শয়তানের চেষ্টা। তুমি যদি মন্দ হও, তবে অবশ্য তাহার সহিত বাস করিতে যাইবা। যদ্যপি তুমি বড় ক্রোধী হও, ও মিথ্যা কথা কহ, ও হিংসা কর, ও অহঙ্কারী হও কিম্বা আর কোন দুষ্ট কর্ম্ম কর, তবে তুমিও শয়তানের ন্যায় পাপী ও দুঃখী হইবা।

ঈশ্বর কি শয়তানের পরীক্ষাহইতে তোমাকে রক্ষা করিতে পারেন? হাঁ, অবশ্য পারেন। কেননা তিনি শয়তানহইতে অতিশয় বলবান, এবং তিনি সর্ব্বদা আমাদের নিকটে থাকেন।

ঈশ্বরের ন্যায় শয়তান এক কালে সকল স্থানে হইতে পারে না, কিন্তু সে অনেক দুষ্ট দূতগণকে অনেকং স্থানে পাঠাইয়া দেয়; এবং তাহারা তোমার নিকটে অনেকবার আসিয়া থাকে।

ঈশ্বর তোমার সম্মুখে ও পশ্চাতে ও চারিদিগে ও রাত্রিকালে ও দিবাতে ও শয়ন স্থানে ও পথের মধ্যে সর্ব্বদা সঙ্গে থাকেন, একারণ তুমি শয়তানের বিষয়ে ভয় করিও না। শয়তান তোমাহইতে বলবান বটে, কিন্তু ঈশ্বর আমার রক্ষাকর্ত্তা হউন! তুমি এমত প্রার্থনা করিলে তিনি সর্ব্বদা তোমাকে ভাল রাখিবেন।

দেখ, কোন ব্যক্তি তোমাকে দুঃখ দিতে আইলে তুমি সাংসারিক পিতার নিকটে কি রক্ষা প্রার্থনা কর না? তেমনি ঈশ্বর তোমার স্বর্গীয় পিতা, তাঁহার নিকটে থাকিলে শয়তান তোমাকে দুঃখ দিতে পারিবে না। অতএব এই রূপ প্রার্থনা কর, হে আমার স্বর্গীয় পিতঃ, আমি

যেন শয়তানের ন্যায় মন্দ না হই ও নরকে না যাই। একারণ আমাকে রক্ষা করিও।

---

৭ পাঠ।

পৃথিবীর বিষয়।

প্রথম ভাগ।

আমরা যে স্থানে বাস করি তাহার নাম পৃথিবী। সে অতি সুন্দর। আমরা উপরে দৃষ্টি করিলে নীলবর্ণ আকাশ দেখিতে পাই, ও নীচে হরিদ্বর্ণ ঘাস দেখিতে পাই। আমাদের উপরে আকাশ তাম্বুর মত বিস্তারিত আছে, ও নীচে ফুলের বাগান আসনের মত বিছানো আছে, আর তেজোময় সূর্য্য আমাদিগকে আলো দিবার নিমিত্তে মহা প্রদীপের ন্যায় আছে। দেখ, ঈশ্বর কেমন দয়ালু! তিনি আমাদের বাস স্থানের নিমিত্তে কিরূপ উত্তম বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন।

ঈশ্বরের পুত্র অনাদিকাল অবধি ঈশ্বরের সহিত আছেন। তিনি ঈশ্বরের সমান, তাঁহার নাম যীশু খ্রীষ্ট। তিনি আপন পিতার ন্যায় মহান্, ও দয়ালু। পিতা ও পুত্র উভয়ই ঈশ্বর। তাঁহারা সর্ব্বদা একত্রে বাস করিয়া পরস্পর প্রেম করেন। পিতা ও পুত্র দুই একাত্মা, তিনিই পৃথিবীর সৃষ্টিকর্ত্তা।

ঈশ্বর আপন বাক্যদ্বারা প্রথমে পৃথিবীর সৃষ্টি করিলেন, তাহা তোমরা জান। তিনি দীপ্তি হউক এই কথা বলিলে দীপ্তি সৃষ্টি হইল। ঈশ্বর ভিন্ন কোন ব্যক্তি আপন বাক্যেতে কোন বস্তু নির্ম্মাণ করিতে পারে না। ঈশ্বর সৃষ্টি করিতে কোন বস্তুর অপেক্ষা করেন না, কেবল তাঁহার বাক্য মাত্রেই সকলের সৃষ্টি হইল।

পরে ঈশ্বর বায়ু সৃষ্টি করিলেন। ঐ বায়ুকে তুমি দেখিতে পাও না বটে, কিন্তু তাহা টের পাও, সে সর্ব্বদা সকল স্থানে থাকে। বায়ু প্রবল হইলে তাহার শব্দ শুনা যায়।

পরে ঈশ্বর আকাশ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে মেঘ রাখিলেন। ঐ মেঘহইতে যে জল পড়ে তাহাকে আমরা বৃষ্টি বলি। ঈশ্বর এক বড় গভীর স্থানও নির্ম্মাণ করিয়া তাহা লোণা জলেতে পরিপূর্ণ করিলেন, ও তাহার নাম সমুদ্র রাখিলেন। সমুদ্র অতি বড়, তাহার জল ঢেউতে সর্ব্বদা চালিত হইয়া টলমল্ করে, কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছামতে ঐ মহাগভীর স্থানহইতে জল বাহির হইতে পারে না। ঝড় হইলে সমুদ্রের ঢেউ বড় শব্দ করে।

আর ঈশ্বর আমাদিগের গমনের নিমিত্তে শুষ্ক পথ সৃষ্টি করিয়াছেন। আমরা সমুদ্রের উপর হাঁটিয়া যাইতে ও ঘর বানাইতে পারি না, কিন্তু পৃথিবী শক্ত ও স্থির ও শুষ্ক এই প্রযুক্ত তাহার উপর ঐ সকল করিতে পারি।

ঈশ্বর যেং বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার মধ্যে আকাশ বায়ু মেঘ সমুদ্র ও ভূমি এই পাঁচ বস্তুর বিষয়ে তোমাদিগকে এই পাঠে কিছু শিক্ষা দিয়াছি। ঈশ্বর পৃথিবীকে এমন সুন্দররূপে বানাইয়াছেন, অতএব আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ করি।

---

৮ পাঠ।

পৃথিবীর বিষয়।

দ্বিতীয় ভাগ।

সৃষ্টিকালে ভূমিতে কোন বস্তু ও প্রাণী ছিল না, পরে ঈশ্বরের আজ্ঞাতে ঐ ভূমিহইতে নানা প্রকার বস্তু জন্মিল। হরিদ্বর্ণ নানা প্রকার পত্রধারি বৃক্ষ সকল উৎপন্ন হইল। যথা, অশ্বথ, বট, দেবদারু, শাল ইত্যাদি

ফলহীন বৃক্ষ সকল, এবং নারিকেল, কলা, আম, জাম, কাঁঠাল ইত্যাদি ফলবান বৃক্ষ সকল উৎপন্ন হইল। এবং পালঙ্ক, নটিয়া, শুশুনি, কলমী ইত্যাদি নানা প্রকার শাক, ও মূলা, আলু, রাঙ্গা আলু ইত্যাদি নানা প্রকার মূল, ও বেগুন, পটোল ইত্যাদি বহু প্রকার তরকারি উৎপন্ন হইল। এবং ধান, যব, গোম ইত্যাদি নানা প্রকার শস্য শিষযুক্ত হইয়া ফলের ভারে নম্র হইতে লাগিল।

পরমেশ্বর তদ্ভিন্ন কোমল তৃণ জাতির মধ্যে নানা বর্ণ ও উত্তম গন্ধযুক্ত গোলাপ, মল্লিকা, চাঁপা, জাতি, মালতী ইত্যাদি বহু প্রকার ফুল উৎপন্ন করিলেন।

এই রূপে বৃক্ষ, শাক, তৃণ, শস্য, পুষ্প, এই পাঁচ প্রকার বস্তু ভূমিহইতে উৎপন্ন হইল, এ বিষয়ে আমি তোমাদিগকে উপদেশ দিলাম।

পৃথিবী বৃক্ষ ইত্যাদিতে এই রূপে শোভিত হইলেও সে সময়ে ঈশ্বরের সৃষ্টির কার্য্য শেষ হয় নাই।

পরে ঈশ্বর আকাশের মধ্যে সূর্য্যকে রাখিয়া পৃথিবীতে আলো দিবার নিমিত্তে, ও পূর্ব্বদিগহইতে পশ্চিমদিগে যাইতে আজ্ঞা দিলেন। এবং রাত্রিতে আলো দিবার নিমিত্তে চন্দ্রকে সৃষ্টি করিলেন, ও তারাগণকে আকাশে সাজাইয়া রাখিলেন। তোমরা সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বি বস্তু কখন দেখ নাই। সে অতি বড়, কিন্তু তোমাদের হইতে অত্যন্ত দূরে থাকে, একারণ তাহাকে ক্ষুদ্র রূপ দেখিতে পাও। সূর্য্য ঈশ্বরের মহাশক্তিদ্বারা আকাশের এক দিগহইতে অন্য দিগে ফিরিয়া যায়। সূর্য্যের তেজহইতে চন্দ্রের দীপ্তি অতি অল্প হয়।

ঈশ্বর মনুষ্যদের নিদ্রা ও বিশ্রামের নিমিত্তে রাত্রিকে অন্ধকার করিলেন। তারা সকল কেহ গণিতে পারে না, কেবল পরমেশ্বর তাহাদের সংখ্যা জানেন।

আমরা চন্দ্র ও তারা ইত্যাদি দেখিয়া জানিয়েছি, পরমেশ্বর অতিশয় মহান্, তথাপি তিনি ক্ষুদ্র পক্ষিগণেরও প্রতিপালন করেন, এবং ক্ষুদ্র বালকদের প্রতিও প্রেম করিয়া থাকেন।

তেজোময় সূর্য্য আদি আকাশ মাঝেতে।
উদয় পর্ব্বত হৈতে দেখিনু উঠিতে॥
গগণমণ্ডল মধ্যে গতি হয় তার।
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
আলোক দিবার হেতু পৃথিবী মণ্ডলে।
চন্দ্র সূর্য্য তারা আদি সৃষ্টি কে করিলে॥
নিজ ইচ্ছা পরাক্রমে ঈশ্বর আপনি।
এ সব জ্যোতির সৃষ্টি করিলেন তিনি॥
ঈশ্বরের শক্তি বলে তারা হয় ধৃত।
নিজ পথে গতি করে না হয় পতিত॥
ঈশ্বরের বাস স্থান উচ্চ সর্ব্বোপরি।
অজর অমর সদা কেবল তাঁহারি॥

---

৯ পাঠ।

পৃথিবীর বিষয়।

তৃতীয় ভাগ।

ঈশ্বর অনেক২ নির্জ্জীব বস্তু নির্ম্মাণ করিয়া, পরে সজীব বস্তু সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিলেন, তাহাতে তাঁহার আজ্ঞা

সাগরে জলের মধ্যে বড় ও ছোট মৎস্য ও জলজন্তু সকল জন্মিল। ঐ সকলের মধ্যে "হ্বএল" অর্থাৎ তিমি মৎস্য অতি বড়, সে কখন২ প্রায় ১০০ হাত দীর্ঘ ও তাহারই মত মোটা হয়। মাছ সকল ছুঁইলে শীতল বোধ হয়। তাহাদের পা নাই, এবং কোন শব্দ শুনা যায় না।

পরে ঈশ্বর জলহইতেও সুন্দর পক্ষিগণের সৃষ্টি করিলেন। তাহারা বায়ু ভরে উড়ে, ও বৃক্ষের ডালে বসিয়া গান করে। পক্ষিদের নানা বর্ণ হয়, টিয়া পাখী হরিদ্বর্ণ, বক শাদা, ও কাক কৃষ্ণবর্ণ হয়। সকল পক্ষিদের মধ্যে ময়ূর দেখিতে উত্তম, তাহাদের মাথার উপরে চূড়া আছে, তাহারা লেজ নুয়াইয়া থাকে, আর কখন২ বড় পাখার মত উপরে তুলিয়া বিস্তার করে।

অন্য প্রকার পক্ষি সকল মধুর স্বরে গান করিয়া আমাদের সন্তোষ জন্মায় বটে, কিন্তু রাত্রিকালে [illegible] পক্ষী নিদ্রা গেলে নাইটিঙ্গেল নামে বিলাতি বুলবুল [illegible] ডালে বসিয়া মধুর স্বরে গান করে। পাতিহাঁস ও রাজহাঁস ইত্যাদি জলের উপরে সুন্দররূপে সাঁতার দিতে পারে।

কোন২ বড় পক্ষী মনুষ্যের ন্যায় উচ্চ, কিন্তু তাহারা উড়িতে পারে না, পৃথিবীতেই হাঁটিয়া যায়। আর২ সকল পক্ষিহইতে ঈগল পাখী বড় বলবান, সে উচ্চস্থানে আপন বাসা করে, তাহার পাখা এমত শক্ত যে মেঘের নিকট পর্য্যন্ত উড়িতে পারে। সকল পক্ষিহইতে ঘুঘু অতি মৃদু, সে গান করিতে পারে না বটে, কিন্তু নির্জ্জনে একাকী থাকিয়া দুঃখকারি লোকদের ন্যায় শব্দ করে। এক কালে সকলের নাম বলা যায় না, ক্রমে বিস্তার রূপে জানিতে পারিবা।

অন্য প্রকার কীট ও মক্ষিকা ইত্যাদি নানা জাতীয় প্রাণী আছে, তাহার মধ্যে পিপীলিকা কীট এবং পোকা

১০ পাঠ।

আদম ও হবার বিষয়।

হে বাছা সকল, আরং বস্তুর সৃষ্টি তোমাদিগকে শুনা-ইয়াছি, এক্ষণে মনুষ্য সৃষ্টির বিবরণ শুন।

ঈশ্বর মাটি লইয়া মনুষ্যের শরীর নির্ম্মাণ করিলেন, পরে আপন নিশ্বাস বায়ুদ্বারা তাহাকে সজীব করিলেন। তাহাতে সে মানুষ ঈশ্বরের সকল বিষয় জানিতে পারিল।

প্রথমে ঐ আদম নামে মনুষ্য ঈশ্বরের ন্যায় উত্তম ছিল। আর সে ঈশ্বরকে অতিশয় প্রেম করিত।

পরে ঈশ্বর আদমকে এদেন্ নামে অতি সুন্দর এক ফুলের বাগানে রাখিলেন, এবং পশু পক্ষি সকলকে তা-হার নিকটে আনাইলে সে তাহাদের নাম রাখিল। তাহাতে ঈশ্বর পশু পক্ষি মৎস্য পোকা ফড়িঙ্গ ইত্যাদি সকলের উপর আদমকে কর্ত্তারূপে নিযুক্ত করিলেন। অতএব আদম ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে পৃথিবীস্থ সকল বস্তু ও প্রানির উপরে রাজা হইল।

ঈশ্বর আদমকে আরো বলিলেন, তুমি এই বাগানের ফল খাও। ঐ সময়ে আদমের সঙ্গিত আর কোন সঙ্গি ছিল না, সে পক্ষি ও জন্তুগণের সহিত কথোপকথন করিতে পারিত না, একারণ ঈশ্বর আদমের জন্যে এক জন সহকারী নির্ম্মাণ করিতে মনস্থ করিলেন। তাহাতে আদমকে ঘোর নিদ্রাতে ফেলাইয়া তাহার পাঁজরের মধ্যে এক অস্থি লইয়া তাহাদ্বারা হবা নাম্নী এক স্ত্রী নির্ম্মাণ করি-লেন। আদম নিদ্রাহইতে উঠিয়া দেখিল যে আপন অস্থি ও মাংসদ্বারা এই স্ত্রী নির্ম্মিতা হইয়াছে, অতএব তাহাকে বড় প্রেম করিতে লাগিল।

ঈশ্বর সকল বস্তু সুন্দর ও ভালরূপে সৃষ্টি করিলেন, ইহাও তোমরা তাহা শুনিলা। সে সময়ে পৃথিবীতে পাপ না থাকাতে দুঃখ ও রোদন ছিল না, মনুষ্য ও আর২ প্রাণি সকল সুখে থাকিত।

প্রভু ঈশ্বর ছয় দিনের মধ্যে স্বর্গ ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়া সপ্তম দিনে বিশ্রাম করিলেন। স্বর্গীয় দূতগণ জগতকে দেখিয়া বড় আহ্লাদিত হইয়া ঈশ্বরের প্রশংসা ও ধন্যবাদ করিতে লাগিল। ঈশ্বরের পুত্র যীশু খ্রীষ্টও আহ্লাদিত হইলেন, কারণ তিনিও আদম ও হবাকে প্রেম করিলেন।

তোমরা যদি বল, পৃথিবীর সৃষ্টির বিষয় আমরা কি প্রকারে জানিতে পারি?

না, ঐ সকল কথা ঈশ্বরের আপন পুস্তকে অর্থাৎ ধর্ম্ম-পুস্তকে লেখা আছে।

তোমরা মনোযোগ করিয়া সৃষ্টির ক্রম সংক্ষেপে শুন।

১ দীপ্তি। ২ আকাশ। ৩ মেঘ। ৪ সমুদ্র। ৫ ভূমি। ৬ [illegible] ইত্যাদি। ৭ সূর্য্য চন্দ্র ও [illegible]। ৮ মনুষ্য ইত্যাদি প্রাণি সকল।

---

১১ পাঠ।

প্রথম পাপের বিষয়।

আদম ও হবা এদেন নামক বাগানে বাস করিত, তাহারা দুই জন কথোপকথন ও একত্রে ভোজন পানাদি করিয়া সুখে কাল কাটাইত। কখন তাহারা বিরোধ করিত না, কিন্তু ঈশ্বরের ধন্যবাদ ও সেবা করিতে সর্ব্বদা আনন্দিত থাকিত।

অপর কোন সময়ে প্রভু পরমেশ্বর তাহাদের সহিত

কথা কহিতেন, তাহাতে তাহারা ভয় না করিয়া বরং বড় আহ্লাদিত হইত।

পরমেশ্বর আদম ও হবাকে কেবল এক কর্ম্ম করিতে বারণ করিয়াছিলেন, তাহার বৃত্তান্ত শুন।

ঐ বাগানের মধ্যে অতি সুন্দর ফলবান এক বৃক্ষ ছিল। পরমেশ্বর তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা সাবধান, এই বৃক্ষের ফল খাইও না, তাহা করিলে মরিবা। অতএব আদম ও হবা ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করিতে ইচ্ছা করিয়া সেই বৃক্ষের ফল কিছু দিন খাইত না।

শয়তান সর্ব্বদা ঈশ্বরের ঘৃণা করে, এ বিষয়ে আমি তোমাদিগকে অনেক কহিয়াছি, তাহা তোমরা জান। ঐ শয়তান আদম ও হবাকে ঘৃণা করিয়া কোন প্রকারে তাহাদিগকে দোষী করিয়া নরকে ফেলিতে পারে, এমত চেষ্টা করিতে লাগিল।

অপর এক সময়ে সে তাহাদিগকে ঐ বৃক্ষের ফল খাওয়াইতে মানস করিয়া আপনি সর্পের মূর্ত্তি ধারণ করিল, এবং হবাকে কহিল, তুমি কি নিমিত্তে এই বৃক্ষের ফল খাও না? তাহাতে হবা উত্তর করিল, পরমেশ্বর আমাদিগকে বারণ করিয়া কহিয়াছেন, তোমরা যদি এ বৃক্ষের ফল খাও তবে মরিবা, অতএব আমি খাইব না। তখন সর্প কহিল, তোমরা কখন মরিবা না, ঐ ফল খাইলে তোমাদের জ্ঞানচক্ষু প্রকাশ পাইবে। তাহাতে নারী ঐ ফলের প্রতি তাকাইয়া তাহা অতি সুন্দর ও মিষ্ট ও আনন্দদায়ক জানিয়া আপনি পাড়িয়া খাইল, এবং আদমকে দিলে সেও তাহা খাইল। ঐ প্রকারে তাহারা ঈশ্বরের প্রতি প্রেম ত্যাগ করিয়া তাহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া মহা পাপ কর্ম্ম করিল।

কিছু কাল পরে ঈশ্বর আসিতেছেন ইহা জানিয়া তাহারা ভয় পাইয়া গাছের আড়ালে লুকাইল। কিন্তু

ঈশ্বরের সাক্ষাৎহইতে কে লুকাইতে পারে? অতএব তিনি আদমকে ডাকিয়া কহিলেন, হে আদম তুমি কোথা? তখন সে বৃক্ষের আড়ালহইতে বাহিরে আইলে ঈশ্বর তাহাকে কহিলেন, আমি তোমাকে যে ফল খাইতে বারণ করিয়াছিলাম, তুমি কি তাহাই খাইয়াছ?

তখন আদম কহিল, তুমি আমাকে যে স্ত্রী দিয়াছিলা, সে আমাকে ঐ ফল খাইতে দিলে আমি খাইলাম।

তাহাতে ঈশ্বর হবাকে কহিলেন, তুমি এ কেমন কর্ম্ম করিয়াছ? হবা উত্তর করিল, সর্প আমাকে খাইতে বলিল, এই জন্যে আমি খাইলাম।

এই কথা শুনিয়া পরমেশ্বর ঐ সর্পের প্রতি ক্রোধ করিয়া চিরকাল তাহাকে শাপগ্রস্ত করিলেন। এবং আদম ও হবাকে কহিলেন, তোমরা অবশ্য মরিবা। তোমাদিগের শরীর যে মাটিতে নির্ম্মিত হইয়াছে, মৃত্যুর পর তাহা পুনরায় মাটি হইয়া যাইবে।

পরে ঈশ্বর তাহাদিগকে ঐ বাগানহইতে দূর করিয়া দিলেন। এবং তাহারা যেন আর ফিরিয়া আসিতে না পারে, এ কারণ এক জন স্বর্গীয় দূতকে অগ্নিশিখার ন্যায় এক খাঁড়া হাতে লইয়া বাগানের পথে দাঁড়াইয়া থাকিতে আজ্ঞা করিলেন।

---

১২ পাঠ।

ঈশ্বরের পুত্রের বিষয়।

হে প্রিয় শিশুগণ, আদম ও হবা ঐ বাগানহইতে যে দূর হইয়াছিল, তাহাতে তোমরা কি দুঃখিত আছ?

ঐ বাগানের বাহির দেখিতে সুন্দর ছিল না, কেবল বনঘাস ও কাঁটা ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ ছিল, এ জন্যে আদমকে

ভূমিহইতে ধান গোম ইত্যাদি শস্য পাইবার জন্যে বড় পরিশ্রম করিয়া চাষ করিতে হইত, কারণ সকল সময়ে গাছে ফল ধরিত না।

পরে ক্রমে২ তাহার শরীর দুর্ব্বল ও বেদনাতে কাতর হইলে শেষে আদম বড় বুড়া হইল। এবং হবাও বার২ পীড়িতা ও দুর্ব্বলা হইয়া বড় ক্লেশ পাইতে লাগিল, তাহাতে নিশ্চয় আমাদের মৃত্যু হইবে, ইহা তাহারা জানিতে পারিল।

হে বাছা সকল, আদম ও হবা কি দয়ার পাত্র নহে? আহা! তাহারা যদি পরমেশ্বরের আজ্ঞা পালন করিত, তবে সর্ব্বদা সুখে থাকিত।

ঈশ্বর তাহাদিগকে যে২ সন্তান সন্ততি দিলেন, তাহারাও সেই প্রকার মৃত্যুর অধীন হইল, কেননা যাহারা মাটিতে নির্ম্মিত হইয়াছে তাহারা পুনর্ব্বার মাটি হইবে, ঈশ্বর সকল মনুষ্যের প্রতি এই কথা বলিয়াছিলেন।

অপর মৃত্যুহইতেও তাহাদের অধিক দুঃখ ঘটিল, সে কি না, তাহাদের মন ক্রমে২ দুষ্ট হওয়াতে তাহারা পূর্ব্বের ন্যায় ঈশ্বরের প্রশংসা ও সেবা করিতে ইচ্ছা করিল না, বরং পাপ কর্ম্ম করিতেই ভাল বাসিত।

এই প্রকারে মনুষ্যেরা ক্রমে২ অত্যন্ত দুষ্ট হইলে শয়তান এমত বোধ করিল, মৃত্যুর পর ইহারা অবশ্য নরকে যাইবে, কেননা মন্দ লোকেরা ঈশ্বরের সহিত কখন স্বর্গে বাস করিতে পারে না।

আহা! যদি পরমেশ্বর তাহাদের প্রতি দয়া করিয়া তাহাদের রক্ষার নিমিত্তে কোন উপায় না করিতেন, তবে আদম ও হবা ও তাহাদের সন্তান সন্ততি সকলে অবশ্য নরকে যাইত। কিন্তু ঈশ্বরের পুত্র যীশু খ্রীষ্ট মনুষ্যদিগকে রক্ষা করিতে ইচ্ছা করিলেন।

অনেক কাল পূর্ব্বে পরমেশ্বর যীশুকে বলিলেন, হে আমার প্রিয় পুত্র, আমি তোমাকে শরীর দিয়া মনুষ্যদের নিকটে পাঠাইয়া দিব। তাহাতে তুমি পৃথিবীতে থাকিয়া আমার আজ্ঞা সকল পালন করিবা। এবং আদম ও তাহার বংশের নিমিত্তে তোমাকে মরিতে হইবে।

যীশু আপন পিতাকে কহিলেন, হে প্রভো, তোমার যেমন ইচ্ছা তাহাই করিব। তোমার আজ্ঞা পালন করিতে আমি আহ্লাদিত আছি। এবং মনুষ্যদিগকে আমি প্রেম করিয়া থাকি। এই প্রকারে যীশু মনুষ্যদের রক্ষা করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন।

ঈশ্বর আপন পুত্রকে তখনি পৃথিবীতে না পাঠাইয়া অনেক বৎসর অপেক্ষা করিলেন। সেই সকল সময়ে পুত্র স্বর্গে থাকিয়া আপন প্রতিজ্ঞা মনে রাখিলেন, কিন্তু তাঁহার পিতা যে পর্য্যন্ত তাঁহাকে না পাঠান, সে পর্য্যন্ত তিনি মনুষ্য জন্ম লইতে ব্যস্ত হইলেন না।

দেখ, পরমেশ্বর কেমন দয়ালু! তিনি মনুষ্যদের রক্ষার নিমিত্তে আপন অদ্বিতীয় ও প্রিয় পুত্রকে জগতে পাঠাইলেন। এবং পুত্রও সেই রূপ দয়ালু, কেননা তিনি আপন স্বর্গীয় সিংহাসন ও তেজোময় দূতগণ ও প্রিয় পিতাকে ছাড়িয়া নানা প্রকার দুঃখ ভোগ করিয়া শেষে প্রাণ ত্যাগ করিলেন।

হে বাছা সকল, আমরা সকলেই আদমের বংশ, এ কারণ আমাসকলেরই মন পাপিষ্ঠ, তাহাতে যীশু আমাদের নিমিত্তে আপন প্রাণ না দিলে অবশ্য আমাদের নরকে যাইতে হইত। ঈশ্বর যদি আমাদের প্রতি এত প্রেম প্রকাশ করিলেন, তবে আমাদেরও তাঁহার প্রতি প্রেম করা উচিত। এবং তাঁহার ধন্যবাদ করিয়া এই কথা বলা উচিত;

হে আমাদের স্বর্গীয় পিতঃ, তুমি আমাদের প্রতি অসীম কৃপা ও প্রেম প্রকাশ করিয়া আপন অদ্বিতীয় পুত্রকে জগতে প্রেরণ করিয়াছ, এ কারণ আমরা তোমার ধন্যবাদ করি। আর হে প্রভো যীশু খ্রীষ্ট, তুমি আমাদের নিমিত্তে রক্ত পাত করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিলা, এই হেতুক তোমাকেও সেই রূপ ধন্যবাদ করি।

আদম করিলে পাপ অবনি মণ্ডল।
কন্টক ও ফলহীন বৃক্ষ উপজিল॥

আদমের মাটির দেহ মাটিতে মিলিবে।
কিন্তু আদমের আত্মা কোথা চলে যাবে॥

ঈশ্বরের আজ্ঞালঙ্ঘী হইবে যাহারা।
তাঁহার সহিত বাস করিবে কি তারা॥

দূতেরা করিলে পাপ তিনি তাহাদিগে।
দয়া না করিয়া সবকে ফেলেন নরকে॥

উপায় সৃজেন প্রভু সৃষ্টির পূর্ব্বেতে।
পাপি নর রক্ষা আর ক্ষমা পায় যাতে॥

পুত্র প্রতি পিতা আজ্ঞা করেন তখন।
হইবে তোমার মৃত্যু নরের কারণ॥

ইহা শুনি পুত্র কন যথা ইচ্ছা তব।
দেহ ধরি নর হস্তে মরণ ভুগিব॥

হে পিতঃ তোমার প্রেম মহান কেমন।
স্বর্গহৈতে নিজ পুত্র করিলা প্রেরণ॥

আরো ধন্য২ প্রভু পাপি নরগণ।
ত্রাণ হেতু প্রাণ দিয়া সাধিলা মরণ॥

১৩ পাঠ।

মরিয়ম নাম্নী কন্যার বিষয়।

আদম ও হবা এই প্রকারে অনেক দুঃখ ভোগ করিলে পরমেশ্বর তাহাদের সান্ত্বনার নিমিত্তে ইহা কহিলেন; আমি তোমাদের রক্ষার জন্যে এক জন ত্রাণকর্ত্তাকে প্রেরণ করিব।

তথাপি আদম ও হবার বংশ ঈশ্বরের প্রতি প্রেম ত্যাগ করিয়া ক্রমে২ আরও মন্দ হইয়া উঠিল। যদি বল, ঈশ্বর কি তাহাদিগকে ভাল করিতে পারিতেন না?

হাঁ, অবশ্য পারিতেন, কেননা পবিত্র আত্মা মনুষ্যদের মনেতে গেলে তাহারা ধার্ম্মিক হইয়া উঠে।

হে প্রিয় বাছা সকল, তোমরা জান, আমরা সকলে পাপী হইলেও ঈশ্বর আপন পবিত্র আত্মাদ্বারা আমাদিগকে ধার্ম্মিক করিতে পারেন। সে সত্য বটে, কিন্তু আমরা যদি পবিত্র আত্মা পাইবার জন্যে প্রার্থনা না করি, তবে কখন তিনি আমাদিগকে তাহা দিবেন না। এই নিমিত্তে আমি ভরসা করি যে তোমরা প্রতি দিন পবিত্র আত্মা পাইবার জন্যে এই রূপ প্রার্থনা করিবা, হে ঈশ্বর, তুমি আমাদিগকে উত্তম করিতে আপন পবিত্র আত্মা দিও।

কালক্রমে মনুষ্যের সন্তান সন্ততি বাড়িলে শেষে পৃথিবী লোকেতে পরিপূর্ণ হইল। অপর আদম ও হবার মৃত্যুর বহুকাল পরে ঈশ্বর আপন পুত্রকে পৃথিবীতে পাঠাইলেন, এবং সামান্য লোকদের ন্যায় ব্যবহার করিতে তাঁহাকে প্রথমে অতি শিশু করিলেন।

ঈশ্বর আপন পুত্রকে এক দরিদ্র মনুষ্যের গৃহে জন্ম দিলেন। তাঁহার মাতার নাম মরিয়ম। সেই স্ত্রীর আর সন্তান ছিল না। সে ধার্ম্মিকা ও ঈশ্বরকে প্রেম করিত,

এবং পবিত্র আত্মা তাহার অন্তরে বাস করিলেন, এই নিমিত্তে সে অতি নম্রা হইয়া ভাল আচরণ করিত।

কোন সময়ে এক স্বর্গ দূত ঐ মরিয়মের নিকটে আইল। কিন্তু সে তাহাকে দেখিয়া বড় ভীতা হইল। তাহাতে দূত কহিল, ওগো মরিয়ম ভয় করিও না, তোমার প্রতি ঈশ্বরের বড় অনুগ্রহ ও প্রেম আছে। তিনি তোমাকে এক পুত্র দিবেন, সেই শিশু ঈশ্বরের পুত্র, এবং তাঁহার নাম যীশু অর্থাৎ ত্রাণকর্ত্তা রাখিবা, কেননা তিনি শয়তান-হইতে মনুষ্যাদিগকে ত্রাণ করিবেন।

দূতের এই কথা শুনিয়া মরিয়ম আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া মনে২ চিন্তা করিতে লাগিল, প্রভু যীশু যে আমার পুত্র হইবেন, আমি এমত যোগ্য পাত্র নহি।

পরে সে দূতকে কহিল, আমি পরমেশ্বরের দাসী, তাঁহার যেমত ইচ্ছা তাহাই হউক।

দূত স্বর্গে ফিরিয়া গেলে মরিয়ম ঈশ্বরের প্রশংসা ও ধন্যবাদ করিয়া এই কথা বলিল, আমার মন পরমেশ্বরের ধন্যবাদ করিতেছে, ও আমার আত্মা আপন ত্রাণকর্ত্তার বিষয়ে আনন্দিত হইতেছে।

আমার পুত্র আমাকে নরকহইতে ত্রাণ করিবেন, ইহা জানিয়া মরিয়ম তাঁহাকেই আপন ত্রাণকর্ত্তা বলিয়া মানিত।

---

১৪ পাঠ।

যীশুর জন্মের বিবরণ।

মরিয়মের স্বামী যূষক নামে এক ধার্ম্মিক ব্যক্তি ছিল। সে আপন স্ত্রীকে বড় ভাল বাসিত।

যীশুর জন্মের পূর্ব্বে সেই দেশের প্রধান রাজা এই

আজ্ঞা দিয়াছিলেন, সমুদয় লোকের নাম লিখিয়া দিতে হইবে। একারণ লোক সকল নাম লিখিয়া দিবার নিমিত্তে আপনং নগরে ও গ্রামে গেল। তাহাতে যূষফ ও মরিয়ম ইহারাও নাম লিখিয়া দিতে কিঞ্চিৎ ধন লইয়া আপন দেশে বৈৎলেহম নামক নগরে গমন করিল।

পরে ঐ নগরে পৌছিতে রাত্রি হওয়াতে তাহারা বিশ্রাম করিবার নিমিত্তে এক সরাইতে গিয়া কহিল, আমাদিগকে কিছু স্থান দেও, আমরা অনেক দূরহইতে আসিয়াছি। ইহা শুনিয়া সরাইয়ের কর্ত্তা কহিল, এখানে তোমাদের থাকিবার স্থান নাই। তাহাতে যূষফ ও মরিয়ম তাহার অনুমতি পাইয়া এক গোশালাতে শয়ন করিতে গেল।

সেই কালে ঈশ্বর ঐ স্থানে মরিয়মের গর্ভহইতে আ-পন পুত্রকে জন্ম দিলেন। যদ্যপি সামান্য শিশুদের ন্যায় তাঁহাকে দেখা গেল তথাপি ইনি ঈশ্বরের পুত্র বটেন, ইহা মরিয়ম জানিতে পারিল।

পরে ঐ বালকের শুইবার খাট না থাকাতে তাহারা তাঁহাকে বস্ত্র জড়াইয়া গোরুর গামলাতে শোয়াইয়া রাখিল, এবং তাঁহাকে অতিশয় প্রেম করিতে লাগিল।

অন্যং বালকদের ন্যায় যীশুর মন স্বাভাবিক দুষ্ট ও পাপী ছিল না। তিনি বালককাল অবধি সম্পূর্ণরূপে প্রেমী ও ধার্ম্মিক ছিলেন।

হে আমার প্রিয়, তুমি আপন ছোট ভাইকে ঘুম পাড়াইবার সময়ে এই প্রকার গান করিয়া শুনাইও।

ভাই রে তুমি শুয়ে থাক খাটেতে দেখ না।
তাহার উপরে আছে কোমল বিছানা॥
তব ত্রাতা শুইলেন কঠিন মাটিতে।
গোশালায় জন্ম তাঁর বিছানা ঘাসেতে॥

১৫ পাঠ।

মেষপালকদের বিষয়।

যীশু যে রাত্রিতে জন্মিলেন সেই রাত্রিতে এক মাঠের মধ্যে কএক জন রাখাল জাগিয়া আপন২ মেষপালকে রক্ষা করিতেছিল। তাহারা কি নিমিত্তে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া থাকিত, তাহা কি তোমরা জান? তাহার কারণ এই, ঐ মাঠের নিকটে এক বনের মধ্যে অনেক২ নেকড়ে ও সিংহ ইত্যাদি হিংস্রক জন্তু বাস করিত। তাহারা পাছে মেষ সকলকে ধরিয়া খায়, এ কারণ রাখালেরা জাগিয়া থাকিত।

অপর যীশুর জন্ম রাত্রিতে ঐ রাখালেরা এক তেজোময় দূতকে স্বর্গহইতে আসিতে দেখিয়া বড় ভয় পাইল; তাহাতে দূত তাহাদিগকে কহিল, তোমরা ভয় করিও না। আমি তোমাদিগকে সুসমাচার দিতে আসিয়াছি। পরমেশ্বর তোমাদের পরিত্রাণের নিমিত্তে স্বর্গহইতে নিজ পুত্রকে পাঠাইয়াছেন, অতএব তোমরা বৈৎলেহম নগরে গেলে সরাইয়ের গোশালাতে ক্ষুদ্র শিশুরূপ তাঁহাকে দেখিতে পাইবা।

দূত এই কথা বলিবামাত্র আকাশে শত২ দূতগণ পরমেশ্বরের ধন্যবাদ ও প্রশংসা করিতে লাগিল।

দূত সকল স্বর্গে ফিরিয়া গেলে পর রাখালেরা পরস্পর বলিতে লাগিল, চল, আমরা ঈশ্বরের পুত্রকে দেখিতে নগরে যাই। পরে তাহারা শীঘ্র দৌড়িয়া বৈৎলেহম নগরে ঐ গোশালাতে গিয়া পৌঁছিল। তাহাতে দূত যেমন কহিয়াছিল, সেই রূপ গোশালার মধ্যে যূষফ ও মরিয়মের সহিত ঐ ছোট বালককে দেখিয়া কহিল, ইনি ঈশ্বরের পুত্র বটেন, ইহা আমরা জানি, কেননা এই রাত্রিতেই

স্বর্গদূতগণ আমাদিগের নিকটে আসিয়া তাঁহার জন্মের সমাচার আমাদিগকে বলিয়াছে।

অপর প্রাতঃকাল হইলে ঐ নগরের তাবৎ লোক আসিয়া রাখালদের এই সকল কথা শুনিয়া অতিশয় আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল।

ধন্য শিশু কি সুন্দর প্রসন্ন বদন।
তাঁর কাছে রহে পশু আশ্চর্য্য দর্শন॥

ছাড়ক্কে কেন পাপি রে সে প্রভুরে দিলা॥
ঈশ্বর মহিমা তাঁরে অনাদর কৈলা॥

মেষ পালে সমাচার দিলে স্বর্গ দূত।
দেখিবারে গেল তাঁরে মাতার সহিত॥

স্নান কালে কি সুন্দর বদন দেখায়।
যদি কান্দে পুনঃ মাতা বাক্যে শান্তি পায়॥

---

১৬ পাঠ।

জ্যোতির্ব্বেত্তাদের বিষয়।

অপর পূর্ব্ব দেশের কতক ধনি পণ্ডিত লোক কোন রূপে জানিতে পাইয়াছিল, পৃথিবীতে ঈশ্বরের পুত্র জন্ম লইয়াছেন; কিন্তু তিনি কোথা আছেন, তাহা জানিতে পারিল না। অতএব যীশু কোন্ স্থানে আছেন, তাহা পণ্ডিতদিগকে দেখাইবার নিমিত্তে ঈশ্বর আকাশের মধ্যে একটি বড় উজ্জ্বল তারা রাখিলেন।

পরে তাহারা পরস্পর কহিল, ঈশ্বরের পুত্র যিনি জন্ম গ্রহণ করিলেন, তিনি অবশ্য রাজা হইবেন, অতএব আইস আমরা দর্শনী লইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতে যাই। তাহাতে তাহারা স্বর্ণ ও গন্ধরস ইত্যাদি দর্শনীয় দ্রব্য

সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিতে লাগিল। সে সময়ে ঐ তারা তাহাদের অগ্রে২ চলিল।

অপর পণ্ডিতেরা যিহূদা দেশে উপস্থিত হইলে, যীশু যে যিরূশালম নগরে রাজা হইয়া রাজ সিংহাসনে বসিবেন, ইহা তাহারা আপন২ মনে নিশ্চয় জানিল। কিন্তু পণ্ডিতেরা সেই স্থানে গিয়া শুনিতে পাইল, তিনি বৈৎলেহম নগরে জন্মিয়াছেন। অতএব তাহারা সেখানহইতে বৈৎলেহম নগরে গেল, তাহাতে সেই তারা তাহাদের অগ্রে২ যাইয়া যে গৃহে যীশু আছেন, সেই গৃহের উপরে স্থির হইয়া রহিল। ইহা দেখিয়া তাহারা অতিশয় আনন্দিত হইল।

পরে পণ্ডিতেরা ঐ ঘরের মধ্যে গেলে যূষফ ও মরিয়মের নিকটে যীশুকে দেখিতে পাইয়া দর্শনী দিল, আর তাঁহাকে রাজা বলিয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিল।

---

১৭ পাঠ।

হেরোদ রাজার বিষয়।

সেই সময়ে যিহূদা দেশে হেরোদ নামে এক দুষ্ট রাজা ছিল। সে যিরূশালম মহানগরে বাস করিত। ঐ রাজা শুনিতে পাইল যে বৈৎলেহমে এক শিশু জন্মিয়াছে, কেল লোকই তাহাকে রাজা বলে।

আমা ভিন্ন আর কেহ এই দেশের কর্ত্তা না থাকে, হেরোদের এমত ইচ্ছা ছিল। অতএব হেরোদ সেই কথা শুনিয়া বড় চিন্তা করিতে লাগিল, পরে ক্রোধ করিয়া বালককে বধ করিতে আজ্ঞা করিল।

শিশু সেই বৈৎলেহমে আছে, হেরোদ ইহা জানিল

বটে, কিন্তু ঐ স্থানে অনেক শিশু জন্মিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কে যীশু? ইহা জানিতে পারিল না; কেননা যে২ লোক ঐ শিশুকে চিনিত, তাহারা তাঁহাকে বড় প্রেম করাতে রাজাকে জানাইতে ইচ্ছা করিল না। এ কারণ হেরোদ মনের মধ্যে আরো দুষ্ট কল্পনা করিল, যে ঐ নগরের মধ্যে যত শিশু আছে আমি সকলকেই বধ করিব।

এখন তোমাদের কি বোধ হয়? ঈশ্বর কি হেরোদকে আপন পুত্র যীশুকে নষ্ট করিতে দিবেন? তাহা নয়. হেরোদের কুচেষ্টা প্রকাশ হওনের পূর্ব্বে ঈশ্বর তাহা জানিয়া যুবকের নিকটে এক জন দূত পাঠাইলেন। তাহাতে ঐ দূত গিয়া তাহাকে কহিল, হে যুবক, হেরোদ রাজা শিশুকে বধ করিতে চেষ্টা করিতেছে, অতএব উঠ, তুমি বালককে ও তাঁহার মাতাকে লইয়া পলায়ন কর।

তাহাতে যুবক মরিয়মকে এবং যীশুকে এক গাধার উপরে চড়াইয়া সে স্থানহইতে পলাইল। তখন ঘোর অন্ধকার প্রযুক্ত কেহ তাহাদিগকে দেখিতে পাইল না।

পরে প্রভাত হইলে ঐ দুষ্ট রাজা বৈৎলেহমের তাবৎ শিশুকে বধ করিতে আজ্ঞা করিল। তাহাতে তাহার দাসেরা খাঁড়া হাতে লইয়া বৈৎলেহমে আইল, এবং প্রত্যেক ঘরের দ্বার খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এখানে কি কোন বালক আছে?

পরে বালকদিগকে দেখিবামাত্র তাহারা তাহাদিগের মাতার কোলহইতে কাড়িয়া লইয়া বধ করিতে লাগিল। তাহাতে সেই দুঃখি স্ত্রীলোকেরা প্রত্যেক জন কান্দিতে২ বলিল, হায়২ আমার প্রিয় বাছা, আমি তোমাকে আর দেখিতে পাইব না। আহা! সে সময়ে যদি তোমরা ঐ নগরে থাকিতা, তবে সেই সকল শিশুর মাতাদের শোক ও বিলাপের শব্দ শুনিতে পাইতা।

কিছু দিন পরে হেরোদ রাজার মৃত্যু হইলে পরমেশ্বর যূষফের নিকটে আরবার এক জন দূতকে পাঠাইলেন, তাহাতে দূত আসিয়া যূষফকে কহিল, হে যূষফ, হেরোদ রাজা মরিয়াছে, এখন তুমি আপন দেশে ফিরিয়া যাও। যূষফ এই কথা শুনিয়া মরিয়মকে ও যীশুকে লইয়া যিহূদা দেশে পুনর্ব্বার আইল, এবং আপন পূর্ব্ব বাসস্থান নাসরৎ নগরে বসতি করিল।

পরে সে স্থানে থাকিয়া যূষফ আপন ব্যবসায় ছুতারের কর্ম্ম করিতে লাগিল। এবং যীশু যূষফ ও মরিয়মের নিকটে থাকিয়া তাহাদের আজ্ঞায় বশীভূত হইলেন।

তিনি জ্ঞানি বালক ছিলেন, অতএব আপন পিতা ঈশ্বরের বিষয় চিন্তা করিতে ভাল বাসিতেন, তাহাতে পরমেশ্বর তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। এবং প্রতিবাসিরা তাঁহাকে দয়ালু ও নম্র দেখিয়া অত্যন্ত প্রেম করিতে লাগিল। আর তাঁহার বয়স ক্রমে২ যত বাড়িতে লাগিল ততই তিনি তাবৎ লোকের প্রেমের পাত্র হইলেন।

---

১৮ পাঠ।

যীশুর পরীক্ষার বিষয়।

কতক বৎসর পরে যীশু বড় হইলে পিতা ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে সমস্ত লোককে ধর্ম্ম উপদেশ দিবার নিমিত্তে স্থানে২ বেড়াইতে লাগিলেন।

কিন্তু তাহার পূর্ব্বে তিনি পরীক্ষিত হইবার নিমিত্তে এক বনের মধ্যে গিয়াছিলেন। সেই স্থানে কোন মানুষের বসতি ছিল না, এবং তাঁহার সহিত কথা কহে এমত কোন বন্ধু সেস্থানে ছিল না। কোন খাদ্য দ্রব্যও সেখানে পাওয়া ভার, এবং রাত্রিতে বড় শীত ও দিবাতে

বড় গ্রীষ্ম হইত। ঐ বনেতে কেবল সিংহ ও ভালূক ইত্যাদি হিংস্রক জন্তু বাস করিত। তাহারা রাত্রিকালে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেও যীশু ভয় করিতেন না, কেননা তিনি আপন পিতাতে বিশ্বাস রাখিতেন।

এই রূপে তিনি চল্লিশ দিবারাত্রি আহার না করিয়া সে স্থানে থাকিলেন, কিন্তু ঈশ্বর তাঁহাকে জীবৎ রাখিলেন।

পরে এক ব্যক্তি হঠাৎ আসিয়া তাঁহার সহিত কথা কহিতে লাগিল।

সে ব্যক্তি কে, তাহা কি তোমরা বলিতে পার?

সে মনুষ্য, কি ধার্ম্মিক দূত, কি পরমেশ্বর, তাহা নহে; সে ভূতরাজ শয়তান্। সে আসিয়া কিরূপে দেখা দিল তাহা আমি জানি না, কিন্তু যীশুকে আপন পিতা ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করাইবার নিমিত্তে এবং তাঁহাকে পাপ কর্ম্মে লওয়াইতে আসিয়াছিল।

যীশু অনেক দিন পর্য্যন্ত অনাহারে থাকিয়া ক্ষুধিত আছেন, ইহা জানিয়া শয়তান এক পাথর লইয়া তাঁহাকে কহিল, তুমি ইহাকে রুটী কর। কিন্তু ঈশ্বর এমত কর্ম্মেতে অসন্তুষ্ট হইবেন, ইহা জানিয়া যীশু উত্তর করিলেন, মনুষ্য কেবল রুটীতে বাঁচে না, কিন্তু পরমেশ্বরের বাক্য-দ্বারাই বাঁচে।

পরে শয়তান বড় গির্জ্জার ন্যায় অতি উচ্চ এক ঘরের উপরে যীশুকে লইয়া গেল। তোমরা কি কখন বড় উচ্চ স্থানে উঠিয়াছিলা? সেখানহইতে নীচে দেখিলে কি তোমাদের ভয় হয় নাই?

শয়তান ঐ স্থানে দাঁড়াইয়া যীশুকে বলিল, তুমি এখানহইতে নীচে পড়, কারণ ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করিতে আপন দূতগণকে পাঠাইবেন, ইহা তিনি ধর্ম্মপুস্তকে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন।

তিনি সেখানহইতে পড়িলে কি ভাল হইত, তোমরা কি বোধ কর? না, যীশুর এ কর্ম্ম করা কখনো ভাল হইত না। কেননা যীশু সর্ব্বদা আপন পিতার আজ্ঞা পালন করিতে ইচ্ছা করিতেন, এ কর্ম্ম করিলে পিতা বিরক্ত হইবেন, ইহা তিনি জানিলেন।

অনন্তর শয়তান তাঁহাকে অতি উচ্চ এক পর্ব্বতের উপরে লইয়া গিয়া জগতের সকল উত্তম বস্তু অর্থাৎ বাগান বাড়ী জাহাজ গাড়ি বসন ভূষণ ইত্যাদি সুন্দর বস্তু সকল দেখাইয়া কহিল, তুমি যদি আমাকে ঈশ্বর বলিয়া প্রণত হইয়া প্রণাম কর, তবে এই সকল অতি সুন্দর দ্রব্য আমি তোমাকে দিব।

যীশু জগতের সকল বিষয়হইতেও আপন পিতাকে অধিক প্রেম করিতেন। এ কারণ তিনি কহিলেন, আমার পিতা পরমেশ্বর ব্যতিরেকে আমি আর কাহাকেও প্রণাম করিব না, কেননা ধর্ম্মপুস্তকে লেখা আছে, তুমি আপন প্রভু পরমেশ্বরকে প্রণাম করিও, এবং কেবল তাঁহারি সেবা করিও।

তখন শয়তান তাঁহাকে ছাড়িল, পরে স্বর্গীয় দূতগণ আসিয়া তাঁহাকে সেবা করিতে লাগিল।

হে প্রিয় বাছা, আদম ও যীশু এই দুই জনের ব্যবহারের কি বিশেষ, তুমি কি তাহা বুঝিতে পার? দেখ, আদম শয়তানের আজ্ঞা পালন করিয়া ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিল, কিন্তু যীশু আপন পিতার কথা মানিয়া সেই মত কর্ম্ম সর্ব্বদা করিতেন। অতএব আদম্ ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘনকারী, কিন্তু যীশু ঈশ্বরের আজ্ঞা পালনকারী, এই বিশেষ।

শয়তান বালক ও বালিকা সকলকেই পাপ করাইতে সর্ব্বদা চেষ্টা করে। দেখ, বাঘ তোমার শরীরকে নষ্ট করিতে পারে, কিন্তু শয়তান তোমার আত্মাকেও নরকে লইয়া

যাইতে পারে। সে হিংসা করিয়া তোমাকে দুঃখ ও ক্লেশ দিতে সর্ব্বদা ইচ্ছা করে। কিন্তু পরমেশ্বর দয়া করিয়া তোমার মঙ্গল চেষ্টা করেন, এবং তিনি শয়তানহইতেও বড় বলবান। অতএব তুমি যদি তাঁহার কাছে এমত প্রা-র্থনা কর, হে প্রভো, আমাকে শয়তানের কথা মানিতে দিও না; তবে তিনি শয়তানের হাতহইতে অবশ্য তো-মাকে রক্ষা করিবেন।

গীত।

ওহে ভাব মন।

আকাশ উপরি তেজস্বান
আছয়ে আনন্দ প্রেমস্থান।
ঘটিলে মরণ ধার্ম্মিক শিশুগণ
সেথায় থাকে করিয়া গমন॥

আছয়ে নরক ভয়ঙ্কর
অনন্ত যাতনা ঘোরতর।
ভূতের সহিতে অগ্নি শিকলেতে
থাকিবে আন্ধারে পাপিগণ॥

অতি দুরাচার আমি হই
এড়াইব কিসে ভাবি তাই।
মরণের কালে আমি কি কুশলে
স্বর্গেতে করিব আরোহণ॥

তেকারণ প্রভু এইক্ষণ
শিখিব তোমার ধর্ম্মজ্ঞান।
পাছেতে নিপাত হইলে আগত
মোর হবে অনন্ত মরণ॥

১৯ পাঠ।

দ্বাদশ শিষ্যের বিষয়।

যীশুর বয়স ত্রিশ বৎসর হইলে তিনি তাবৎ লোককে ঈশ্বরের বিষয় শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

তিনি কোথায় শিক্ষা দিতেন?

কোন সময়ে মন্দিরের মধ্যে গিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিতেন, এবং কখন২ মাঠের মধ্যে গিয়া লোকদিগকে উপদেশ দিতেন, ও কখন২ পর্ব্বতের উপরে গিয়া ঈশ্বরের আজ্ঞা প্রকাশ করিতেন। আরও তিনি নৌকাতে চড়িয়া কখন২ উপদেশ দিতেন, তাহাতে লোকেরা তীরে দাঁড়াইয়া তাঁহার উত্তম কথা শুনিত।

যীশুর বাস স্থানের ঠিকানা ছিল না, তিনি ধর্ম্ম প্রচার করিতে২ নানা স্থানে হাঁটিয়া বেড়াইতেন। যীশু একাকী থাকিতেন এমত নহে, বারো জন বন্ধু তাঁহার সহিত ছিল। তাহারা তাঁহার সঙ্গে২ যাইয়া সর্ব্বদা তাঁহার স্থানে ধর্ম্ম শিক্ষা করিত, এই জন্যে তিনি তাহাদিগকে আপন শিষ্য কহিলেন।

ঐ বারো শিষ্যদের মধ্যে এক জনের নাম পিতর আর একের নাম যাকুব ও অন্যের নাম যোহন; কিন্তু তোমরা সকলের নাম এখন মনে রাখিতে পারিবা না, এই জন্যে আমি বলিব না।

ঐ তিন জন মৎস্যের ব্যবসায় করিত। পিতরের একটি নৌকা ছিল, আর সে দিবসে ও রাত্রিতে ঐ নৌকায় চড়িয়া মাছ ধরিত। যোহন ও যাকুবেরও নৌকা ছিল, কারণ তাহারাও জেল্যার কর্ম্ম করিত।

এক দিবস যীশু সমুদ্রের তীরে বেড়াইতে২ পিতর ও তাহার ভাই আন্দ্রিয়কে জাল ফেলিতে দেখিয়া ডাকিয়া কহিলেন, তোমরা আমার সঙ্গে আইস। তাহাতে তাহারা

জাল ও নৌকা ফেলিয়া তাঁহার পশ্চাৎ২ চলিল। পরে তিনি কিঞ্চিৎ দূরে গেলে যাকুব ও যোহন নৌকায় বসিয়া জাল সারিতেছে ইহা দেখিয়া তাহাদিগকেও কহিলেন, তোমরা আমার পশ্চাৎ আইস। তাহাতে তাহারাও আপন২ জাল ছাড়িয়া যীশুর সহিত চলিল।

এই রূপে তিনি যাহাকে২ ইচ্ছা করিলেন, তাহাকে২ ডাকিলেন।

যীশু কি কারণ ঐ বারো জন বন্ধুকে আপনার নিকটে সর্ব্বদা রাখিতেন, ইহা কি তোমরা বলিতে পার? তাহার কারণ এই; তাহারা যেন অন্য লোকদিগকে ভাল রূপে উপদেশ দিতে পারে, এই জন্যে যীশু আপনি তাহাদের শিক্ষক হইতে চাহিলেন। এবং ঐ শিষ্যেরাও সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া তাঁহার কথা শুনিতে ভাল বাসিত।

হে প্রিয় বাছা, যীশুর সহিত সর্ব্বদা থাকিতে তোমারও কি ইচ্ছা হয় না?

ঈশ্বরের ও স্বর্গের বিষয়ে যীশুর উপদেশের মধ্যে যে সকল কঠিন কথা অন্য লোকেরা বুঝিতে না পারিত, তাহা তিনি নির্জ্জনে আপন শিষ্যদিগকে বুঝাইয়া দিতেন। তাহাতে শিষ্যেরা তাঁহাকে অতিশয় প্রেম ও ভক্তি করিত, এবং তাঁহাকে প্রভু ও গুরু বলিয়া ডাকিত। কিন্তু তাহারা যীশুকে যত প্রেম করিত, তিনি তাহাদিগকে তাহাহইতেও অধিক প্রেম করিতেন, এবং তাহাদিগকে মিত্র করিয়া বলিতেন।

যীশু অতি দরিদ্র ছিলেন, তাঁহার নিজ ঘর দ্বার কিছুই ছিল না কিন্তু যখন যাহা পাইতেন, তখনি তাহা শিষ্যদিগের সহিত ভাগ করিয়া লইতেন।

তাহারা কখন২ অনেক দূর [illegible] ক্লান্ত ও ক্ষুধিত হইত, তাহাতে [illegible] [illegible] আহার প্রস্তুত করিয়া

আপন গৃহে ভোজন করিতে তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিত। কিন্তু সে সময়ে দুষ্ট লোকেরা ঠাট্টা করিয়া যীশু ও তাঁহার শিষ্যদিগকে নিন্দা করিত।

---

১০ পাঠ।

যীশুর প্রথম আশ্চর্য্য ক্রিয়ার বিষয়।

যীশু কোন লোকদ্বারা নিমন্ত্রিত হইয়া তাহাদের গৃহে আহার করিতে যাইতেন, ইহা তোমরা শুনিয়াছ। ঐ নিমন্ত্রণকারি লোকদের মধ্যে এক জনের কথা বলি শুন।

ঐ ব্যক্তির বিবাহ উপস্থিত হইলে সে ভোজ প্রস্তুত করিয়া যীশুকে ও তাঁহার শিষ্যগণকে ও তাঁহার মাতা মরিয়মকে নিমন্ত্রণ করিল।

পরে ভোজনের সময়ে আরো অনেক২ লোক হওয়াতে তাহাদের দ্রাক্ষারসের অকুলান হইবে, ইহা যীশু জানিতে পারিলেন। এখন তোমরা কি বোধ কর? যীশু কি তাহাদিগকে দ্রাক্ষারস দিতে পারেন না? হাঁ, অবশ্য দিতে পারেন, কেননা তিনিই এই জগৎ এবং জগতের সমুদয় বস্তুর সৃষ্টি করিয়াছেন।

অতএব যীশু সেই স্থানে যে কএকটা বড় পাথরের জালা ছিল, তাহা জলেতে ভরিয়া দিতে দাসদিগকে আজ্ঞা করিলেন, তাহাতে তাহারা প্রত্যেক জালা কানা পর্য্যন্ত জলে পরিপূর্ণ করিল। পরে তিনি তাহাহইতে কিছু জল লইয়া ভোজাধ্যক্ষকে দিতে আজ্ঞা করিলেন।

তখন ভোজাধ্যক্ষ তাহার আস্বাদ পাইয়া কহিল, এ অতি উত্তম দ্রাক্ষারস, ইহা কোথাহইতে আইল?

দাসেরা কহিল, যীশুর আজ্ঞাতে আমরা এই সকল জালাতে যে জল ভরিলাম তাহাই এই।

তখন যীশু যে জলকে দ্রাক্ষারস করিয়াছেন ইহা সকলেই জানিতে পারিল, এবং ইনি ঈশ্বরের পুত্র বটেন, ইহাও তাঁহার শিষ্যেরা দৃঢ় বিশ্বাস করিল। যীশুর প্রথম আশ্চর্য্য ক্রিয়া এই।

যীশু কি নিমিত্তে আশ্চর্য্য ক্রিয়া করিতেন?

তিনি যে ঈশ্বরের পুত্র, ইহা জগতে প্রকাশ করিবার নিমিত্তে আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিতেন।

---

২১ পাঠ।

অন্য আশ্চর্য্য ক্রিয়ার বিষয়।

যীশু এই রূপে জলকে দ্রাক্ষারস করিলে পর আরো অনেক২ আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিতে লাগিলেন।

যথা, তিনি অন্ধ লোককে চক্ষু দিতেন, ও খোঁড়াকে চলিবার শক্তি দিতেন, ও বোবাকে কথা কহিতে শক্তি দিতেন, ও পীড়িত লোককে আরাম করিতেন, এই রূপে তিনি নানা প্রকার আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিতেন।

যীশু কোন নগরে গিয়া উপস্থিত হইলে সেখানকার রোগি লোক সকল আসিয়া তাঁহার নিকটে ভীড় করিত, এবং তাঁহাকে বিরক্ত করিলেও তিনি তাহাতে অসন্তুষ্ট না হইয়া সকল পীড়িত লোককে ক্রমে২ ভাল করিতেন। কিরূপে ভাল করিতেন, তাহা বিশেষ করিয়া বলিতেছি।

কোন সময়ে এক অন্ধ ব্যক্তি তাঁহার নিকটে আইল, তাহাতে যীশু তাহাকে দেখিতে বলিলে সে তখনি দেখিতে পাইল। আর এক জন কালা বোবা মানুষ তাঁহার নিকটে আসিলে তিনি তাহার কাণ ও জিহ্বা আপন অঙ্গুলি দিয়া ছুঁইলেন, এবং আপন স্বর্গস্থ পিতার প্রতি তাকাইয়া

কহিলেন, খুলিয়া যাউক! তাহাতে তখনি ঐ কালা বোবা শুনিতে পাইল এবং স্পষ্টরূপে কথা কহিতেও লাগিল।

এক দিবস যীশু দেখিলেন যে মহারোগেতে পীড়িত এক ব্যক্তি খাটের উপর শুইয়া আছে, তাহাতে তিনি বলিলেন, তুমি কি ভাল হইতে চাহ? সে কহিল, হাঁ মহাশয়, ইহাতে আমার বড় ইচ্ছা। তখন যীশু কহিলেন; তবে উঠ, আপন শয্যা লইয়া ঘরে যাও। তাহাতে সে তখনি উঠিয়া চলিতে লাগিল, কেননা যীশু তাহাকে চলিবার শক্তি দিলেন।

কোন দিবস যীশু ভজনালয়ে উপদেশ দিতে২ যে কখন সোজা হইতে পারে না এমত এক দরিদ্রা কুঁজা স্ত্রীকে দেখিয়া তাহাকে ডাকিয়া কহিলেন, হে নারি, তুমি আরাম হও। এই কথা বলিয়া তাহার গায়ে হাত দিলে সে তখনি সোজা হইয়া পরমেশ্বরের ধন্যবাদ করিতে লাগিল।

যীশু কখন২ মরা লোকদিগকে বাঁচাইতেন। এই কর্ম্ম পীড়িত লোকদের আরাম করাহইতেও বড় আশ্চর্য্য।

এক দিবস যীশুর আশ্চর্য্য ক্রিয়া দেখিতে ও তাঁহার উপদেশ কথা শুনিতে অনেক২ লোক তাঁহার সঙ্গে২ যাইতেছিল। এমন সময়ে তিনি দেখিলেন কএক লোক এক মরা মানুষকে খাটে লইয়া কবর দিতে আসিতেছে, এবং তাহার মা কান্দিতে২ তাহাদের সঙ্গে যাইতেছে, সেই স্ত্রী বিধবা, এবং তাহার আর পুত্র ছিল না।

যীশু তাহাকে কান্দিতে দেখিয়া তাহার প্রতি দয়া করিলেন, এবং তাহার নিকটে গিয়া কহিলেন, ওগো নারি, কান্দিও না। পরে যীশু সেই খাট ছুঁইয়া মরা মানুষকে কহিলেন, ওহে যুব লোক উঠ, তাহাতে সে উঠিয়া কথা কহিতে লাগিল।

অনন্তর যীশু তাহার মাতাকে কহিলেন, এই তোমার

পুত্র লও। ইহা দেখিয়া সকল লোকই আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া কহিতে লাগিল, ইনি অবশ্য ঈশ্বরের পুত্র, কেননা ইনি মরা লোককে বাঁচাইতে পারেন।

---

২২ পাঠ।

ফিরূশি ও পাপিষ্ঠা স্ত্রীর বিষয়।

যীশু কি নিমিত্তে এই জগতে আইলেন? আমাদিগকে নরকহইতে উদ্ধার করিতে আইলেন;

মনুষ্যদের নরকে যাইতে হইবে, একথা ঈশ্বর কি জন্যে কহিলেন? কারণ মনুষ্যমাত্রেই পাপী, এবং ধার্ম্মিক ঈশ্বর পাপের দণ্ড অবশ্য দিবেন।

যীশু পাপের ক্ষমা ও আমাদিগকে ধার্ম্মিক করিতে পারেন। কিন্তু আমরা যদি সেই পাপের নিমিত্তে খেদ না করি, তবে তিনি আমাদের পাপক্ষমা কখন করিবেন না।

এ বিষয়ে এক কথা শুন। কোন ধনি ও অহঙ্কারি ব্যক্তি আপন গৃহে যীশুকে ভোজের নিমন্ত্রণ করিল। সে প্রেম প্রযুক্ত তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিল এমত নয়, কেবল তাঁহার কথা শুনিবার নিমিত্তেই তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিল। যীশু তাহা জানিয়াও তাহার ঘরে গেলেন।

ঐ দেশে এমত ব্যবহার ছিল, কোন নিমন্ত্রিত ব্যক্তি গৃহে আইলে বাড়ীর কর্ত্তা প্রথমে তাহার পা ধুইবার জন্যে জল দিত, পরে তাহার মাথায় গন্ধতৈল ঢালিয়া দিত। কিন্তু যীশু আইলে ঐ অহঙ্কারি ব্যক্তি তাঁহাকে অনাদর করিয়া ঐ রূপ কিছুই করিল না।

যীশু ধনির গৃহে ভোজনে বসিলে কোন দরিদ্রা ও পাপিষ্ঠা স্ত্রী আসিয়া তাঁহার পশ্চাৎ দাঁড়াইল, এবং আপন পাপ প্রযুক্ত দুঃখিতা হইয়া কান্দিতে লাগিল। যীশু আমার পাপ ক্ষমা করিতে পারেন, ইহা জানিয়া সে

স্ত্রী তাঁহাকে বড় প্রেম করিল, এবং হেঁট হইয়া চক্ষুজল দিয়া তাঁহার পা ধুইয়া আপন মাথার চুল দিয়া মুছিল। পরে যে সুগন্ধি তৈল আনিয়াছিল, তাহা তাঁহার পায়ে ঢালিয়া দিয়া পা চুম্বন করিল।

নিমন্ত্রণকারি ধনি ব্যক্তি তাহা দেখিয়া ক্রোধ করিল, ও মনে২ ভাবিতে লাগিল, যীশু যদি ঈশ্বরের পুত্র ও ভবিষ্যদ্বক্তা হইত, তবে এই স্ত্রী যে বড় পাপী, তাহা অবশ্য জানিতে পারিত, এবং ইহার প্রতি কখন অনুগ্রহ করিত না।

যীশু ঐ অহঙ্কারি ব্যক্তিকে কহিলেন, তোমার সহিত আমার কিছু কথা আছে। এই যে স্ত্রীকে দেখিতেছ, সে বড় পাপী বটে; কিন্তু আমি ইহার পাপ সকল ক্ষমা করিলাম, এ কারণ এ আমাকে অধিক প্রেম করে। দেখ, আমি তোমার গৃহে আইলে তুমি আমার পা ধুইবার নিমিত্তে কিঞ্চিৎ জল দিলা না, কিন্তু এই স্ত্রী আপন চক্ষুজল দিয়া আমার পা ধুয়াইয়াছে। এবং তুমি আমার মুখ চুম্বন করিলা না, কিন্তু এই স্ত্রী আমার আগমন অবধি আমার পা চুম্বন করিতেছে। আর তুমি আমার মাথাতে কিছু তৈল মাথাইলা না, কিন্তু এই স্ত্রী সুগন্ধি তৈল লইয়া আমার পায়ে ঢালিয়া দিয়াছে।

পরে যীশু ঐ স্ত্রীকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, ও গো নারি, তোমার পাপ ক্ষমা হইল, তুমি কুশলে আপন ঘরে ফিরিয়া যাও।

এই কথাদ্বারা ইহা জানিতেছি; আমরা যদি আপন২ পাপ স্বীকার করিয়া তাহার ক্ষমার নিমিত্তে প্রার্থনা করি, তবে যীশু আমাদিগেরও পাপ অবশ্য ক্ষমা করিবেন। কিন্তু আমরা যদি পাপ স্বীকার না করি, তবে আমাদের পাপ কখন ক্ষমা হইবে না, কেননা যীশু অহঙ্কারি ব্যক্তিকে কদাচ দয়া করিবেন না।

হে প্রিয় শিশু, এই ক্ষণে তুমি বড় ছোট বটে, তথাপি অনেক বার তুমিও পাপ কর্ম্ম করিয়া থাক। তাহাতেই তুমি স্বর্গে যাইবার যোগ্য নহ।

আহা! যীশু তোমার পাপ সকল ক্ষমা করুন, এই আমার প্রার্থনা।

আরো আমি ভরসা করিতেছি, পবিত্র আত্মা তোমার অন্তঃকরণে আসিবেন, তাহাতে তুমিও আপন তাবৎ দোষের নিমিত্তে খেদ করিলে যীশু সে সকল দোষ ক্ষমা করিবেন। তাহা হইলে সেই দুঃখিতা স্ত্রীর ন্যায় তুমিও তাঁহাকে বড় প্রেম করিবা।

---

২৩ পাঠ।

ঝড় স্থির করণের বিষয়।

যীশু আপন শিষ্যগণের সহিত অনেকবার নৌকায় উঠিয়া বেড়াইতেন; তাহাতে পিতর ও যোহন তাঁহাকে প্রেম করিয়া আপনং নৌকাতে লইয়া যাইত।

এক দিবস যীশু আপন শিষ্যগণের সহিত নৌকাতে উঠিয়া পার হইতেছিলেন, ইহার মধ্যে হঠাৎ একটা বড় ঝড় উঠিল, তাহাতে নৌকা টলমল্ করিয়া ডুবিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া শিষ্যেরা বড় ভয় পাইল।

সেই কালে যীশু নৌকার ভিতরে বালিশে মাথা দিয়া ঘুমাইতেছিলেন। অতএব শিষ্যগণ তাঁহার নিকটে গিয়া তাঁহাকে জাগাইয়া কহিল, হে গুরোং, আমরা ডুবিয়া মরি! আমাদের রক্ষা করুন।

তখন যীশু উঠিয়া বায়ুকে ও জলকে ধমকাইয়া কহিলেন, স্থির হও! তাহাতে তখনি ঝড় থামিল ও ঢেউ সকল নিথর হইল।

পরে তিনি আপন শিষ্যগণকে কহিলেন, তোমরা কেন ভয় করিলা? আমি যে তোমাদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা করি, তাহা কি তোমরা বিশ্বাস কর না?

যীশু জানিলেন, শিষ্যেরা মাতালের ন্যায় ঢেউতে হেলিয়া দুলিয়া পড়িতেছে, কিন্তু তিনি নিদ্রা সময়েও তাহাদিগকে রক্ষা করিতেছেন।

তখন তাহারা বড় আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া পরস্পর কহিল, অবশ্য ইনি ঈশ্বরের পুত্র, নতুবা বায়ু ও জল কখন তাঁহার আজ্ঞা মানিত না।

---

২৪ পাঠ।

যায়ীরের কন্যার বিষয়।

এক দিবস কোন ধনি ব্যক্তি যীশুর নিকটে আসিয়া তাঁহার পা ধরিয়া কহিল, হে প্রভো, আমার একটি কন্যা বহুকাল অবধি বড় পীড়িতা আছে। অতএব অনুগ্রহ করিয়া আপনি আসিয়া তাহাকে ভাল করুন। যীশু এ কথা শুনিয়া তাহার সহিত চলিলেন।

অপর ঐ ধনির বাটীর নিকটে উপস্থিত হইলে তাহার দাসেরা আসিয়া তাহাকে সংবাদ দিল, আপনকার কন্যা মরিল; এখন কোন চিকিৎসকেই তাহাকে ভাল করিতে পারিবে না। কিন্তু যীশু তাহা শুনিয়া কহিলেন, ভয় করিও না, আমি তোমার কন্যাকে আরাম করিব।

অনন্তর যীশু বাটীতে উপস্থিত হইলে পর কন্যার পিতা ও মাতা এবং পিতর ও যোহন ও যাকুব ব্যতিরেকে আপনার সঙ্গে কাহাকেও ভিতরে যাইতে দিলেন না। তাহাতে সেই কন্যা যে কুঠরীতে আছে, সে স্থানে আরং অনেক লোক রোদন ও বিলাপ করিতেছে, ইহা দেখিয়া

যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, স্থির হও, কন্যা মরে নাই, ঘুমাইয়া আছে।

কিন্তু কন্যা মরিয়াছে, তাহারা ইহা নিশ্চয় জানিয়া যীশুকে ঠাট্টা করিয়া হাসিতে লাগিল। তিনি যে তাহাকে বাঁচাইতে পারেন, ইহা তাহারা বিশ্বাস করিল না।

পরে যীশু কন্যার মাতা পিতা ও আপন তিন শিষ্য ব্যতিরেক সকল লোককে বাহির করিয়া দিলেন, এবং কুঠরীর দ্বার বন্ধ করিয়া কন্যার হাত ধরিয়া তাহাকে কহিলেন, হে কন্যে উঠ। তাহাতে তাহার প্রাণ পুনর্ব্বার আইলে সে তখনি উঠিয়া খাটের উপরে বসিল। পরে সে কুঠরীর মধ্যে হাঁটিয়া বেড়াইতে লাগিল।

তখন যীশু তাহার মাতাকে কহিলেন, ইহাকে কিছু খাইতে দেও।

সে সময়ে কন্যার প্রায় বারো বৎসর বয়স ছিল।

এই রূপ আশ্চর্য্য কর্ম্ম দেখিয়া তাহার পিতা মাতা বড় আহ্লাদিত হইল। এবং যে সকল লোক যীশুকে উপহাস করিয়াছিল, তাহারা বড় লজ্জা পাইল।

---

২৫ পাঠ।

রুটী ও মৎস্যের বিষয়।

কোন সময়ে যীশু শিষ্যগণের সহিত মাঠে গেলে নগর ও গ্রাম সকলহইতে অনেক২ লোক তাঁহার পশ্চাৎ আইল। তখন যীশু তাহাদিগকে ঈশ্বরের বিষয় এবং আপনি কি প্রকারে তাহাদিগকে শয়তানহইতে রক্ষা করিতে পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন এ বিষয়ও স্পষ্টরূপে উপদেশ দিতে লাগিলেন। এবং তাহাদিগের মধ্যে যে সকল

লোক পীড়িত ছিল তাহাদিগকে ভাল করিলেন। এই রূপে লোক সকল প্রাতঃকাল অবধি সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত থাকিল।

পরে সূর্য্য অস্ত হইবার সময়ে শিষ্যগণ মহা ভীড় দেখিয়া যীশুর নিকটে আসিয়া কহিল, হে প্রভো, আপনি কি এই লোক সকলকে বাড়ী যাইতে অনুমতি দিবেন না? কেননা এ নির্জন স্থান, এখানে কোন খাদ্য দ্রব্য কিনিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু লোক সকল সমস্ত দিন অনাহারে আছে, ইহা জানিয়া যীশু শিষ্যদিগকে কহিলেন, উহারা পরিশ্রমে ও ক্ষুধাতে কাতর হইয়াছে, অতএব কি প্রকারে ঘরে যাইতে পারিবে। তোমরা কি উহাদিগকে আহার দিতে পার না?

তাহাতে শিষ্যেরা বলিল, না, আমাদিগের নিকটে কেবল পাঁচ রুটী ও দুই ছোট মাছ আছে, ইহাতে কিরূপে সকলের কুলান হইতে পারে?

তখন যীশু লোকদিগকে ঘাসের উপরে বসিতে আজ্ঞা দিয়া কহিলেন, ঐ রুটী ও মাছ আমার নিকটে আন। তাহাতে শিষ্যেরা ঐ সকল লোককে বসাইয়া যীশুর নিকটে রুটী ও মাছ আনিয়া দিল।

সেখানে অনেক২ লোক বসিয়া ছিল, একে পাঁচ হাজার পুরুষ, আরো শত২ স্ত্রী লোক, এবং বিস্তর বালক বালিকাও তাহাদের সঙ্গে ছিল, বোধ হয় এত লোক দশটা গির্জা ঘরেতেও ধরে না।

ঐ ছেল্যারা সমস্ত দিন কিছু খাইতে পায় নাই, তাতে আবার ঘুরে২ বেড়াইয়া বড় শ্রান্ত ও ক্ষুধায় কাতর হবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। তোমরা কি তাহাদের প্রতি দয়া কর না? ভাল, যীশু তাহাদিগকে যে প্রকারে খাওয়াইলেন, তাহা বলি শুন।

তাহারা ছোট বড় সকলেই কোমল ঘাসের উপরে বসিলে যীশু রুটী লইয়া স্বর্গের প্রতি তাকাইয়া আপন পিতা ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিলেন। পরে রুটী ও মাছ ভাঙ্গিয়া পিতর ও যোহন ইত্যাদি শিষ্যগণকে দিয়া বলিলেন, তোমরা তাবৎ লোককে এক২ টুকরা করিয়া দেও।

হে প্রিয় শিশু সকল, দেখ, এক রুটীতে দশ বারো জন বালকেরও যথেষ্টরূপ খাওয়া হয় না, কিন্তু যীশু ঐ পাঁচ রুটী ও দুই ছোট মাছেতে হাজার২ লোককে খাওয়াইলেন, তাহাতেই সকলে তৃপ্ত হইল।

যীশু ইহা জানিয়া শিষ্যদিগকে আজ্ঞা করিলেন, লোক সকল উঠিলে পর গুঁড়া গাঁড়া কুড়াইয়া রাখ, পাছে নষ্ট হয়। পরে তাহারা কুড়াইলে গুঁড়া গাঁড়াতে বারো ডালি পূর্ণ হইল। তখন যীশু লোক সকলকে আপন২ ঘরে যাইবার নিমিত্তে অনুমতি করিলেন।

তোমরা যীশুর এই আশ্চর্য্য ক্রিয়া শুনিয়া মনে রাখ, তিনি প্রতি দিন পৃথিবীর সকল লোককে আহার দিতেছেন: অর্থাৎ আহারের জন্যে ধান গোম ইত্যাদি শস্য নানা প্রকার ফল উৎপন্ন করান।

হে বাছা সকল, দেখ, যীশু এই প্রকারে তোমাদিগকেও প্রতি দিন আহার দেন। তিনি যদি শস্য সকল ক্ষেতের মধ্যে না জন্মাইতেন, তবে তোমরা খাইতে না পাইয়া অবশ্য মরিতা। কিন্তু তিনি তোমাদিগকে কখন ভুলিবেন না, কেননা তিনি ক্ষুদ্র পক্ষিসকলকেও সর্ব্বদা মনে রাখেন। দেখ, তাহারা বীজ বুনিতে জানে না, শস্য কাটে না, এবং গোলাতেও জমা করে না। তথাপি পরমেশ্বর তাহাদিগের প্রতি দিনের আহার যোগাইতেছেন। অতএব তিনি তাহাদের দয়া করিলে তোমাদিগের প্রতি কি অধিক প্রেম করিবেন না? আর পক্ষির

ডাকিলে তিনি তাহাদেরও শব্দ শুনেন, তবে তোমা-দিগের প্রার্থনা কি শুনিবেন না?

যদি তোমার সাংসারিক পিতা মাতা দরিদ্র হইয়া তোমাকে আহার দিতে না পারে, তবে তুমি প্রেমভাবে আপন স্বর্গীয় পিতা ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা কর, তিনি কখন তোমাকে খাওয়া না দিয়া ক্ষুধায় মারিবেন না; অতএব তুমি প্রতি দিন তাঁহার কাছে প্রার্থনা করিয়া বল, হে ঈশ্বর, তুমি আমার দিবসিক আহার অদ্যই দেও। আর খাইবার সময়েতেও তাঁহাকে বল, হে প্রভো, এই আহারের নিমিত্তে আমি তোমাকে ধন্যবাদ করি।

ভোজন কালের প্রার্থনা।

ওহে প্রভু তুমি প্রতিপালনের কর্ত্তা।
সকলের তুমি সব উত্তম্ দ্রব্যদাতা॥
আশীর্ব্বাদ দিয়া প্রভু পবিত্র করহ।
এই সব দ্রব্য যেন রক্ষা করে দেহ॥
আরো আমাদের দেহ আত্মার ভক্ষণ।
খ্রীষ্ট নাম লৈয়া বলি আমেন্ ও আমেন॥

---

২৬ পাঠ।

যীশুর অনুগ্রহের বিষয়।

প্রতিদিন অনেক২ লোক যীশুর নিকটে আসিয়া উত্ত্যক্ত করিত, তাহাতে কোন২ সময়ে তাঁহার শিষ্যেরা বিরক্ত হইত, কিন্তু তিনি সর্ব্বদা সকলের প্রতি দয়া করি-তেন। যথা,

এক দিবস কোন দরিদ্রা স্ত্রী কান্দিতে২ যীশুর নিকটে

আসিয়া কহিল, হে প্রভো, আমার একটি ছোট কন
বড় পীড়িত আছে। আমার প্রতি দয়া করুন। কি
তিনি হঠাৎ কোন উত্তর করিলেন না, তাহাতে শিষ্যে
ঐ স্ত্রীর প্রতি দয়া না করিয়া তাহাকে বিদায় করিতে
যীশুকে নিবেদন করিল।

তখন সে স্ত্রী যীশুর পা ধরিয়া কহিল, হে প্রভো
আমার উপকার করুন! যীশু দয়া করিয়া বলিলেন,
নারি, তুমি যাহা চাহ তাহাই করিব। নারী এই কথ
শুনিয়া বড় আহ্লাদিত হইল, এবং আপন ঘরে গি
দেখিল কন্যা আরাম হইয়াছে।

আর এক সময়ে যীশু প্রান্ত হইয়া শিষ্যদের সহি
বসিয়া আছেন, এমত কালে কএক স্ত্রী লোক আপন
শিশুদিগকে লইয়া তাঁহার নিকটে আনিতে চাহিল। তা
হাতে শিষ্যেরা অসন্তুষ্ট হইয়া ঐ স্ত্রী লোককে ধমকাইয়
কহিল, তোমরা শিশুদিগকে এখানহইতে লইয়া যাও
কি নিমিত্তে প্রভুকে দুঃখ দিতে আসিয়াছ?

ইহা শুনিয়া যীশু বলিলেন, শিশুদিগকে আমার নিকটে
আসিতে দেও, উহাদিগকে বারণ করিও না।

পরে তিনি তাহাদিগকে কোলে লইয়া গায়ে হাত
দিলেন, এবং ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিয়া তাহাদি
গকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

আহা! ঐ শিশুদের কেমন ভাগ্য। দেখদেখি, তাহারা
প্রভুর নিজ কোলে বসিয়া তাঁহার অনুগ্রহের পাত্র
হইল।

যীশু শান্ত ও নম্র শিশু সকলকেই ভাল বাসেন, কেমনা
তাহারা তাঁহার মেষপালের বাচ্চাস্বরূপ। যীশু তাহাদের
পালক, এবং তাহাদের মৃত্যু হইলে তিনি তাহাদিগকে
স্বর্গে লইয়া যান।

শিশুর মরণ।

ক্ষুদ্র শিশুর মরণ নহে শোকের কারণ
স্বর্গদূতে যীশুর অগ্রে লয়।
সেস্থানে নাহি প্রবেশ দুঃখ ক্রন্দনের লেশ
পিতৃকোলে সদা সুখে রয়॥
শিশু মাটিগৃহ ত্যক্ত সর্ব্ব দুঃখহৈতে মুক্ত
আটক হেথায় তারে কেনে।
অমর স্বর্গভুবন তাঁর সদা বাসস্থান
হরষ ত্রাণদাতা সদনে॥

---

২৭ পাঠ।

প্রভুর প্রার্থনার বিষয়।

যীশু যখন পৃথিবীতে ছিলেন, তখন আপন পিতা ঈশ্বরের ধ্যান করিতেই সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকিতেন, বিশেষতঃ একাকী নির্জনে গিয়া পিতার নিকটে প্রার্থনা করিতেই ভাল বাসিতেন। আর কখনও প্রার্থনা করিবার সময়ে তাঁহার চক্ষু দিয়া জল বিন্দু২ পড়িত।

একবার তিনি পর্ব্বতের উপরে গিয়া সমস্ত রাত্রি প্রার্থনা করিলেন। এবং শিষ্যেরাও কখন২ তাঁহার সহিত থাকিয়া তাঁহার প্রার্থনা শুনিত।

এক দিবস প্রার্থনা সাঙ্গ হইলে পর শিষ্যেরা তাঁহাকে নিবেদন করিল, হে প্রভো, আমরা কি বলিয়া ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিব? তাহা আপনি আমাদিগকে উপদেশ দিউন। তাহাতে তিনি এই রূপ প্রার্থনা করিতে বলিলেন।

"হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতঃ, তোমার নাম পূজ্য হউক। তোমার রাজত্ব হউক। এবং তোমার ইচ্ছা স্বর্গেতে যেমন

তেমনি পৃথিবীতেও সফল হউক। আমাদের প্রয়োজনীয় আহার অদ্য আমাদিগকে দেও। আর আমরা যেমন আপন অপরাধিদিগকে ক্ষমা করি সেই রূপ তুমিও আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর। এবং আমাদিগকে পরীক্ষাতে আনিও না, কিন্তু মন্দহইতে রক্ষা কর। কেননা রাজত্ব ও গৌরব ও পরাক্রম এ সকলি সদাকালে তোমার। আমেন্।"

হে শিশুগণ, তোমরা কি এই প্রার্থনার কথা অভ্যাস করিয়াছ? আমি বোধ করি তোমাদের মাতা পিতা কি শিক্ষক তোমাদিগকে এই রূপ প্রতি দিন প্রার্থনা করিতে শিক্ষা দিয়া থাকিবেন। কিন্তু প্রভু যীশু খ্রীষ্ট প্রথমে আপনি এই রূপ প্রার্থনা করিতে বলিয়াছেন, একারণ আজি পর্য্যন্ত তাহার নাম "প্রভুর প্রার্থনা" বলা যায়।

এ বড় উত্তম প্রার্থনা বটে, কিন্তু এখন ইহার অর্থ তোমরা হঠাৎ বুঝিতে পার না; ক্রমে ২ তোমাদের বোধ হইবে।

আমরা ঈশ্বরকে "পিতঃ" বলিয়া ডাকি, কারণ তিনি আমাদিগকে নিজ পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করেন।

"তোমার নাম পূজ্য হউক", ইহার অর্থ এই, পৃথিবীর সমুদয় লোক ঈশ্বরের প্রশংসা করুক।

"তোমার রাজত্ব হউক," ইহার অর্থ এই, সকল লোকেই ঈশ্বরকে রাজা জ্ঞান করিয়া মানুক।

তৃতীয় কথার অর্থ এই, দূতগণ যেমন ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করিতে আহ্লাদিত হয়, জগতের তাবৎ লোকেই সেই রূপ হউক।

আর "অপরাধ" শব্দের অর্থ পাপ। কোন লোক আমাদের কাছে দোষ করিলে যেমন আমরা তাহাকে ক্ষমা করি, সেই রূপ ঈশ্বরও আমাদের অপরাধ ক্ষমা করুন,

এই প্রার্থনা করি। কিন্তু যদি আমাদের অন্তঃকরণের মধ্যে হিংসা থাকে, তবে তিনি আমাদিগকে কখন ক্ষমা করিবেন না।

আর "আমাদিগকে প্রয়োজনীয় আহার দেও," ইহার অর্থ এই, আহার ও গৃহ ও বস্ত্রাদি দিয়া আমাদের জীবন রক্ষা করুন।

এবং "মন্দহইতে রক্ষা কর" ইহার অর্থ এই, আমাদিগকে আপদ ও নরকহইতে রক্ষা করুন।

দেখ, ঈশ্বর তোমাদের শরীর ও প্রাণ রক্ষার্থে নিত্যং আহার ইত্যাদি আবশ্যক দ্রব্য দিতেছেন। যদি তাঁহার কাছে প্রার্থনা কর, তবে তিনি তাহাহইতে আরো উত্তম বস্তু তোমাদিগকে দিবেন।

যত দান আছে সকলের মধ্যে পবিত্র আত্মা দান উত্তম হয়, কেননা তিনি তোমাদের অন্তঃকরণে থেলে তোমরা পবিত্র ও ধার্ম্মিক হইয়া উঠিবা।

হে প্রিয় শিশুগণ, এই শ্রেষ্ঠ দান পাইতে কি তোমাদের ইচ্ছা হয় না? যদি হয়, তবে যাচ্ঞা কর, তাহাতে ঈশ্বর তোমাদিগকে পবিত্র আত্মা অবশ্য দিবেন।

বোধ হয়, তোমরা প্রতিদিন সকলে একত্র হইয়া ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিয়া থাক। এরূপ করা উচিত বটে, কিন্তু যদি একাকী নির্জনে গিয়া প্রার্থনা কর, তবে তোমাদের আরো ভাল হইবে। দেখ, এই রূপ প্রার্থনা করিয়া অনেকং শিশু মৃত্যুর পর দূতগণের তুল্য হইয়া এখনও স্বর্গে বাস করিতেছে। আরও অনেক শিশু এখন পৃথিবীতে জীবৎ থাকিয়া ঈশ্বরের স্থানে এই মত প্রার্থনা করিয়া আসিতেছে। তাহারা এ পর্যান্ত সম্পূর্ণরূপে উত্তম হয় নাই, কিন্তু পবিত্র আত্মা তাহাদিগকে দিনেং ধার্ম্মিক করিতেছেন। তাহাতে শেষে তাহারাও স্বর্গে গিয়া সম্পূর্ণরূপে উত্তম ধার্ম্মিক হইবে।

হে স্বর্গস্থ পিতা তুমি জগত্রাতা তব নাম পূজ্য হউক।
তব ধর্ম্ম যেন রাজত্ব শাসন সর্ব্ব স্থানে শীঘ্র আসুক॥
যথা স্বর্গ মর্ত্তে হউক পৃথিবীতে তোমার আজ্ঞা পালন।
যে হয় উচিত প্রতি দিন মত মোদের দেহ ভোজন।
পর দুঃখ হেরি যত দয়া করি তত তুমি মোরে কর।
এড়াও পরীক্ষা দুষ্ট হৈতে রক্ষা করি করুণাতে হের॥
রাজত্ব গৌরব পরাক্রম তব সীমা নাহি হয় কোন।
ধন্য সনাতন সদা সর্ব্বক্ষণ সকলে বলি আমেন॥

---

২৮ পাঠ।

যীশুর আপন মৃত্যু প্রকাশ করণের বিষয়।

ইহার পর যাহা ঘটিবে, যীশু সে সকল বিষয় পূর্ব্বাবধি জানিতেন; অতএব শীঘ্র আমার মৃত্যু হইবে, এই কথা তিনি এক দিবস নির্জ্জনে গিয়া আপন শিষ্যদিগকে কহিতে লাগিলেন। কিছু কাল পরে আমি তোমাদিগকে ছাড়িয়া যাইব, কেননা দুষ্ট লোকেরা আমাকে ধরিয়া খাঁচুতে বান্ধিয়া প্রহার ও বিদ্রূপ করিবে, শেষে ক্রুশে চড়াইয়া বধ করিবে। কিন্তু তোমরা মনে রাখ, আমি আবার শীঘ্র জীবৎ হইব।

তখন শিষ্যেরা তাঁহার মরনের কথা শুনিয়া বড় দুঃখিত হইল, কেননা তাহারা তাঁহাকে অত্যন্ত প্রেম করিত।

পরে পিতর তাঁহার হাত ধরিয়া বলিতে লাগিল, হে প্রভো, তোমার মৃত্যু না হউক। তাহাতে যীশু বলিলেন, মনুষ্যদের রক্ষার নিমিত্তে আমাকে অবশ্য মরিতে হইবে, এবং আমার পিতারও এমত ইচ্ছা আছে।

যীশু আপন পিতার আজ্ঞা একবারও লঙ্ঘন করেন নাই।

যে লোকেরা যীশুকে বধ করিতে চেষ্টা করিল, তাহারা

যিরূশালম নগরে বাস করিত। তিনি সেই স্থানে গিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিতেন।

ঐ লোকেরা যীশুকে বধ করিতে কেন চেষ্টা করিল?

তিনি তাহাদের দুষ্টতাপ্রযুক্ত অনেকবার তাহাদিগকে ধমকাইয়া বলিতেন, তোমাদের অন্তঃকরণ বড় মন্দ ও দুষ্ট। তোমরা আমার পিতা ঈশ্বরের প্রতি প্রেম ত্যাগ করিয়া তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতেছ। তোমরা অহঙ্কারী ও মিথ্যাবাদী, এবং তোমাদের ধর্ম্ম ও প্রার্থনা মিথ্যা কারণ তোমাদের মনে এক কথা ও মুখে অন্য কথা হয় আর দুঃখি লোকদের প্রতি তোমাদের দয়া নাই, কেবল লোকদের নিকটে প্রশংসা পাইবার নিমিত্তে তোমরা আপনাদিগকে দাতা ও ধার্ম্মিক করিয়া জানাও। এবং তোমরা বলিয়া থাক, ঈশ্বর আমাদের পিতা; কিন্তু তোমাদের অন্তঃকরণ দুষ্টতাতে পরিপূর্ণ এবং তোমরা আমাকেই বধ করিতে চেষ্টা করিতেছ। অতএব তোমরা ঈশ্বরের সন্তান না হইয়া শয়তানের সন্তান বটে, ইহাতে সন্দেহ নাই।

যীশু ঐ লোকদিগকে ধর্ম্ম পথে আনিতে ইচ্ছা করিলেন কিন্তু তাহারা ঈশ্বরকে ঘৃণা করিয়া আপনাদের কুপথ ছাড়িল না, ইহাতে তিনি বড় দুঃখিত হইতেন।

পরে প্রভুর কথা শুনিয়া তাহারা আরও ক্রোধ করিয়া বলিল, ঈশ্বর তোর পিতা নহেন, তুই কি ঈশ্বরের তুল্য?

তখন যীশু কহিলেন, ঈশ্বরই আমার পিতা বটেন. আমি স্বর্গহইতে পৃথিবীতে আসিয়াছি, এবং পিতা যে স্থানে বাস করেন, আমিও পুনর্ব্বার সেই স্থানে যাইব।

তাহাতে ঐ দুষ্টেরা তাঁহাকে মারিতে পাথর তুলিল, কিন্তু সে সময়ে তাঁহার মরণকাল উপস্থিত হয় নাই, এজন্যে তিনি তাহাদের হাত ছাড়াইয়া অন্য স্থানে গেলে, তাহারা কোন প্রকারে তাঁহাকে ধরিতে পারিল না।

তথন যীশু যিরূশালমহইতে প্রস্থান করিয়া অন্য দেশে গিয়া শিষ্যগণের সহিত কিছু কাল বাস করিলেন।

---

২৯ পাঠ।

ইলিয়াসরের বিষয়।

যীশু কোন স্থানে গিয়াছেন ইহা কেবল তাঁহার শিষ্যেরা জানিল, যাহারা তাঁহার প্রতি হিংসা করিত তাহারা কত জানিতে পারিল না।

যীশুর ঐ বারো শিষ্য ব্যতিরেকে আরও অনেক বন্ধু ছিল; ইলিয়াসর নামক এক ব্যক্তি ও তাহার দুই ভগিনী মর্থা ও মরিয়ম তাহাদের মধ্যে ছিল।

তাহারা তিন জনে একত্র বাস করিত, এবং যীশুকে অতিশয় প্রেম করিত। যীশুও তাহাদিগকে ভাল বাসিতেন, এবং অনেকবার তাহাদের গৃহে আসিয়া কথোপকথন করিতেন।

এক দিন যীশু শিষ্যদের সহিত তাহাদের গৃহে আসিলে মর্থা নানা প্রকার সেবা কর্ম্মে ব্যস্তা ছিল, কিন্তু মরিয়ম যীশুর চরণের নিকটে বসিয়া তাঁহার উপদেশ কথা শুনিতে আনন্দিত হইল।

অনন্তর যীশু অন্য দেশে থাকিলে তাঁহার বন্ধু ইলিয়াসর অতিশয় পীড়িত হইল, তাহাতে মর্থা ও মরিয়ম আপন ভ্রাতার নিমিত্তে বড় চিন্তা করিতে লাগিল।

যীশু যে তাহাকে সুস্থ করিতে পারেন, ইহা তাহারা জানিত, এ কারণ তাঁহার নিকটে সংবাদ দিতে এক জন লোককে পাঠাইল।

কিন্তু ঐ ব্যক্তি পথে যাইতেং ইলিয়াসর ক্রমেং রোগেতে বড় কাহিল হইয়া মরিল।

পরে লোকেরা আসিয়া শাদা বস্ত্রেতে তাহাকে বেষ্টন করিয়া কবর দিল, এবং কবরের মুখে এক বড় পাথর চাপাইয়া রাখিল। তাহাতে মর্থা ও মরিয়ম বড় দুঃখিতা হইয়া যীশুর আসিবার অপেক্ষা করিল।

অনন্তর চারি দিন পরে যীশু সেই স্থানে আইলেন। তিনি যে তাহাদের ভ্রাতাকে কবরহইতে উত্থান উঠাইলেন, ইহা মর্থা ও মরিয়ম বুঝিতে পারিল না, তাহাতে বড় খেদিত হইল, এবং মাটিতে বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে কান্দিতে লাগিল।

অপর প্রভু আইলেন, এই সংবাদ পাইবামাত্র মর্থা তাঁহার নিকটে গিয়া কহিল, হে প্রভো, আপনি যদি এখানে থাকিতেন তবে আমার ভাই মরিত না।

তখন যীশু উত্তর করিলেন, তোমার ভ্রাতা উঠিবে। মর্থা কহিল, শেষ দিবসে উত্থান সময়ে উঠিবে, তাহা আমি জানি।

যীশু যে আমার ভাইকে এখনি উঠাইতে পারেন, মর্থা ইহা বিশ্বাস করিল বটে, কিন্তু তিনি পাছে না উঠান, তাহার এই ভয় হইল।

পরে মর্থা ফিরিয়া আপন ভগিনীকে গোপনে ডাকিয়া বলিল, গুরু আসিয়াছেন এবং তোমাকে ডাকিতেছেন। তাহাতে মরিয়ম শীঘ্র উঠিয়া তাঁহার নিকটে গেল।

তখন সে শীঘ্র উঠিয়া গেল, ইহা দেখিয়া যে সকল বন্ধু লোক ঐ দুইজন স্ত্রী লোককে সান্ত্বনা করিতে তাহাদের গৃহে আসিয়াছিল, তাহারা পরস্পর কহিল, সে কবর স্থানে রোদন করিতে যাইতেছে। ইহা বলিয়া তাহারাও তাহার পশ্চাৎ গেল।

পরে যীশু যে স্থানে ছিলেন মরিয়ম সেই স্থানে গিয়া পৌঁছিল। এবং তাঁহার পা ধরিয়া কান্দিতেং কহিল, হে প্রভো, আপনি এখানে থাকিলে আমার ভাই মরিত না।

যীশু কোন লোকের শোক দেখিতে পারিতেন না, এ কারণ তিনি মর্থা ও মরিয়মকে এবং অন্য লোক সকলকে রোদন করিতে দেখিয়া মনেং দুঃখিত হইলেন। পরে তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া কহিলেন, তোমার ভ্রাতাকে কোথায় রাখিয়াছ?

তাহারা কহিল, হে প্রভো, আপনি আসিয়া দেখুন। ইহা বলিয়া তাঁহাকে লইয়া গিয়া কবরস্থান দেখাইল।

তখন যীশুও কান্দিতেং কবরের নিকটে আইলেন।

সেই কবর একটা গর্ত্ত, তাহার মুখে একখান পাথর চাপা ছিল। যীশু কহিলেন, পাথর সরাইয়া দেও।

তখন ইনি মরা ইলিয়াসরকে দেখিতে চাহিতেছেন, ইহা জানিয়া মর্থা বলিল, হে প্রভো, আপনি গর্ত্তের মধ্যে যাইবেন না, কেননা আজি চারি দিন হইল ইলিয়াসর কবরে আছে, তাহাতে দুর্গন্ধ হইয়া থাকিবে।

যীশু কহিলেন, যদি বিশ্বাস কর, তবে তোমার ভ্রাতাকে আমি বাঁচাইব।

তখন কবরহইতে পাথর সরাইলে পর যীশু স্বর্গের প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, হে পিতঃ, তুমি আমার নিবেদন শুনিয়াছ, এই জন্যে তোমার ধন্যবাদ করি।

যীশু সে সময়ে কি করিবেন, ইহা দেখিতে তাবৎ লোকেরা চারিদিগে দাঁড়াইয়াছিল।

তখন তিনি উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন, হে ইলিয়াসর, বাহিরে আইস। তাহাতে সে মৃত ব্যক্তি তখনি উঠিল, কারণ মৃত লোকেরাও যীশুর কথা শুনিতে পায়।

ইলিয়াসরের হাত পা কবর বস্ত্রদ্বারা বান্ধা ও তাহার মুখে গামছা বান্ধা ছিল। তাহাতে যীশু আজ্ঞা করিলেন, ইহার বন্ধন সকল খুলিয়া দেও। পরে সেই মত করিলে ইলিয়াসর আপন ভগিনীদের সঙ্গে ঘরে ফিরিয়া গেল।

মর্থা ও মরিয়ম আপন ভ্রাতার মুখ পুনর্ব্বার দেখিয়া বড় আহ্লাদিত হইল, ও যীশুর ধন্যবাদ করিতে লাগিল। এবং আর২ সকল লোক তাঁহার এই আশ্চর্য্য কর্ম্ম দেখিয়া বড় চমৎকার বোধ করিয়া পরস্পর বলিতে লাগিল, ইনি অবশ্য ঈশ্বরের পুত্র হইবেন।

---

৩০ পাঠ।

যিরূশালমে প্রবেশ করণের বিষয়।

হে শিশুগণ, যীশুর আশ্চর্য্য ক্রিয়া সকলের মধ্যে কোন্ কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ বোধ কর? তিনি চারি দিনের মরা মানুষকে জীবৎ করিয়াছেন, এই কর্ম্ম অবশ্য শ্রেষ্ঠ বলিতে হয়।

অপর যে সকল দুষ্ট লোক যীশুর প্রতি হিংসা করিত, তাহারা এই সংবাদ শুনিয়া আরো অধিক হিংসা করিয়া পরস্পর বলিল, যদি এই ব্যক্তিকে শীঘ্র বধ না করি, তবে ইহাকে ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া সকলেই বিশ্বাস করিবে।

পরে তাঁহাকে কি প্রকারে বধ করা যায়, তাহার উপায় সেই কাল অবধি তাহারা পরামর্শ করিতে লাগিল।

যীশু তাহাদের এই কুচেষ্টা জানিয়া আপন শিষ্যগণের সহিত পুনর্ব্বার নির্জ্জনে গিয়া কিছুকাল থাকিলেন। কারণ যদ্যপি তিনি আমাদিগের নিমিত্তে প্রাণ দিতে স্বর্গহইতে আসিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার মরণের সময় তখনই উপস্থিত হয় নাই। এই জন্যে তিনি সে কালে আপনাকে ধরা দিলেন না।

শেষে তাঁহার মৃত্যুকাল নিকট হইলে তিনি আপন শিষ্যগণকে ডাকিয়া বলিলেন, চল, আমরা যিরূশালম নগরে যাই। সেই স্থানে আমার অনেক দুঃখ ও মৃত্যু ভোগ হইবে। কিন্তু তিন দিনের দিনে আমি কবরহইতে উঠিব।

শিষ্যেরা তাঁহার এই কথা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইল, অতএব তাহারা তাঁহার সহিত যাইতে এবং মরিতেও বাঞ্ছা করিল।

পরে তিনি শীঘ্র যাইতে২ যিরূশালম নগরের নিকটে আসিয়া শিষ্যদিগকে কহিলেন, এ স্থানহইতে আমি গাধার উপরে চড়িয়া নগরে যাইব।

যীশুর নিজ ঘোড়া বা গাধা কিছুই ছিল না, তিনি সর্ব্বদা হাঁটিয়া বেড়াইতেন। অতএব কিছুকাল সেখানে বিশ্রাম করিয়া আপন দুই জন শিষ্যকে ডাকিয়া বলিলেন, তোমরা পথে যাইয়া সম্মুখে বান্ধা বাচ্চার সহিত এক গাধাকে দেখিতে পাইবা, তাহাদিগকে খুলিয়া আমার নিকটে আন। তাহাতে যদি কেহ কিছু বলে, তবে তোমরা কহিও, ইহাতে প্রভুর প্রয়োজন আছে; তখন সে বারণ করিবে না।

শিষ্যেরা যীশুর এমত আজ্ঞা পাইয়া, কিছু দূরে গেলে ঐ গাধাকে দেখিতে পাইল। পরে তাহাকে খুলিতে গেলে সেখানকার কোন লোক কহিল, তোমরা গাধাকে কেন খুলিতেছ? তাহারা বলিল, ইহাতে প্রভুর প্রয়োজন আছে। এই কথা শুনিয়া সে তখনি তাহা পাঠাইয়া দিল।

পরে তাহারা গাধাকে ও তাহার বাচ্চাকে যীশুর নিকটে আনিয়া বাচ্চার পীঠে আপনং বস্ত্র পাতিয়া দিল, এবং যীশুকে তাহার উপর উঠাইয়া চলিল।

তখন যিনি ইলিয়াসরকে বাঁচাইয়াছেন তিনি আসিতেছেন, এই কথা শুনিয়া যিরূশালমহইতে অনেক২ লোক তাঁহাকে দেখিতে আইল। এবং তাহারা আপন২ বস্ত্র পথে পাতিয়া দিল, ও বৃক্ষের শাখা কাটিয়া পথে বিস্তার করিল। আর যীশুর প্রশংসা করিয়া সকলে বলিতে লাগিল,

হে রাজা, তোমার জয় হউক। তুমিই ধন্য, কেননা পরমেশ্বরের নামেতে তুমি আসিয়াছ।

এই রূপে তিনি যিরুশালম্ নগরে প্রবেশ করিলে পর তাবৎ লোক আপনং গৃহহইতে বাহিরে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। এবং শিশুরাও তাঁহাকে প্রশংসা করিয়া রাজা বলিতে লাগিল।

অপর যাহারা যীশুকে হিংসা করিত, এমত অহঙ্কারি লোকেরা তাঁহার প্রশংসা শুনিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইল, এবং তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিল, এই সকল শিশুরা তোমাকে রাজা বলিতেছে, তুমি ইহাদিগকে বারণ কর না কেন? কিন্তু যীশু শিশুদিগের মুখে প্রশংসা শুনিয়া সন্তুষ্ট হয়েন, এই জন্যে তিনি তাহাদিগকে বারণ করিলেন না।

তিনি ঐ শিশুদের প্রতি স্নেহ করিতেন, একারণ তাহারাও তাঁহাকে বড় ভাল বাসিত।

কি তেজ বিরাজে স্বর্গের সমাজে আছেন ঈশ্বর যথা।
তাঁর নাম গুণ করিতে গায়ন পারিবে শিশু সর্ব্বথা॥

তাঁহার মহিমা করুণা অসীমা বলিবারে যদি চাহে।
পৃথিবীর জন স্বর্গে সাধুগণ সামর্থ্য কাহারো নহে॥

প্রভুর সাক্ষাতে আছে যত দূতে তেজের সীমা না জানে।
কি প্রশংসাকারী কিবা আজ্ঞাধারী সদা থাকে সাবধানে॥

সমাজ মাধুর সঙ্গি করি মোর উৎসর্গ করিব স্তুতি।
তাহে ভগবান ক্ষুদ্র শিশু গান না করেন অপমিতি॥

একারণ স্তব প্রভুর করিব প্রতিদিন অনুক্ষণ।
শিশুদের গান শুনি হৃষ্ট মন হবে স্বর্গ দূতগণ॥

মন্দিরের বিষয়।

যিরূশালম নগরের মধ্যে বড় গির্জার ন্যায় এক মন্দির ছিল। তাহা বহুমূল্য শাদা পাথরেতে নির্ম্মিত, একারণ দেখিতে বড় সুন্দর ছিল। তাহার দ্বার সমস্ত দিন খোলা থাকিত, এবং সে ঈশ্বরের গৃহ, এই জন্যে লোকেরা তাহার মধ্যে প্রার্থনা করিতে যাইত।

যীশু প্রতিদিন সেই মন্দিরে আপন শিষ্যদের সহিত যাইয়া সকল লোককে ঈশ্বরের বিষয় উপদেশ দিতেন, এবং পীড়িত লোকেরা সেখানে আইলে তাহাদিগকে সুস্থ করিতেন। মন্দিরের মধ্যে শিশুরাও তাঁহার স্তব ও প্রশংসা করিত, এবং সাধারণ লোকেরা সেখানে গিয়া তাঁহার উপদেশ কথা শুনিতে বড় ভাল বাসিত। কিন্তু দুষ্ট ও অহঙ্কারি লোকেরা মন্দিরে গিয়া যীশুকে ঠাট্টা ও নিন্দা করিত, তথাপি তিনি মেষের বাচ্চার ন্যায় তাহাদের কথায় কিছু রাগ করিলেন না।

যীশু প্রতিদিন দিবসে মন্দিরের মধ্যে উপদেশ দিতেন ও রাত্রিকালে যিরূশালমের বাহিরে এক পর্ব্বতের উপর উঠিয়া একাকী ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিতেন।

সেই সময়ে ঐ দুষ্ট লোকেরা তাঁহাকে ধরিতে চেষ্টা করিল, এবং পরস্পর পরামর্শ করিয়া বলিল, আমরা কি প্রকারে তাহাকে নষ্ট করিব? সে যখন মন্দিরের মধ্যে লোকদিগকে উপদেশ দেয়, তখন আমরা লোকদের ভয়ে তাহাকে ধরিতে পারিব না, কেননা লোকেরা তাহাকে ভবিষ্যদ্বক্তা বলিয়া মানে, অতএব তাহাকে প্রকাশরূপে ধরিতে গেলে কি জানি পাছে আমাদেরই হিংসা করে সে রাত্রিতে কোন্ স্থানে থাকে, ইহা কোন মতে জানিতে

পারিলে আমরা তাহাকে ধরিয়া দড়িতে বান্ধিয়া বিচার-কর্ত্তার নিকটে লইয়া যাইব।

পরে তাহারা যীশুকে বিচারকর্ত্তার নিকটে দোষী করিবার নিমিত্তে তাঁহার ক্রিয়ার কোন দোষ না পাইয়া কথার দোষ ধরিতে কএক জন চরকে তাঁহার নিকটে পাঠাইল। কিন্তু তাহারা তাঁহার কথাতেও কোন দোষ ধরিতে পারিল না।

---

৩২ পাঠ।

যিহূদার বিষয়।

যীশুর বারো জন শিষ্যের মধ্যে যিহূদা নামক এক শিষ্য ছিল। আর২ শিষ্য সকল যীশুকে প্রেম করিত, কিন্তু সে অতিশয় পাপিষ্ঠ হইয়া মনে২ যীশুকে প্রেম করিত না, কিন্তু একাল পর্য্যন্ত মিথ্যা প্রেম দেখাইয়া যীশুর সহিত কপট ব্যবহার করিত। সে শয়তানের মত ছিল।

হে শিশুগণ, তোমরা একথা বলিতে পার, যে যীশু এমত দুষ্ট লোককে কি চিনিতে পারেন নাই?

হাঁ, তিনি অবশ্য তাহার অন্তঃকরণের সমুদয় অভিপ্রায় জানিতেন।

আর২ শিষ্যেরা যিহূদাকে ধার্ম্মিক বোধ করিত, কেননা সে তাহাদের ন্যায় উত্তম২ কথা বলিয়া যীশুর নিকটে ভূ. প্রেম প্রকাশ করিত। কিন্তু যিহূদার প্রেম ও ভক্তি ধনাদিগে ছিল। অর্থাৎ সে অতিশয় লোভী ও চোর এবং সকল বস্তুহইতে ধন বড় ভাল বাসিত।

শিষ্যগণের সাধারণ এক ঝুলী ছিল। তাহারা চোরের ভয়ে আপন ধনাদি সেই ঝুলীর মধ্যে রাখিয়া যিহূদার হাতে দিত। কিন্তু যিহূদা এমন দুষ্ট লোক ছিল যে

আপনি ঐ ঝুলীহইতে ধন চুরি করিত; কেননা কিসে ধন পাইব ইহাই সে দিবারাত্রি ভাবিত। এই সকল বৃত্তান্ত যীশু ছাড়া আর কোন লোক জানিত না।

পরে এক দিবস যীশুর শত্রু সকল একত্র হইলে যিহুদা তাহাদের নিকটে গিয়া কহিল, তোমরা কি যীশুকে ধরিতে বাঞ্ছা কর? যদি আমাকে কিছু টাকা দেও, তবে রাত্রিতে যেখানে একাকী থাকে, তাহা আমি তোমাদিগকে দেখাইব।

তাহাতে তাহারা বলিল, হাঁ, আমরা অবশ্য তোমাকে টাকা দিব।

সে বলিল, আমাকে কি দিবা? তখন তাহারা তাহাকে ত্রিশ টাকা দিতে স্বীকার করিল।

যিহুদা কহিল, ভাল, আমি কোন রাত্রিতে যীশুকে ধরিয়া তোমাদের হাতে দিব।

ইহা শুনিয়া ঐ দুষ্টেরা বড় আহ্লাদিত হইয়া বোধ করিল, এখন আমরা তাহাকে মারিতে পারিব।

পরে যিহুদা যীশুর নিকটে ফিরিয়া গিয়া ঐ সকল বিষয় কিছুই কহিল না। কিন্তু সে কোথায় গিয়াছিল এবং কি পরামর্শ করিয়াছিল, ইহা যীশুই বিলক্ষণ জানিলেন, কেননা তিনি সকলের মনের কথা জানেন। তথাচ তিনি সে সময়ে কাহাকেও কিছুই বলিলেন না।

---

৩৩ পাঠ।

শেষ রাত্রিভোজের বিষয়।

প্রথম ভাগ।

কিছু কাল পরে যীশু আপন শিষ্যগণকে কহিলেন, আমার মৃত্যু শীঘ্র হইবে। একারণ ইহার পূর্ব্ব রাত্রিতে

তোমাদের সহিত ভোজন করিতে আমার বড় ইচ্ছা হয়।

পরে তিনি পিতর ও যোহনকে ডাকিয়া বলিলেন, তোমরা গিয়া আমার নিমিত্তে ভোজন দ্রব্য প্রস্তুত কর। কিন্তু যীশুর নিজ গৃহ নাই, ইহা জানিয়া তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, হে প্রভো, কোথায় প্রস্তুত করিব?

তাহাতে তিনি কহিলেন, যিরূশালম নগরের মধ্যে যাইবামাত্র এক জন লোক জলের কলসী লইয়া তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবে। তোমরা তাহার সঙ্গে২ যাইয়া সে যে গৃহেতে যায়, সেই গৃহের কর্ত্তাকে বল, প্রভু ইহা জিজ্ঞাসা করিতে আমাদিগকে পাঠাইলেন, আমি শিষ্যদের সহিত কোন্ স্থানে ভোজন করিব?

পরে পিতর ও যোহন তাঁহার আজ্ঞানুসারে যিরূশালমে যাইয়া জলের কলসী লইয়া যাইতে এক ব্যক্তিকে দেখিয়া তাহার পশ্চাৎ চলিল, এবং তাহার সহিত এক বাটীতে গিয়া বাটীর কর্ত্তাকে সেই সমুদয় বৃত্তান্ত কহিল। তাহাতে গৃহের কর্ত্তা উপরের এক বড় কুঠরী দেখাইয়া দিল।

সেস্থানে এক মেজ ও চারিদিগে বসিবার চৌকি ও জলের কলসী আর পা ধুইবার পাত্র এবং কতক গুলিন বাসন ছিল।

পিতর ও যোহন রুটী ও দ্রাক্ষারস ইত্যাদি ভোজনের দ্রব্য সকল প্রস্তুত করিয়া যীশুর নিকটে ফিরিয়া গিয়া সংবাদ দিল।

পরে সন্ধ্যাকালে যীশু বারো জন শিষ্যের সহিত ঐ বাটীতে গিয়া উপরের ঘরেতে ভোজন করিতে বসিলেন। তখন যোহন প্রভুর বুকে হেলান দিয়া বসিল, কারণ যীশু সকল শিষ্যগণের মধ্যে তাহাকে বড় প্রেম করিতেন।

আহার করিলে পর যীশু উঠিয়া একখান গামছা লইয়া

তাহাদ্বারা কটি বন্ধন করিলেন এবং এক পাত্রে জল ঢালিয়া শিষ্যগণের পা ধুইয়া গামছা দিয়া মুছিতে লাগিলেন।

তাহাতে পিতরের নিকটে আইলে সে কহিল, হে প্রভো, আপনি যে আমার পা ধুইবেন, আমি তাহা কখন দিব না। পিতর মনে করিল প্রভু যে আপনি দাসের কর্ম্ম করিবেন, ইহা উচিত নহে। কিন্তু যীশু আপনি নম্র হইয়া শিষ্যদিগকে সেই রূপ নম্র হইতে শিক্ষা দিলেন। তিনি সর্ব্বদা আপন শিষ্যগণের প্রতি প্রেম ও দয়া প্রকাশ করিতেই ভাল বাসেন।

যীশু উত্তর করিয়া পিতরকে কহিলেন, আমি যদি তোমার পা না ধুই, তবে তুমি আমার শিষ্য নহ। কিন্তু ইহার পূর্ব্বে আমি তোমাদের মনকে পরিষ্কার করিয়াছি, ইহার চিহ্ন এই। পিতর ইহা শুনিয়া বড় সন্তুষ্ট হইল।

শিষ্যদের অন্তঃকরণ পরিষ্কৃত বটে, কিন্তু সকলের নহে, কারণ যিহূদার মন পাপেতে পরিপূর্ণ, এবং শয়তান তাহাতে বাস করিত। তথাচ যীশু তাহাকে আপন শত্রু জানিয়াও ঐ দুষ্ট যিহূদার পা ধুইয়া দিলেন।

এই প্রকারে যীশু তাহাদের পা ধুইয়া শিষ্যগণের সহিত একত্র বসিয়া বলিতে লাগিলেন; "আমি তোমাদের প্রতি কিরূপ কর্ম্ম করিলাম, তাহা কি তোমরা জান? আমি প্রভু ও গুরু হইয়া তোমাদের পা ধুইয়া দিলাম। অতএব তোমরাও নম্র হইয়া প্রেমভাবে পরস্পর উপকার কর।"

---

৩৪ পাঠ।

শেষ রাত্রিভোজের বিষয়।

দ্বিতীয় ভাগ।

যিহূদা যে কুপরামর্শ করিয়াছিল তাহা তোমরা শুনি-

য়াছ। সে আমাকে ধরিতে ও বধ করিতে মন্দ লোককে আপনার সঙ্গে আনিতেছে, ইহা যীশু জানিলেন। তিনি যিহূদাকে বড় দয়া করিতেন, অতএব সে যে এমত দুষ্ট কর্ম্ম করিবে, তাহাতে তিনি বড় দুঃখিত হইলেন।

সেই সময়ে যীশু আপন বারো শিষ্যের সহিত ভোজনে বসিয়া কহিলেন, তোমাদের মধ্যে এক জন আমাকে বধ করিতে দুষ্ট লোকের হাতে ধরিয়া দিবে। হাঁ, তোমাদেরই মধ্যে এক জন তাহা করিবে।

এই কথা শুনিয়া শিষ্যেরা বড় দুঃখিত হইল। তাহাতে পিতর বলিল, সে কি আমি? ও যোহন বলিল, সে কি আমি? এবং প্রত্যেকেই বলিল, সে কি আমি? সে কি আমি?

তাহাতে যীশু প্রথমে কোন উত্তর করিলেন না। কিন্তু তাঁহার প্রিয়তম শিষ্য যোহন যীশুর বুকে হেলান দিয়া বসিয়াছিল, পিতর তাহাকে সঙ্কেত করিয়া কহিল, আমাদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি এমন কর্ম্ম করিবে? ইহা প্রভুকে জিজ্ঞাসা কর।

তখন যোহন চুপি২ জিজ্ঞাসিল, হে প্রভো, সে কোন্ ব্যক্তি? তাহাতে যীশু উত্তর করিলেন, যে জন আমার সঙ্গে পাত্রে রুটী ডুবাইবে, সেই।

তখন মেজের উপরে যে একটা ব্যঞ্জনের পাত্র ছিল, যীশু আপনার রুটী তাহাতে ডুবাইলেন, এমন সময়ে এক জন শিষ্যও পাত্রে হাত ডুবাইল।

সে কোন্ শিষ্য, তাহা কি তোমরা বলিতে পার? সে যিহূদা। অতএব ইহা দেখিয়া যোহন জানিতে পারিল যে যিহূদাই সেই দুষ্ট কর্ম্ম করিবে।

পরে যীশু যিহূদাকে কহিলেন, তুমি যাহা করিবা তাহা শীঘ্র কর। তাহাতে যিহূদা উঠিয়া বাহিরে গেল।

কিন্তু প্রভু কি জন্যে এ কথা কহিলেন তাহা অন্য শি-

যোরা কিছুই বুঝিতে পারিল না। তাহারা জানিল যিহূদার নিকটে যে টাকা আছে, তাহাতে পর্ব্বের নিমিত্তে কোন দ্রব্য কিনিয়া আনিতে, কিম্বা কাঙ্গালি লোকদিগকে দান করিতে যীশু আজ্ঞা দিলেন।

অনন্তর যিহূদা কোন কথা না কহিয়া বাহিরে গেল। তখন রাত্রি ছিল। সে কোথায় গেল?

যিহূদা যীশুর দুষ্ট শত্রুদের নিকটে গিয়া বলিল, তোমরা আমার সঙ্গে কোন লোককে দেও, আমি এই রাত্রিতে যীশুকে তোমাদের হাতে ধরিয়া দিব।

---

৩৫ পাঠ।

শেষ রাত্রিভোজের বিষয়।

তৃতীয় ভাগ।

অনন্তর ভোজন শেষ হইলে যীশু এক খণ্ড রুটী লইয়া ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিলেন। পরে রুটী ভাঙ্গিয়া এক২ শিষ্যের হাতে এক২ টুকরা দিয়া কহিলেন, ইহা আমার শরীর স্বরূপ। আমি শীঘ্র মরিব, তোমরা আমাকে মনে রাখিবার নিমিত্তে ইহা ভোজন করিও।

পরে তিনি এক পাত্রে কিছু দ্রাক্ষারস ঢালিয়া শিষ্যদিগকে পান করিতে আজ্ঞা দিয়া কহিলেন, এ আমার রক্তস্বরূপ। অল্পকাল পরে আমার রক্তপাত ও মৃত্যু হইবে। অতএব যখন তোমরা পান করিবা, তখন আমাকে স্মরণ করিও।

পরে যীশু কহিলেন, মৃত্যুর পূর্ব্বে আমি আর তোমাদের সঙ্গে ভোজন করিব না; কেননা আমি তোমাদিগকে ত্যাগ করিয়া আমার স্বর্গীয় পিতার নিকটে যাইব; কিন্তু পুনর্ব্বার তোমাদিগের নিকটে ফিরিয়া আসিব।

অনন্তর শিষ্য সকল ঈশ্বরের স্তব স্তুতি করিয়া গীত গাইল।

পরে যীশু ভোজনহইতে উঠিয়া সিঁড়ি দিয়া নীচে আই-লেন এবং শিষ্যেরাও তাঁহার পশ্চাৎ২ আইল। তাহাতে নগরের পথে যাইতে২ যীশু শিষ্যদিগকে কহিলেন, এই রাত্রিতে তোমরা সকলে আমাকে ছাড়িয়া যাইবা।

তাহাতে পিতর কহিল, হে প্রভো, আমি কখন আপ-নাকে ছাড়িব না। যদ্যপি কারাগারে বদ্ধ থাকিয়া আ-পনার সহিত আমাকে মরিতে হয়, তথাপি কখন আমি আপনাকে ছাড়িব না।

তখন যীশু পিতরকে কহিলেন, হাঁ তুমিই অবশ্য ত্যাগ করিবা এবং আমি উহাকে চিনি না, আর ও আমার বন্ধু নয়,এই রাত্রিতে কুকড়া ডাকের পূর্ব্বে তুমি এই কথা বলিবা।

পরে যীশু আপন শিষ্যদিগকে এই রূপ সান্ত্বনা করি-য়া বলিলেন, আমার মৃত্যুর বিষয়ে তোমরা দুঃখিত হইও না। আমাকে পিতা ঈশ্বরের নিকটে যাইতে হইবে বটে, কিন্তু আমি পুনরায় আসিয়া তোমাদিগকে স্বর্গে লইয়া যাইব। আমার পিতার গৃহে অর্থাৎ স্বর্গে তোমাদের নিমিত্তে এক স্থান প্রস্তুত করিব, তাহাতে আমি যেখানে থাকি, তোমরাও সেই স্থানে থাকিবা। এখন অবধি আমি তোমাদিগকে পরস্পর প্রেম করিতে অনুমতি দিতেছি। আরো আমি তোমাদের অন্তঃকরণেতে আপন আত্মা শীঘ্র পাঠাইয়া দিব।

অনন্তর যীশু এক বাগানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই স্থানে তিনি শিষ্যগণের সহিত অনেকবার যাইতেন, ইহা ঐ দুষ্ট যিহুদা নিশ্চয়রূপে জানিল।

সে সময়ে যিহুদা কোথায় ছিল?

সে যীশুর দুষ্ট ও অহঙ্কারি শত্রুদের সঙ্গে ছিল। ঐ

দুষ্ট লোকেরা যীশুকে ধরিতে আপন দাসদিগকে পাঠাইল। অতএব যিহুদা তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া কিরূপে ঐ বাগানে প্রবেশ করিল, তাহা তোমরা শুন।

---

৩৬ পাঠ।

বাগানে যাহা২ ঘটিয়াছিল তদ্বিষয়।

অনন্তর যীশু সেই বাগানে উপস্থিত হইয়া শিষ্যদিগকে কহিলেন, যে পর্য্যন্ত আমি ফিরিয়া না আসি, তাবৎ তোমরা এই স্থানে বসিয়া থাক।

পরে তিনি তাহাদের মধ্যে পিতর ও যোহন এবং যাকুব এই তিন জনকে সঙ্গে লইয়া ঐ বাগানের মধ্যে কিছু দূরে গিয়া কহিলেন, আমার মন শোকে বড় কাতর হইতেছে। আমি প্রার্থনা করিতে যাই, তোমরা এই স্থানে থাক। নিদ্রা যাইও না, বরং তোমরাও প্রার্থনা কর।

এই কথা বলিয়া যীশু আরো কিছু দূরে গিয়া উবুড় হইয়া আপনার সাহায্যের নিমিত্তে স্বর্গীয় পিতার নিকটে প্রার্থনা করিলেন। প্রার্থনার শেষ কথা এই, হে স্বর্গীয় পিতঃ, আমার ইচ্ছামত না হইয়া তোমার ইচ্ছামত হউক।

তিনি মনের অত্যন্ত দুঃখ প্রযুক্ত এমত দৃঢ় প্রার্থনা করিলেন যে তাঁহার শরীরহইতে ঘামের ন্যায় রক্তের ফোটা ভূমিতে পড়িতে লাগিল। তখন তিনি উঠিয়া ঐ তিন জন শিষ্যের নিকটে ফিরিয়া গিয়া তাহাদিগকে নিদ্রিত দেখিয়া কহিলেন, তোমরা জাগিয়া প্রার্থনা কর।

পরে তিনি ফিরিয়া গিয়া পুনর্ব্বার সেইরূপ প্রার্থনা করিলেন। তখন শিষ্যদের নিকটে গিয়া তাহাদিগকে পুনরায় নিদ্রিত দেখিলেন।

তাহাতে তিনি তৃতীয়বার গিয়া পূর্ব্বমত প্রার্থনা করিতে তাঁহার স্বর্গীয় পিতা তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্যে স্বর্গহইতে এক দূতকে প্রেরণ করিলেন।

দূত আসিয়া যে সকল কথা কহিল তাহা ধর্ম্মপুস্তকে লেখা নাই, এককারণ আমরা তাহা জানিতে পারিলাম না; কিন্তু বোধ হয়, সে দূত যীশুকে এই সংবাদ দিতে আসিয়াছিল, যথা, তোমার প্রতি এখনও তোমার পিতা পরমেশ্বরের প্রেম এবং সন্তোষ আছে।

কিছুকাল পরে সে দূত পুনর্ব্বার স্বর্গে গমন করিল।

যীশু এইরূপে সান্ত্বনা পাইয়া উঠিলেন, এবং শিষ্যদিগকে পুনরায় নিদ্রিত দেখিয়া জাগাইয়া কহিলেন, এখনও নিদ্রা যাইতেছ? উঠিয়া দেখ, যে আমাকে শত্রুর হাতে দিবে, সে নিকটে আইল।

যীশু এই কথা কহিবামাত্র অনেক লোক খাঁড়া ও লাঠি লইয়া বাগানের মধ্যে আইল। তাহারা যীশুর শত্রুদ্বারা প্রেরিত হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহাকে চিনিত না, এককারণ যিহূদা তাহাদিগকে বলিল, আমি যাহাকে চুম্বন করিব সেই যীশু, তোমরা তাহাকেই ধরিবা।

তখন যিহূদা যীশুর নিকটে আসিয়া কহিল, হে আমার গুরো, ও তাঁহাকে প্রেম জানাইয়া চুম্বন করিল। যীশু তাহার দুষ্ট ও কপট মন জানিয়া তাহাকে কহিলেন, হে মিত্র, তুমি এখানে কি জন্যে আসিয়াছ? আর আমাকে চুম্বন কর কেন?

পরে যীশু আপন রক্ষার নিমিত্তে পলায়ন না করিয়া ঐ দুষ্ট লোকদের নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কাহার অন্বেষণ করিতেছ?

তাহারা উত্তর করিল, যীশুর; তাহাতে তিনি কহিলেন, আমিই যীশু।

তাঁহার এই কথা শুনিবামাত্র সেই দুষ্ট লোকেরা হঠাৎ পিছাইয়া ভূমিতে পড়িল। সে সময়ে যীশু পলায়ন করিলে করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি পাপিদের রক্ষার নিমিত্তে মৃত্যু ভোগ করিতে সেই স্থানেই থাকিলেন।

কিছুকাল পরে ঐ দুষ্ট লোকেরা ভূমিহইতে উঠিলে শিষ্যেরা ভয় পাইয়া পলায়ন করিতে চাহিল, কেননা তাহারা বোধ করিল যে এখানে থাকিলে ইঁহার সহিত পাছে আমাদেরও মরিতে হয়। অতএব যীশু তাহা-দের প্রতি দয়া করিয়া ঐ দুষ্ট লোকদিগকে কহিলেন, তোমরা যদি আমাকে অন্বেষণ কর, তবে আমার শিষ্যগণকে যাইতে দেও।

তখন পিতর আপন প্রভুর রক্ষার নিমিত্তে খাঁড়া লইয়া এক কোপে এক জন দাসের কান কাটিয়া ফেলিল। তাহাতে যীশু পিতরকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন, তুমি খাঁড়া খাপের মধ্যে রাখ, কারণ যাহারা খাঁড়া ধরে তা-হারা খাঁড়াতেই মরে। এখনও আমি যদি পিতার নি-কটে প্রার্থনা করি, তবে তিনি আমার রক্ষার নিমিত্তে হাজার২ দূত পাঠাইবেন। ইহা বলিয়া যীশু সেই লো-কের কান ছুঁইয়া ভাল করিলেন।

হে শিশুরা, যীশু দূতগণকে পাইবার জন্যে পরমে-শ্বরের নিকটে কি নিমিত্তে প্রার্থনা করিলেন না, তাহা কি তোমরা জান? তাহার কারণ এই, যে তিনি আমা-দের রক্ষার নিমিত্তে মরিতে স্বীকার করিলেন। অতএব যদি দূতগণ আসিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিত, তবে আমা-দের অবশ্য নরকে যাইতে হইত।

পরে পিতর ও আর২ শিষ্যেরা যীশুকে ছাড়িয়া ভয়েতে পলায়ন করিলে ঐ দুষ্ট লোকেরা দড়ি দিয়া তাঁহার হাত পা বাঁধিয়া যিরূশালমে লইয়া গেল।

৩৭ পাঠ।

পিতরের অস্বীকার করণের বিষয়।

যে সকল দুষ্ট ও অহঙ্কারি লোকেরা যীশুকে হিংসা করিত, তাহারা তাঁহাকে ধরিতে কএক জন সেনাগণের সহিত আপন দাসদিগকে পাঠাইয়া আপনারা উত্তম এক ঘরে বসিয়া যীশুর বিষয় পরস্পর কথোপকথন করিতে২ সমস্ত রাত্রি জাগিয়া রহিল।

তাহারা এমত পরামর্শ করিতেছিল, যে আমরা যীশুর বিষয়ে কি করিব? তাহাকে বধ করিব, কিম্বা বিচারকর্ত্তার কাছে লইয়া যাইব?

শেষে সেনাগণ অল্প রাত্রি থাকিতে যীশুকে আনিলে পর তাহারা তাঁহাকে দেখিয়া বড় আহ্লাদিত হইল: এবং সেই ঘরের মধ্যে তাঁহাকে দাঁড় করাইয়া কর্কশশব্দে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, তুমি ঈশ্বরের পুত্র কি না? তাহা সত্য করিয়া বল।

যীশু বলিলেন, হাঁ, আমি ঈশ্বরের পুত্র বটি। আর ইহার পর তোমরা আমাকে আকাশে দূতগণের সঙ্গে মেঘে চড়িয়া আসিতে দেখিবা।

তখন তাহারা বড় ক্রোধ করিয়া কহিল, তোমরা শুনিতেছ এ কি বলে? এ আপনাকে ঈশ্বরের পুত্র বলিতেছে। অতএব ইহাকে বিচারকর্ত্তার নিকটে লইয়া যাই।

যীশু সেই সময়ে নম্র হইয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

হে প্রিয় শিশুগণ, শিষ্যেরা তখন কোথায় ছিল? তাহারা সকলে যীশুকে ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিল।

পিতরও কি পলাইয়াছিল? হাঁ, যে পিতর বলিয়াছিল, আমি কখনই আপনাকে ছাড়িয়া যাইব না, বরং আপনার সহিত মরিব, সেও পলায়ন করিল।

কিন্তু কিছুকাল পরে সে মনে করিল, আমি প্রভুর অন্বেষণ করিতে যাই; দুষ্ট লোকেরা তাঁহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতেছে, তাহা আমি দেখিব। ইহা বলিয়া পিতর ঐ ঘরের ভিতরে গিয়া শীতপ্রযুক্ত দাসদিগের সহিত অগ্নির তাপ লইতে বসিল।

পরে যীশুর প্রতি কি ২ ঘটিবে, পিতর সেই সকল দেখিতে লাগিল। সে বোধ করিল, যে আমি যীশুর শিষ্য, ইহা কোন ব্যক্তি জানে না। কিন্তু পিতর অগ্নির কাছে বসিয়া আছে এমত সময়ে এক জন দাসী আসিয়া তাহাকে দেখিয়া বলিল, তুমি না কি যীশুর শিষ্য?

তখন পিতর ভয়েতে অস্বীকার করিয়া বলিল, না, আমি উহার শিষ্য নহি। আমি উহাকে চিনি না।

পরে পিতর উঠিয়া উঠানে গেলে সেখানে অন্য এক দাসী লোকদের নিকটে আসিয়া কহিল, যীশুর শিষ্যগণের মধ্যে ইনি এক জন বটে। তাহাতে সে দ্বিতীয়বার অস্বীকার করিয়া কহিল, আমি নহি।

তাহার পর পিতর সেখানকার লোকদের সহিত কথা কহিলে তাহাদের মধ্যে কেহ২ তাহাকে বলিল, আমরা নিশ্চয় জানি তুমিও উহার শিষ্য বটে, কেননা আমরা উহার সহিত তোমাকে বাগানে দেখিয়াছিলাম।

তখন পিতর দিব্য করিয়া কহিল, তোমরা যে মানুষের কথা কহিতেছ সে মানুষকে আমি কখন জানি নাই।

এই কথা কহিতে২ পিতর শুনিল, কুক্কুড়া ডাকিতেছে। তখন পিতর যীশুর পূর্ব্বকথা মনে করিয়া তাঁহার প্রতি তাকাইল, এবং যীশুও পিতরের প্রতি ফিরিয়া তাকাইলেন। কিন্তু তিনি কোন কথা না কহিলেও, পিতর ঐ দৃষ্টিদ্বারা প্রভুর মনের এমত অভিপ্রায় বুঝিল, যে হে পিতর, তুমি কি আমার মিত্র? তুমি যে বলিয়াছিলা, আপনার

সহিত আমি মরিব। এই কি আমার প্রতি তোমার প্রেম, তুমি এখন আমাকে চিনিতে পারিলা না?

তখন পিতর বড় দুঃখিত হইয়া বাহিরে গিয়া রোদন করিতে লাগিল, কেননা সে যীশুকে যথার্থরূপে প্রেম করিত, কিন্তু শয়তানদ্বারা পরীক্ষিত হইয়া এই রূপ সকল মন্দ কথা কহিল।

পিতর যদি সেই বাগানের মধ্যে নিদ্রিত না হইয়া ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিত, তবে পবিত্র আত্মা তাহাকে এই সকল পাপহইতে রক্ষা করিতেন। যাহা হউক, যীশু পিতরের নিমিত্তে আপন পিতা ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, একারণ শয়তান তাহাকে শেষে নরকে ফেলিতে পারিল না।

---

৩৮ পাঠ।

পন্তিয় পীলাতের বিষয়।

যীশু সভার মধ্যে থাকিয়া পিতরের সকল কথাই শুনিলেন, এবং তাহাতে তিনি অবশ্যই দুঃখিত হইলেন। সে সময়ে মন্দ লোক সকল সিংহ ও বাঘের ন্যায় তাঁহার চারি দিগে দাঁড়াইয়া অনেক প্রকারে তাঁহার প্রতি হিংসা ও ক্রোধ প্রকাশ করিল। কিন্তু তিনি কোন উত্তর না দিয়া মেষবাচ্চার ন্যায় চুপ করিয়া রহিলেন।

একবার তিনি কথা কহিলে এক জন দাস তাঁহার মুখে চড় মারিল, তাহাতে তিনি আর কিছু বলিলেন না।

সে সময়ে বিচারকর্ত্তা নিদ্রিত ছিল, একারণ প্রভাত পর্য্যন্ত ঐ দুষ্ট লোকেরা তাহার অপেক্ষা করিল।

ইহার মধ্যে তাহাদের এক জন একখান বস্ত্রদ্বারা যীশুর চক্ষু ঢাকিয়া তাঁহাকে চড় মারিল, এবং তাঁহার মুখে থুথু দিয়া ঠাট্টা করিতে লাগিল।

পরে প্রভাত হইলে ঐ দুষ্ট লোকেরা কহিল, এখন বিচারকর্ত্তার নিকটে ইহাকে লইয়া যাই। তাহাতে তাহারা ঐ বাটীহইতে বাহির হইয়া যীশুকে লইয়া বিচারকর্ত্তার নিকটে গেল।

ঐ বিচারকর্ত্তার নাম পন্তিয় পীলাত। সে যীশুকে চিনিত না; অতএব বিচারাসনে বসিয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, এই মানুষ কিং মন্দ কর্ম্ম করিয়াছে?

তাহাতে ঐ দুষ্ট লোকেরা বলিল, এ আপনাকে রাজা করিয়া জানায়।

তখন পীলাত যীশুকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি রাজা? যীশু উত্তর করিলেন, হাঁ, আমি রাজা বটি, কিন্তু আমার রাজ্য ঐহিকের রাজ্য নয়।

পরে পীলাত তাঁহার প্রতি তাকাইয়া মনে করিল, ইনি বড় ভাল মানুষ বটে, অতএব ইহাকে কোন শাস্তি দেওয়া উচিত নহে। কিন্তু লোকেরা চেঁচাইয়া বলিল, ইহাকে অবশ্য ক্রুশে বধ করিতে হইবে।

তখন পীলাত বলিল, না, আমি ইহাকে একবার কোড়া মারিয়া ছাড়িয়া দিব। ইহা বলিয়া পীলাত যীশুকে আপন সেনাগণের হাতে দিলে, তাহারা তাঁহাকে এক ঘরের ভিতরে লইয়া গিয়া কোড়াদ্বারা প্রহার করিল, তাহাতে তাঁহার পীঠ দিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল।

পরে ঐ নির্দ্দয় সেনাগণ হাসিয়া তাঁহাকে বলিল, হে রাজা, আমরা তোমাকে প্রণাম করি। তখন তাঁহার নিজ বস্ত্র খুলিয়া বেগুনি রঙ্গের রাজবস্ত্র তাঁহাকে পরাইল, আর কাঁটাদ্বারা মুকুট বানাইয়া তাঁহার মাথায় দিল, এবং রাজার দণ্ড বলিয়া একটা নল তাঁহার হাতে রাখিল।

পরে তাহারা সেই দণ্ড লইয়া তাঁহার মাথায় মারিল।

এইরূপে যীশুকে অনেক দুঃখ দিয়া তাঁহার নিকটে হাঁটু পাতিয়া ঠাট্টা করিয়া বলিল, হে রাজা, নমস্কার!

তখন পীলাত লোকদিগের দয়া জন্মাইবার নিমিত্তে যীশুকে বাহিরে আনিয়া তাহাদিগকে দেখাইয়া কহিতে লাগিল, তোমাদের রাজাকে দেখ। ইহার কপালে কাঁটা বিঁধিয়া রক্ত পড়িতেছে, ও প্রহারদ্বারা পীঠ ফুলিয়া উঠিয়াছে।

পীলাতের এমত ভরসা ছিল, যে লোকেরা যীশুর এই সকল দুঃখ দেখিয়া তাঁহার প্রতি দয়া করিবে। কিন্তু তাহারা বাঘের মত নিষ্ঠুর হইয়া কহিল, ইহাকে দূর কর ক্রুশে দেও২!

তখন তাহাদের মধ্যে এক জনও যীশুর দয়া ও প্রেম এবং আশ্চর্য্য ক্রিয়া সকল কিছুই মনে করিল না।

পীলাত পুনর্ব্বার তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, আমি কি তোমাদিগের রাজাকে ক্রুশে বিদ্ধ করিব?

তখন ঐ দুষ্ট লোকেরা আরো উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া বলিল, যীশুকে বধ কর। এ আমাদের রাজা নয়, এই কথা তাহারা সকলেই একেবারে বলাতে রাস্তায় বড় গোলমাল হইতে লাগিল।

তাহাতে পীলাত সেই সকল লোকদিগকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্তে কহিল, ভাল, তবে তোমরা ইহাকে লইয়া গিয়া ক্রুশে বধ কর।

তখন সৈন্যেরা তাঁহার রাজবস্ত্র খুলিয়া নিজ বস্ত্র পরাইলে ঐ দুষ্ট লোক সকল বড় আহ্লাদিত হইয়া তাঁহাকে বধ করিতে লইয়া গেল।

দেখ, পীলাতও কেমন পাপি লোক ছিল; কেননা দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করা বিচারকর্ত্তার কর্ত্তব্য, কিন্তু সে তাহা না করিয়া যীশুকে ভাল মানুষ জানি-

ও ঐ দুষ্ট লোকদের তুষ্টির নিমিত্তে তাঁহার মৃত্যু আজ্ঞা করিল।

---

১৯ পাঠ।

দুষ্ট যিহূদার মৃত্যুর বিষয়।

ইহার মধ্যে যিহূদা কি করিতেছিল?

যিহূদা ঐ রূপে যীশুকে ধরিয়া সেই দুষ্ট লোকদের নিকটে ত্রিশ টাকা পাইল বটে, কিন্তু তাহাতে সে সুখী হইতে পারিল না। কারণ তাহার মনের মধ্যে এই মত ভাবনা হইল, যে হায়! আমি বড় পাপী। আমি আপন দয়ালু প্রভুকে নিরপরাধে বধ করিয়াছি!

যিহূদা মনের মধ্যে এই রূপ ভাবনা করিয়া কহিল, আমি এ বড় পাপ কর্ম্ম করিয়া কিছু ধন পাইয়াছি বটে, কিন্তু তাহা রাখিতে পারিব না। ইহা বলিয়া যিহূদা ঐ দুষ্ট লোকদের নিকটে গিয়া সেই টাকা তাহাদের সম্মুখে ফেলিয়া দিল। পরে সে নির্জ্জন স্থানে গিয়া গলায় দড়ি দিয়া মরিল।

এই প্রকার মৃত্যু দেখিয়া বড় ভয় হয় বটে, কিন্তু যিহূদার আত্মা কোথায় গেল? ইহা ভাবনা করিতে গেলে মনে আরো ভয় হয়।

তাহার আত্মা শয়তানের বাসস্থান নরকে গিয়াছিল।

যিহূদা ঐ পাপ ক্ষমার নিমিত্তে ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা না করিয়া যে আপনার প্রাণ আপনি নষ্ট করিল, ইহাতে তাহার অত্যন্ত পাপ হইল।

সেই কাল অবধি যিহূদা নরকে আছে, আর শেষ দিনে যীশু তাহাকে এবং আরং দুষ্ট লোকদিগকে বলিবেন, হে কুকর্ম্মকারিরা, তোমরা আমার নিকটহইতে দূর হও।

৪৩ পাঠ।

ক্রুশের বিষয়।

প্রথম ভাগ।

এই প্রকারে পীলাত যীশুকে ক্রুশে বিদ্ধ করিতে আজ্ঞা দিলে ঐ দুষ্ট লোকেরা বড় আহ্লাদিত হইল। তখন তাহারা দুই কাষ্ঠদ্বারা ঢেরার মত এক ক্রুশ বানাইয়া যীশুকে কহিল, এটা কাঁধে করিয়া আমাদের সঙ্গে চল।

অপর যিরূশালমহইতে অনেক২ লোক ইহা দেখিবার নিমিত্তে তাহাদের পশ্চাৎ গেল।

যীশু সমস্ত রাত্রি কিছু না খাইয়া ও নানা প্রকার দুঃখভোগ করিয়া অত্যন্ত দুর্বল ছিলেন, একারণ ঐ ভারি ক্রুশ বহিতে পারিলেন না, তাহাতে অন্য ব্যক্তি ক্রুশ না ধরিলে তিনি পথের মধ্যে পড়িয়া রহিতেন।

ইহা দেখিয়া কোন২ স্ত্রীলোকেরা যীশুর প্রতি দয়া করিয়া কাঁদিতে২ তাঁহার পাশ্চাৎ চলিল। কিন্তু যীশু ফিরিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, হে নারি, তোমরা আমার নিমিত্তে কাঁদিও না। আপনাদের ও সন্তানদের নিমিত্তে রোদন কর। কেননা কিছু কাল পরে পরমেশ্বর এ দেশের সকল লোককে এই দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল অবশ্য দিবেন।

লোক সকল পর্ব্বতের উপরে পৌঁছিলে সৈন্যগণ যীশুর হাত পা প্রেকদ্বারা সেই ক্রুশেতে বিদ্ধ করিল। পরে তাহারা গর্ত্ত খুঁড়িয়া তাহাতে ক্রুশ পুঁতিল।

তখন সেনাগণ তাঁহার বস্ত্র চিরিয়া চারি ভাগ করিয়া লইল, কিন্তু তাঁহার উড়নিতে সিঙ্গনি নাই, ইহা দেখিয়া তাহারা কহিল, আইস আমরা ইহা না চিরিয়া গুলিবাঁট করিয়া, যাহার ভাগে পড়ে, সে লউক। এই রূপে ঐ দুষ্ট লোকেরা যীশুর যে কিছু ছিল সকলি কাড়িয়া লইল।

হে শিশুগণ, তোমরা কি বোধ কর, এই রূপ করিলে যীশু কি তাহাদিগের প্রতি ক্রোধ করিলেন? তাহা নয়, বরং তখনও তিনি আপন শত্রুদিগকে দয়া করিয়া তাহাদের মঙ্গল চেষ্টা করিলেন। দেখ, তিনি ক্রুশেতে বদ্ধ হওনেতে হাত তুলিতে পারিলেন না, কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি তাকাইয়া এইরূপ প্রার্থনা করিলেন, হে পিতঃ! ইহাদিগকে ক্ষমা কর, কেননা ইহারা যাহা করে তাহা বুঝে না।

এমন আশ্চর্য্য প্রেম প্রকাশিলে।
প্রভু শত্রু লাগি প্রাণ দিলে॥

প্রভু জগতে ছিলে নরগণে দিলে নরমেধ কইলে।
নরের নরক জ্বালা আপনি নিবারিলে॥

প্রভু দিয়া নিজ প্রাণ হইলে বলিদান হে প্রভু অতি দয়াবান।
অন্ধ খোঁড়া নুলা আদি রোগিকে বাঁচাইলে॥

শত্রুদের হস্তে প্রাণ করি সমর্পণ করিলে কবরে শয়ন।
তিন দিনের দিনে প্রভু আপনি হে উঠিলে॥

আছ ঈশ্বর সদনে পিতার দক্ষিণে স্থান প্রস্তুত কারণে।
তুমি নিজ আশ্রিত জনে রাখিবে হে অকূলে॥

---

৫১ পাঠ।

ক্রুশের বিষয়।

দ্বিতীয় ভাগ।

যে লোকেরা যিরূশালেম নগরে বাস করিত, তাহাদিগকে যিহূদী বলা যায়।

অপর পীলাতের আজ্ঞাতে যীশুর ক্রুশের উপরে এই কথা লেখা গেল, এ যিহূদীয় লোকদের রাজা।

ঐ সকল দুষ্ট লোকেরা তাহা পড়িয়া যীশুকে ঠাট্টা করিয়া কহিতে লাগিল, তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, তবে এখনি ক্রুশহইতে নাম।

যীশু কি নামিতে পারিতেন? হাঁ, তাঁহার যদি নামিবার ইচ্ছা হইত, তবে অবশ্য ক্রুশহইতে নামিতেন কেননা তিনি সকলই করিতে পারেন। কিন্তু তিনি পাপি লোকদের নরকহইতে ত্রাণ করিবার নিমিত্তে আপনার প্রাণ দিতে আসিয়াছিলেন এই জন্যে নামিলেন না।

অপর লোকেরা আরো নিন্দা করিয়া বলিতে লাগিল, ঈশ্বর যদি ইহার প্রতি প্রেম করিতেন, তবে ইহাকে ক্রুশে মরিতে দিতেন না। কিন্তু তাঁহার পিতা আমাদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্তে তাঁহাকে মৃত্যুহইতে রক্ষা করিলেন না।

পরে সেনারা দুই জন ডাকাইতকে আর দুই ক্রুশেতে বদ্ধ করিয়া যীশুর বাম ও দক্ষিণ দিগে মাটী খুঁড়িয়া পুঁতিল। তাহাদের মধ্যে এক জন যীশুকে নিন্দা করিয়া বলিল, তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, তবে আপনাকে ও আমাদিগকে রক্ষা কর না কেন?

কিন্তু অন্য ডাকাইত তাহাকে ধমকাইয়া কহিল, ঈশ্বরের প্রতি কি তোমার কিছুই ভয় নাই? তুমি এবং আমি অতি দুষ্ট লোক, ইহার জন্যে আপন২ কুকর্ম্মের প্রতিফল পাইতেছি। কিন্তু ইনি বড় ভাল মানুষ, ইঁহার কোন দোষ নাই।

পরে সে যীশুর প্রতি তাকাইয়া বলিল, হে প্রভো, আমাকে মনে করিয়া ত্রাণ করুন। যীশু যে তাহাকে নরকহইতে ত্রাণ করেন, ইহা তাহার ইচ্ছা ছিল।

তখন যীশু কহিলেন, আমি সত্য করিয়া তোমাকে বলিতেছি, অদ্যই তুমি আমার সহিত স্বর্গে যাইবা।

হে শিশুগণ, যীশু সেই দুর্ভাগা ডাকাইতের প্রার্থনা শুনিলেন, আর তোমরা যদি স্বর্গে যাও, তবে তাহাকে সেখানে দেখিতে পাইবা।

যীশুর প্রেমের তুলনা দিব কিসে।
খুঁজিলে এমন মিলিবে না কোন দেশে।
করিতে পাপির ত্রাণ প্রাণ দিলেন অবশেষে॥

পাপিগণে উদ্ধারণে আইলেন নরের বেশে।
প্রায়শ্চিত্ত করণ কারণ মরিলেন বিষম ক্রুশে॥

জগৎবাসী অভিলাষী রহিয়াছে পাপের বশে।
সত্য সেবা না করিয়া মরিবে সে নিজ দোষে॥

জয় করিয়া মিহুদিরা তাঁরে হত্যে বিনা দোষে।
তিন দিবসে জীবিত হইলেন রহিলেন না মৃত্যুর বশে॥

দুই জন চোর হত হইল খ্রীষ্ট যীশুর দুই পাশে।
এক জন প্রত্যয়ে গেল প্রভুর সহিত স্বর্গবাসে॥

উত্থান করে স্বর্গে গিয়া পিতার ডাহিনে আছেন বসে।
করিতে জগতের বিচার আসিবেন সকল শেষে॥

ওরে মন খ্রীষ্ট চরণ বিশ্বাসেতে ধর কষ্যা।
কাণ্ডারী হাল ছাড়া দিলে কে তুফানে যাবে ভাস্যা॥

---

৪২ পাঠ।

ক্রুশের বিষয়।

তৃতীয় ভাগ।

সে সময়ে যীশুর মাতা মরিয়ম ক্রুশের নিকটে দাঁড়া ইতেছিল। সে আপন পুত্রের এই রূপ মৃত্যু দেখিয়া অতি শয় দুঃখিতা হইলেও তাঁহার প্রতি স্নেহ প্রযুক্ত সেই স্থান ছাড়িয়া যাইতে পারিল না। যীশু ঈশ্বরের পুত্র ইহা তাঁহার মাতার নিশ্চয় বোধ ছিল, এবং তিনি শিশুকাল অবধি যাহাতে তাঁহার মাতার দুঃখ হয়, এমন একটিও মন্দ কর্ম্ম কদাচ করেন নাই, তাহাতে সে তাঁহাকে বড় স্নে

করিত। অতএব সে যীশুকে দুষ্ট লোকের মত ক্রুশে মারিতে দেখিয়া অতিশয় দুঃখিতা হইল।

তখন যীশু আপন মাতার এই প্রকার ক্লেশ দেখিয়া তাহার প্রতি দয়া করিলেন, এবং আমার মৃত্যুর পর ইহার শোক সান্ত্বনা করে এমন আর কেহ নাই, ইহা জানিয়া তিনি যোহনকে ডাকিয়া কহিলেন, দেখ, এই তোমার মাতা। পরে আপন মাতাকে কহিলেন, ওগো নারি দেখ, ইনি তোমার পুত্র। তাহাতে যোহন সেই অবধি মরিয়মকে আপন গৃহে আনিয়া মাতার ন্যায় প্রতিপালন করিতে লাগিল।

দেখ, যীশু আপন মাতাকে এমন প্রেম করিতেন যে মৃত্যু কালেও তিনি তাহার মঙ্গল চেষ্টা করিলেন।

পরে যীশু অতিশয় যন্ত্রণা পাইয়া লোকদিগকে ডাকিয়া কহিলেন, আমার বড় তৃষ্ণা হইতেছে। তাহাতে সেনাগণ এক স্পঞ্জ অম্লরসে ভিজাইয়া নলেতে লাগাইয়া তাহার মুখের নিকটে রাখিল।

তখন যীশু তাহা কিঞ্চিৎ পান করিয়া কহিলেন, সকলি সমাপ্ত হইল! ইহা বলিয়া তিনি মরিলেন। তাঁহার আত্মা পিতা ঈশ্বরের নিকটে গেলেন, কিন্তু তাঁহার শরীর ক্রুশে লম্ব হইয়া রহিল।

সে সময় তিন প্রহর বেলা, কিন্তু ঈশ্বর ঐ দুষ্ট লোকদের প্রতি ক্রোধ করিয়াছেন, ইহা দেখাইবার জন্যে তিনি দিনের এক প্রহর অবধি তিন প্রহর পর্য্যন্ত ঘোর রাত্রির ন্যায় অন্ধকার করিলেন, এবং ভূমিকে কাঁপাইলেন।

ইহা দেখিয়া লোকেরা বড় ভয় পাইল, আর তাহাদের মধ্যে কেহ২ বলিল, সত্য ইনি ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন। এই কথা বলিয়া তাহারা আপন২ বুকে চাপড়াইয়া ঘরে গমন করিয়া গেল।

তোমরা সবাই চল তাঁর কাছে
যিনি পাপির কারণ প্রাণ দিয়াছে।
যায় যদি মৃত্যু লোকে তবে পাপির জীবন বাঁচে॥

করিবারে পাপির ত্রাণ এসে দিলেন দরশন সেই মহাজন।
যীশু খ্রীষ্ট তাঁহারি নাম জগতে প্রকাশ হইয়াছে॥

কুমারীর উদরে জাত যীশু খ্রীষ্ট পাপির নাথ সেই ত্রাণের পথ।
তাহা বিনা এ ভুবনে যত দেখ সকল মিছে॥

আসি তিনি এ সংসারে বেড়াইলেন ঘরে ২ পাপির তরে।
অনন্ত জীবন দেয়া ধর্ম্ম ধর যদি যাচে।

তাতে পায় পেরেকে গাঁথা তাতে পাইলেন কত ব্যথা জগত্রাতা।
পাপি তাপি নিস্তারিতে টাঙ্গান গিয়াছিলেন গাছে॥

---

৪৩ পাঠ।

সেনাগণের বিষয়।

সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইলে সেনাগণ ক্রুশে বদ্ধ তিন জনকে কবর দিবার নিমিত্তে আইল। প্রথম চোরের নিকটে গিয়া দেখিল, সে ব্যক্তি মরে নাই, একারণ তাহার হাত পা লাঠি দিয়া ভাঙ্গিল। দ্বিতীয় চোরেরও সেইরূপ করিল, কিন্তু যীশুর নিকটে গিয়া তাঁহাকে মরা দেখিয়া তাঁহার হাত পা ভাঙ্গিল না।

পরে সেনাগণের মধ্যে এক জন তাঁহার পাঁজরে বড়া মারিলে তাহাহইতে রক্ত ও জল বাহির হইল। সে সময়ে তাঁহার রক্ত ভূমিতে পড়িল, ইহা যোহন নিকটে দাঁড়াইয়া দেখিল।

অপর রাত্রিভোজের সময়ে যীশু এক বাটীতে দ্রাক্ষ রস ঢালিয়া শিষ্যগণকে বলিয়াছিলেন, এই আমার রক্ত

স্বরূপ, পাপি লোকদের রক্ষার নিমিত্তে ইহা পাত হইবে ; ইহা কি তোমাদের মনে আছে ? তাঁহার এই কথা এখন সংপূর্ণ হইল। যথা, বড়শাঘাতে তাঁহার কুক্ষিদেশ ও প্রেকদ্বারা তাঁহার হাত পা, এবং কাঁটাদ্বারা তাঁহার মাথা বিদ্ধ হইল, তাহাতে তাঁহার রক্ত ভূমিতে পড়িল।

পরমেশ্বর যেন আমাদের পাপ ক্ষমা করেন, এই জন্যে তিনি আমাদিগের পরিবর্তে এই সকল যন্ত্রণা ভোগ করিলেন।

৪৪ পাঠ।

যীশুর কবরের বিষয়।

যূষফ নামে যীশুর এক ধনবান শিষ্য ছিল। সে যীশুকে প্রেম করিত, কিন্তু যিহূদীয় লোকদিগের ভয়েতে একাল পর্য্যন্ত তাহা প্রকাশ করে নাই। ঐ ব্যক্তি নিজ বাগানের মধ্যে আপনার নিমিত্তে এক কবর বানাইয়াছিল, তাহাতে এ পর্য্যন্ত কোন মৃত দেহ রাখা যায় নাই।

অনন্তর যূষফ যীশুর মৃত্যু সংবাদ পাইয়া অতিশয় দুঃখিত হইল, এবং পীলাতের নিকটে গিয়া বলিল, যীশুর দেহ কবর দিবার নিমিত্তে ক্রুশহইতে নামাইয়া আমাকে দিতে আজ্ঞা করুন। তাহাতে পীলাত তাহাকে দিতে আজ্ঞা করিলে সে বড় আহ্লাদিত হইল।

পরে যূষফ যীশুকে কবর দিবার নিমিত্তে পরিষ্কার বস্ত্র নানা প্রকার সুগন্ধি দ্রব্য এবং আর২ যাহা আবশ্যক তা, সেই সকল সামগ্রী কিনিয়া প্রস্তুত করিল। অনন্তর এক জন লোককে সঙ্গে করিয়া ক্রুশের নিকটে গেল,

এবং যীশুর হাত পাহইতে প্রেক খুলিয়া তাঁহার দেহ ক্রুশহইতে নামাইল। তখন যূষফ একখান বস্ত্র তাঁহার মাথায় জড়াইল, আর একখান বস্ত্র তাঁহার গায়ে দিয়া তাহাতে সুগন্ধি দ্রব্য মাথাইল। পরে তাহারা সেই বাগানে কবরের নিকটে লইয়া গেল।

এখনকার লোকেরা যেমন মাটি খুঁড়িয়া কবর বানায়, যূষফের নির্ম্মিত কবর সেরূপ ছিল না। ঐ বাগানের মধ্যে ক্ষুদ্র পর্ব্বতের ন্যায় এক বড় পাথর ছিল, যূষফ তাহার একদিগে গর্ত্ত করিয়া কবর বানাইয়াছিল।

তাহারা কবরের মধ্যে যীশুর দেহ রাখিল, এবং তাঁহার নিকটে কোন মানুষ কি পশু পক্ষী আসিতে না পারে, একারণ তাহার মুখে এক ভারি পাথর চাপাইয়া দিল।

এইরূপে প্রভু শেষে বিশ্রাম স্থান পাইলেন। তাঁহার দুষ্ট শত্রুরা আসিয়া তাঁহাকে আর ক্লেশ দিতে পারিল না। তিনি আপনার কবরে শয়ন করিয়া তাবৎ দুঃখ ও যন্ত্রণাভোগ এড়াইলেন। সেই স্থান গাছের ছায়াতে ও নানা প্রকার পুষ্পের সুগন্ধেতে অতিশয় মনোহর ছিল। স্বর্গীয় দূতগণ সেস্থানে আসিয়া যীশুর দেহ রক্ষা করিল।

যে সকল ধার্ম্মিক স্ত্রী লোকেরা যীশুকে প্রেম করিত, সে সময়ে তাহারা কোথায় ছিল? তাহারা ক্রুশের নিকটে দাঁড়াইয়া তাঁহার কাতরোক্তি শুনিয়া মনে বড় দুঃখ পাইয়াছিল। পরে যাহারা যীশুকে ক্রুশহইতে নামাইয়া কবর দিতে লইয়া গেল, তাহাদের সঙ্গে ঐ স্ত্রী লোকেরা তাঁহার কবর দেখিতে যূষফের বাগানে চলিল। কবরের দ্বার বন্ধ হইলে পর তাহারা পরস্পর বলিতে লাগিল, আইস আমরাও প্রভুর দেহে মাখাইবার জন্যে কতকগুলিন সুগন্ধি দ্রব্য কিনিয়া প্রস্তুত করি। ইহা বলিয়া তাহারা আপনহ ঘরে চলিয়া গেল।

ত্রাণকর্ত্তা শুয়েছেন শীতল কবরে।
উজ্জ্বল দূতেরা চৌকি দিতেছে তাঁহারে॥

তাঁহার বান্ধবগণ বাটীতে বসিয়া।
কান্দিতেছে নিজ প্রিয় প্রভুরে হারাইয়া॥

তাঁহার সকল দুঃখ সমাপন হৈল।
ক্ষত যুক্ত দেহ তাঁর বিশ্রাম পাইল॥

তাঁর আত্মা সমুদয় মন্দ এড়াইয়া।
নিজ পিতৃ কোলে আছেন্ শয়ন করিয়া॥

প্রভু যবে আজ্ঞা দিবেন মোরে মরিবারে।
তবে শুতে ভয় কেন করিব কবরে॥

যীশুর মরণাবধি কবরের দ্বার।
পথের স্বরূপ হৈল স্বর্গে যাইবার॥

---

৪৫ পাঠ।

যীশুর উত্থানের বিষয়।

যীশুর কবর দেওনের পর দিন যিহুদীয় লোকদিগের বিশ্রামবার। সেই দিবসে কোন কর্ম্ম করিতে ছিল না, অতএব ঐ স্ত্রীলোকেরা আপন ২ ঘরে থাকিয়া বিশ্রাম করিল।

পর দিন প্রাতঃকালে অন্ধকার থাকিতে তাহারা সুগন্ধি দ্রব্য লইয়া বাগানে কবরের নিকটে যাইবার নিমিত্তে আপন ২ ঘরহইতে বাহির হইল। পথে যাইতে ২ তাহারা পরস্পর বলিতে লাগিল, আমরা কি প্রকারে কবরের ভিতরে যাইব? তাহার দ্বারে বড় পাথর চাপা আছে, তাহা আমাদিগের নিমিত্তে কে সরাইয়া দিবে?

এইরূপ চিন্তা করিতে২ তাহারা কবরের নিকটে পৌছিয়া দেখিল, তাহার মুখহইতে পাথর সরান আছে।

ইহাতে তাহারা চমৎকার বোধ করিল। পরে কবরের ভিতর হেঁট হইয়া দেখিল যে যীশুর দেহ নাই, তাহাতে তাহারা অতিশয় দুঃখিত হইয়া বড় ভাবনা করিল, এবং পরস্পর বলিতে লাগিল, যে কোন মন্দলোক আসিয়া দেহ লইয়া গিয়াছে।

কিছুকাল পরে তাহারা দুই জন দূতকে আপনাদের নিকটে দাঁড়াইতে দেখিল। তাহাদের মুখ বিদ্যুতের ন্যায় তেজস্বী, এবং তাহাদের বস্ত্র হিমের ন্যায় শুক্লবর্ণ। তখন সেই স্ত্রীলোকেরা ভয়েতে কাঁপিতে লাগিল।

তাহাতে দূত বলিল, হে নারি, ভয় করিও না। তোমরা যীশুর অন্বেষণ করিতে এখানে আসিয়াছ, তাহা আমরা জানি, কিন্তু তিনি এস্থানে নাই, কবরহইতে উঠিয়াছেন। তিনি যে কথা বলিয়াছিলেন, মৃত্যুর তিন দিন পরে আমি জীবৎ হইয়া উঠিব, এই কথা কি তোমরা ভুলিয়াছ? এস্থানে আসিয়া প্রভুর শয়ন স্থান দেখ। এবং শীঘ্র গিয়া তাঁহার শিষ্য সকলকে এই সংবাদ দেও, তিনি কবরহইতে উঠিয়াছেন, আর কিছুকাল পরে তোমরা সকলে তাঁহাকে দেখিতে পাইবা।

স্ত্রীলোকেরা এই কথা শুনিয়া বড় আহ্লাদিত হইয়া তাঁহার শিষ্যগণকে সংবাদ দিতে দৌড়িয়া গেল। যাইবার সময়ে যীশু আপনি তাহাদিগের সম্মুখে দর্শন দিয়া কহিলেন, তোমাদের কল্যাণ হউক।

তখন যীশুর শরীর পূর্ব্বের ন্যায় দুর্ব্বল ছিল না, এবং মুখও মলিন ছিল না, বরং তাঁহার শরীর তেজস্বী ও মুখ প্রসন্ন দেখা গেল।

স্ত্রীলোকেরা প্রভুকে দেখিয়া বড় আহ্লাদিত হইল, এবং তাঁহার চরণ ধরিয়া প্রণাম করিল।

তখন যীশু তাহাদিগকে ভীত দেখিয়া কহিলেন, তো-

অথবা ভয় করিও না। কিন্তু শীঘ্র গিয়া আমার ভ্রাতাদিগকে বল, তোমাদিগের প্রভু জীবৎ হইয়াছেন, ও কিছুকাল পরে তোমাদিগকে দর্শন দিবেন।

যীশু কোন্ লোকদিগকে ভ্রাতা বলিলেন?

আপন শিষ্যদিগকে। কারণ দুষ্ট লোকেরা তাঁহাকে ধরিলে তাহারা সকলে যে তাঁহাকে ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছিল, তিনি তাহাদের সেই দোষ ক্ষমা করিলেন।

পরে স্ত্রীলোকেরা তাঁহার আজ্ঞানুসারে নগরে আসিয়া শিষ্যগণকে এই সকল সংবাদ দিয়া বলিল, আমরা কবরস্থানে দুই জন দূতকে দেখিলাম, এবং প্রভুকেও দেখিলাম। তিনি জীবৎ হইয়াছেন, ও কিঞ্চিৎকাল পরে তোমাদিগের নিকটে আসিবেন। কিন্তু শিষ্যেরা তাহাদের কথায় বিশ্বাস করিল না।

---

৪৬ পাঠ।

মগ্দলীনী মরিয়মের বিষয়।

যীশুর মাতা মরিয়ম এবং ইলিয়াসরের ভগিনী মরিয়ম এই দুই জনের বিষয় আমি তোমাদিগকে বলিয়াছি। কিন্তু বহুকালের ভূতগ্রস্তা যে নারীকে সুস্থ করিয়াছিলেন, তাহারো নাম মরিয়ম ছিল। সে যীশুকে অতিশয় প্রেম করিত, একারণ সকলের অগ্রে অতি ভোরে কবর স্থানে গিয়া তাহার ভিতরে তাকাইল। তাহাতে সে যীশুকে দেখিতে না পাইয়া পিতর ও যোহনের নিকটে শীঘ্র আসিয়া বলিল, আমার বোধ হয়, কবরহইতে প্রভুকে তুলিয়া কোন মন্দ লোক লইয়া গিয়াছে। আমরা কেমন করিয়া তাঁহাকে পাইব।

পিতর ও যোহন ইহা শুনিয়া শীঘ্র কবর স্থানে গেল।

যোহন অগ্রে দৌড়িয়া পৌঁছিল, ও হেঁট হইয়া কবরের ভিতরে দেখিল যে কেবল বস্ত্রগুলা ভূমিতে পড়িয়া আছে।

পরে পিতর পশ্চাৎ আসিয়া কবরের ভিতরে গিয়া দেখিল, যে বস্ত্র সকল পৃথক২ জড়ান হইয়া ভূমিতে আছে। যোহনও তাহার ভিতরে গিয়া সেই মত দেখিল।

তখন তাহাদের মনে পড়িল যে যীশু পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, তিন দিন পরে আমার উত্থান হইবে। তাহাতে তাহারা পরস্পর বলিল, হাঁ, এ কথা সত্য বটে। তিনি জীবৎ হইয়া কবরহইতে বাহির হইয়াছেন।

তদনন্তর তাহারা সেখানে দূতগণের দেখা না পাইয়া আপন২ ঘরে ফিরিয়া গেল।

তাহারা গেলে পর মরিয়ম একাকী সেই স্থানে থাকিয়া কবরের বাহিরে দাঁড়াইয়া কান্দিতে ছিল। শেষে কবরের ভিতরে চাহিয়া টের পাইল, যে উজ্জ্বল দুই জন স্বর্গীয় দূত যীশুর শিয়র স্থানে এবং পদতলে বসিয়া আছে।

ঐ দূতেরা মরিয়মকে জিজ্ঞাসা করিল, হে নারি, তুমি কি জন্যে কান্দিতেছ?

সে রোদন করিতে২ বলিল, কোন মন্দ লোক আমার প্রভুকে তুলিয়া কোন্ স্থানে রাখিয়াছে, তাহা আমি জানি না। কি প্রকারে আমি তাঁহাকে পাইব?

ইহা বলিয়া মরিয়ম মুখ ফিরাইলে সেই স্থানে এক ব্যক্তিকে দাঁড়াইতে দেখিল। তিনি মরিয়মকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে নারি, তুমি রোদন করিতেছ কেন?

মরিয়ম তাঁহাকে বাগানের মালী জানিয়া কহিল, তুমি যদি তাঁহাকে লইয়া গিয়া থাক, তবে কোথায় রাখিয়াছ তাহা বল, আমি তাঁহাকে লইয়া যাইব।

তখন তিনি তাহাকে কহিলেন, ওগো মরিয়ম। তাহাতে

মরিয়ম তাঁহার এইরূপ প্রিয় বাক্য শুনিয়া তাঁহার মুখের প্রতি তাকাইয়া চিনিল, যে ইনিই যীশু, এবং হে আমার গুরো, এই কথা বলিয়া তাঁহার পা ধরিয়া রহিল।

তখন সে যীশুকে দেখিয়া অত্যন্ত হর্ষযুক্ত হইয়া তাঁহার নিকটহইতে যাইতে চাহিল না, কিন্তু যীশু তাহাকে কহিলেন, এখন আমি এস্থানে থাকিতে পারিব না। অতএব তুমি শীঘ্র গিয়া আমার শিষ্যগণকে জানাও আমি জীবৎ হইয়াছি, কিছুকাল পরে স্বর্গে আমার পিতার নিকটে যাইব, কিন্তু ইহার পূর্ব্বেই তোমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিব।

পরে মরিয়ম এই সংবাদ দিতে শিষ্যগণের নিকটে গেল, কিন্তু তাহাদের অত্যন্ত শোক ও দুঃখ হওয়াতে মরিয়ম সেই সকল আনন্দের কথা কহিলেও তাহারা মিথ্যা গল্পমাত্র বোধ করিয়া বিশ্বাস করিল না।

যীশুর পুনরুত্থানের পর এই মরিয়ম সকল শিষ্যদের অগ্রে তাঁহাকে দেখিতে পাইল।

৪৭ পাঠ।

দুই জন মিত্রের বিষয়।

যে দিবসে এই সকল ঘটনা হইয়াছিল, সেই দিবস সন্ধ্যাকালে দুই জন শিষ্য এক গ্রামে বেড়াইতে গেল। পথে যাইতেং যীশুর মৃত্যুর বিষয়ে ও তাঁহার যে সকল দুঃখ ঘটিয়াছিল, তাহার বিষয়ে পরস্পর কথোপকথন করিল। ইহার মধ্যে আর এক জন আসিয়া তাহাদের সঙ্গেং চলিতে লাগিল, কিন্তু সে কে? ইহা তাহারা চিনিতে পারিল না।

তখন সেই মনুষ্য তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের কি হইয়াছে? তোমরা কথা কহিতে২ কেন এমত দুঃখিত হইতেছ?

তাহাতে তাহাদের মধ্যে এক জন উত্তর করিল: হাঁ, আমরা দুঃখিত হইতেছি বটে। কিন্তু তুমি কি যীশুর বিষয় কিছুই জান না, ও তাঁহার অনেক২ আশ্চর্য্য ক্রিয়ার কথা কি শুন নাই? দেখ তিনি অন্ধ ব্যক্তিকে চক্ষু দিতেন, ও বোবাকে কহিবার শক্তি দিতেন, ও মৃত ব্যক্তিকে বাঁচাইতেন. এই প্রকারে তিনি অনেক২ পীড়িত লোকদিগকে সুস্থ করিতেন, এবং ঈশ্বরের বিষয়ে উত্তম২ উপদেশ দিতেন। তাহাতে সকল লোকেই তাঁহার প্রতি প্রেম করিত। কিন্তু শেষে তিনি দুষ্ট লোকদের দ্বারা ক্রুশে হত হইয়াছেন। এ সকল বিষয় তুমি কি কিছু শুন নাই? আমরা তো বোধ করিতাম, তিনি ঈশ্বরের পুত্র বটেন, কিন্তু তাঁহার মৃত্যু দেখিয়া আমাদিগের সেই ভরসা একেবারে গেল। এখন আমাদের এই ভয় হইতেছে, যে পাছে আর তাঁহার দেখা না পাই।

তখন সেই পথিক ব্যক্তি তাহাদিগের মনোদুঃখ দেখিয়া দয়া করিলেন, এবং তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া বলিতে লাগিলেন: যীশু ঈশ্বরের পুত্র বটেন, কিন্তু পাপিষ্ঠ লোকদিগের রক্ষার নিমিত্তে তাঁহার দুঃখভোগ ও ক্রুশে মৃত্যু হওয়া আবশ্যক। তিনি জীবৎ হইয়া কবর-হইতে উঠিবেন, এবং স্বর্গে ফিরিয়া যাইবেন।

ইহা বলিয়া ঐ পথিক ব্যক্তি যীশুর বিষয়ে ধর্ম্মপুস্তকের অনেক প্রমাণ দিয়া তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন। তাহাতে শিষ্যেরা তাঁহার কথা শুনিয়া অতিশয় তুষ্ট হইল এবং আশ্চর্য্য বোধ করিল।

শেষে তাহারা আপন বাটীর নিকটে পৌঁছিলে তাঁ-

হাকে বিনয় করিয়া নিবেদন করিল, বেলা গেল, প্রায় রাত্রি হইল, অতএব আপনি আমাদিগের গৃহে আসিয়া ভোজন ও বিশ্রাম করুন। তাহাতে তিনি তাহাদিগের গৃহে আইলেন।

অনন্তর তাহারা ভোজনে বসিলে সেই নিমন্ত্রিত ব্যক্তি রুটী লইয়া ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিলেন, পরে ভাঙ্গিয়া তা-হাদিকে দিলেন।

তখন তাহাদের চক্ষু প্রসন্ন হইলে তাহারা তাঁহাকে চিনিতে পারিল। কিন্তু ইনি আমাদের প্রভু, এই কথা কহিয়া তাঁহার প্রতি তাকাইলে শিষ্যেরা তাঁহাকে আর দেখিতে পাইল না।

তাহার পর ঐ দুই জন শিষ্য পরস্পর বলিতে লাগিল, হায়২! তিনি যখন আমাদের সহিত একত্র থাকিয়া না-না প্রকার কথোপকথন করিলেন, এবং ধর্ম্মপুস্তকের কথা আমাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন, তখন আমাদিগের অন্তঃ করণ কেমন প্রফুল্ল হইল!

হে শিশুগণ, তোমাদের কি বোধ হয়, সেই দুই জনে রাত্রিতে শয়ন করিয়া রহিল?

তাহা নয়, কিন্তু তখনি তাহারা পরস্পর বলিল, আইস, আমরা যিরূশালম নগরে গিয়া আরং তাঁহাদিগকে এই সংবাদ দিই। এই কথা বলিয়া তাহারা ভোজনহইতে উঠিল, এবং শীঘ্র নগরে ফিরিয়া চলিল।

পরে তাহারা যিরূশালমে আসিয়া দেখিল, যীশুর শিষ্য সকল একত্র হইয়া দুষ্ট লোকদের ভয়েতে গৃহের দ্বার বন্ধ করিয়া রহিয়াছে। তাহারা ঐ দুই জনকে আপ-নাদের নিকটে আসিতে দেখিলে তাহারা বলিতে লাগিল, আমরা প্রভুকে দেখিয়াছি। তিনি আমাদিগের সঙ্গে থাকিয়া কথোপকথন করিয়াছেন; কিন্তু তখন আমরা

তাঁহাকে চিনিতে পারি নাই। পরে যখন আমাদের সহিত ভোজনে বসিয়া হাতে রুটী লইলেন, এবং আপন ব্যবহার অনুসারে ভাঙ্গিয়া আমাদিগকে দিলেন, তখন আমরা তাঁহাকে চিনিলাম।

তাহাতে আরং শিষ্যেরা উত্তর করিয়া বলিল, যে এখানেও কোন২ স্ত্রীলোক তাঁহাকে দেখিয়াছে। এবং পিতরও তাঁহাকে দেখিয়াছে।

শিষ্য সকল এই রূপ কথোপকথন করিতে২ দ্বার বন্ধ থাকিলেও যীশু তাহাদের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু শিষ্যেরা তাঁহাকে ভূত বোধ করিয়া বড় ভয় পাইল। তাহারা হঠাৎ বুঝিতে পারিল না যে ইনি যীশু।

তখন তিনি দয়া করিয়া তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা কেন ভীত হও? আমার হাত পা দেখ, এই আমি; ইহা বলিয়া, তিনি আপন হাত পায়ে প্রেকের চিহ্ন এবং পাঁজরে বড়শাঘাতের চিহ্ন দেখাইলেন।

শিষ্যেরা তাহা দেখিয়া বুঝিল ইনিই আমাদিগের প্রিয় গুরু বটেন্। তাহাতে তাহারা বড় আনন্দিত হইল। কারণ তাহারা নিশ্চয় বোধ করিল যে প্রভু আমাদের দোষ ক্ষমা করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় আমাদিগের প্রতি দয়া ও প্রেম করিতেছেন। তাহারা যে তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিল, এবিষয়ে তিনি একটি কথাও কহিলেন না। আর পিতরকেও কিছু বলিলেন না, কারণ তিনি জানিলেন, পিতর আমাকে ভালবাসে বটে, ও আপনার পাপের নিমিত্তে বড় খেদ করে।

শিষ্যগণের মনেতে এখনও কিছু সন্দেহ আছে, যীশু ইহা জানিয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের নিকটে কিছু খাদ্য দ্রব্য আছে? তাহাতে তাহারা কিছু মাছ ও মধুচাক তাঁহাকে দিলে তিনি তাহা লইয়া তাহা-

দের সাক্ষাতে খাইলেন। ইহাতে তাহারা নিশ্চয় জানিল যে প্রভু জীবৎ হইয়া কবরহইতে উঠিয়াছেন।

পরে তিনি তাহাদের সহিত বসিয়া আপনার মরিবার কারণ তাহাদিগকে বুঝাইয়া বলিলেন, আর কিছুকাল পরে আমি স্বর্গস্থ পিতার নিকটে যাইয়া তোমাদের নিমিত্তে প্রার্থনা করিব।

আহা! সেই রাত্রিতে শিষ্যদের কেমন সুখ ও আনন্দ হইয়াছিল। তাহাদের প্রভু মৃত্যু জয় করিলে তাঁহার তাবৎ দুঃখ ও ক্লেশের শেষ হইল, এবং সেই অবধি তাঁহার দুষ্ট শত্রুরা তাঁহার আর কিছু করিতে পারিল না।

৪৮ পাঠ।

থোমার বিষয়।

যে সময়ে যীশু আসিয়া আর ২ সকল শিষ্যগণের মধ্যে উপস্থিত হইলেন, সেই সময়ে থোমা নামক এক জন শিষ্য তাহাদের সঙ্গে ছিল না। কি কারণ থোমা সেখানে ছিল না, তাহা আমি জানি না।

পরে থোমা আইলে তাহারা বলিল, আমরা প্রভুকে দেখিয়াছি। গত রবিবার রাত্রিতে যখন আমরা একত্র বসিয়াছিলাম, তখন তিনি আসিয়া আমাদের সহিত কথা কহিলেন। আমরা নিশ্চয় জানিতে পারিলাম ইনি প্রভু বটেন, কেননা তিনি আপন হাত পায়ে প্রেকের চিহ্ন ও পাজরে বড়শাঘাতের চিহ্ন আমাদিগকে দেখাইলেন।

কিন্তু থোমা বলিল, ইহা কখনো হইতে পারে না; কারণ তিনি ক্রুশে মরিয়াছেন, অতএব তাঁহার হাত পায়ে প্রেকের ছিদ্রে আমি আপন অঙ্গুলি না দিলে এবং

তাঁহার পাঁজরের ছিদ্রে হাত না দিলে এমত কথাতে কদাচ বিশ্বাস করিব না।

থোমার এইরূপ কথা বলা উচিত ছিল না, কেননা প্রভু আপনি বলিয়াছিলেন, আমি তিন দিন পরে উঠিব; এই তাহার স্মরণ করা উচিত;

যীশু ঈশ্বরস্বরূপ হইয়া গোপনে এই সকল কথা শুনিলেন, কিন্তু সে সময়ে শিষ্যেরা কেহ তাঁহাকে দেখিতে পাইল না।

আট দিন পরে রবিবার সন্ধ্যাকালে শিষ্যেরা থোমার সহিত গৃহের মধ্যে দ্বার বন্ধ করিয়া বসিয়াছিল। তাহারা ভরসা করিল যে যীশু এখানে আরবার আসিবেন। এমত সময়ে যীশু তাহাদিগের মধ্যস্থলে পুনর্ব্বার দাঁড়াইয়া কহিলেন, তোমাদের কল্যাণ হউক।

পরে তিনি থোমাকে কহিলেন, এই আমার হাত পায়ের চিহ্ন দেখ, আর তুমি আপন অঙ্গুলিদ্বারা তাহা স্পর্শ কর, ও হাত বাড়াইয়া আমার পাঁজরে দেও। আমি জীবৎ হইয়াছি, তাহা বিশ্বাস কর।

তখন থোমা জানিতে পারিল প্রভু আমার ঐ সকল মন্দ কথা শুনিয়াছেন, অতএব সে লজ্জিত হইয়া বড় খেদ করিল। তাঁহাতে ইনি যীশু বটেন, ইহা দেখিয়া সে উচ্চৈঃস্বরে কহিল, হে আমার প্রভু! হে আমার ঈশ্বর!

যীশু থোমাকে কহিলেন, হে থোমা, তুমি আমাকে দেখিয়া বিশ্বাস করিলা? যাহারা না দেখিয়া বিশ্বাস করে, তাহারাই ধন্য।

থোমা প্রথমে অবিশ্বাস করিয়াছিল বটে, কিন্তু সে মনের সহিত যীশুকে প্রেম করিত, ইহা জানিয়া তিনি তাহার অপরাধ ক্ষমা করিলেন।

৪৯ পাঠ।

সমুদ্র তীরে ভোজনের বিবরণ।

কিছুকাল পরে যীশুর আজ্ঞাতে শিষ্যেরা যিরূশালম-হইতে গালীল সমুদ্রের তীরে গেল। তাহারা পূর্ব্বে সে-খানে বাস করিয়া জেল্যার ব্যবসায় করিত।

এক রাত্রিতে পিতর আপন সঙ্গি শিষ্যগণকে বলিল, আমি মৎস্য ধরিতে যাই। তাহাতে তাহারা বলিল, আমরাও তোমার সঙ্গে যাইব। ইহা বলিয়া তাহারা নৌকাতে উঠিল, কিন্তু সমস্ত রাত্রি পরিশ্রম করিলেও কিছু মাছ পাইল না।

পরে প্রভাত হইলে তাহারা ক্ষুধিত ও ক্লান্ত হইয়া ডাঙ্গায় আসিতে চাহিল। তাহাতে শিষ্যেরা নিকটে আসিয়া তীরে এক ব্যক্তিকে দাঁড়াইতে দেখিল, কিন্তু তাঁহাকে চিনিতে পারিল না।

তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসিলেন, হে বাছা সকল, তোমাদিগের নিকটে কিছু খাদ্য দ্রব্য আছে?

তাহারা বলিল, কিছুই নাই। আমরা সমস্ত রাত্রি পরিশ্রম করিয়া একটি মাছও ধরিতে পারিলাম না।

তিনি বলিলেন, তোমরা নৌকার দক্ষিণ দিগে জাল ফেল, তাহাতে মাছ পাইবা।

পরে তাহারা সেই মত করিলে এত মাছ পড়িল যে তাহারা জাল টানিয়া তুলিতে পারিল না।

যোহন ইহা দেখিয়া বোধ করিল যে ইনি যীশু, অতএব পিতরকে বলিল, উনি প্রভু হইবেন। এই কথা শুনিবা-মাত্র পিতর বড় আহ্লাদপ্রযুক্ত জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল, ও সাঁতার দিয়া তাঁহার নিকটে তীরে আইল।

কিঞ্চিৎকাল পরে অন্য শিষ্যেরা মৎস্য লইয়া তীরে

উঠিয়া দেখিল, কোন ব্যক্তি অগ্নিতে মাছ পোড়াইয়া রুটী সুদ্ধ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে। যীশু কহিলেন, যে মৎস্য এখন ধরিলা, তাহার কিছু লইয়া আইস। তাহাতে পিতর জাল তুলিয়া দেখিল, একশত তিপ্পান্নটা বড় মাছেতে জাল পরিপূর্ণ হইয়াছে।

পরে তাহারা যীশুর আজ্ঞানুসারে ভোজনে বসিলে তিনি রুটী ও মৎস্য লইয়া তাহাদিগকে দিলেন; তাহাতে ইনি প্রভু, ইহা তাহারা সকলে নিশ্চয় জানিল, কেননা তিনিই তাহাদিগকে আপন মৃত্যুর পূর্ব্বে এই মত ভোজন করাইয়াছিলেন।

অনন্তর ভোজন সাঙ্গ হইলে যীশু পিতরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি না কি ইহাদের অপেক্ষা আমাকে অধিক প্রেম কর? পিতর উত্তর করিল, হাঁ প্রভু, আমি আপনাকে প্রেম করিয়া থাকি, তাহা আপনি জানেন।

তখন যীশু কহিলেন, তবে আমার মেষ বাচ্চা সকলকে পালন কর; অর্থাৎ অন্য লোককে আমার মৃত্যুর বিষয়ে উপদেশ দিয়া তাহাদিগকে আমার প্রতি প্রেম করিতে শিক্ষা দেও।

হে শিশুগণ, তোমরাও যীশুর মেষ বাচ্চার তুল্য, এবং আমি তোমাদিগকে উপদেশ দিয়া তোমাদের পালক-স্বরূপ হইয়া এই সকল সুশিক্ষাদ্বারা তোমাদিগকে নরক-হইতে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেছি।

পিতর যীশুকে প্রেম করিত বটে, ইহা জানিয়াও তিনি দ্বিতীয় বার জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি না কি আমাকে প্রেম কর? তখন পিতর উত্তর করিল, হে প্রভু আমি আপনাকে প্রেম করিয়া থাকি, তাহা আপনি জানেন। তাহাতে তিনি পুনর্ব্বার কহিলেন, আমার মেষগণকে পালন কর।

পরে তিনি তৃতীয়বার জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি না

কি আমাকে প্রেম করিয়া থাক? তখন পিতর দুঃখিত হইয়া বোধ করিল যে প্রভু আমার অস্বীকার স্মরণ করিয়া আমার কথায় বিশ্বাস করিলেন না; অতএব সে বলিল, হে প্রভো, আপনি সকলি জানেন, আমি যে আপনাকে প্রেম করিয়া থাকি, ইহা আপনি জ্ঞাত আছেন।

তাহাতে যীশু আর বার কহিলেন, আমার মেষগণকে পালন কর। পিতর যদি সত্যরূপে যীশুকে প্রেম করে, তবে তাঁহার আজ্ঞা সকল ও অবশ্য পালন করিবে।

হে প্রিয় শিশুগণ, তোমরা কি যীশুকে প্রেম করিয়া থাক? যীশু যদি তোমাদিগকেও এই কথা জিজ্ঞাসা করেন, তবে তোমরা কি এমত বলিতে পারিবা, হে প্রভো, আমরা আপনাকে প্রেম করিয়া থাকি, আপনি তাহা আমাদিগের অন্তঃকরণ দেখিয়া বুঝুন। যদি তোমরা তাঁহাকে যথার্থরূপে প্রেম কর, তবে মিথ্যা কথা ও ক্রোধ তোমাদের হইতে দূর হইবে, এবং তোমরা সকলের প্রতি দয়ালু ও নম্র হইয়া সত্য কথা কহিতে চেষ্টা করিবা।

যীশু পিতরকে তিনবার কি জন্যে জিজ্ঞাসা করিলেন? আমার বোধ হয়, পূর্ব্বে পিতর যীশুকে তিনবার অস্বীকার করিয়াছিল, এই নিমিত্তে তাহাকে আপনার প্রেম তিনবার স্বীকার করিতে হইল।

পরে পিতরের যাহা২ ঘটিবে যীশু তাহা পিতরকে জানাইয়া কহিলেন, তুমি যুবাকালে যে স্থানে তোমার ইচ্ছা সেই স্থানেই যাইতা; কিন্তু বৃদ্ধ হইলে হাত বাড়াইবা, এবং যে স্থানে তোমার যাইবার ইচ্ছা নয়, সেই স্থানে অন্য লোকেরা তোমাকে লইয়া যাইবে। এ কথার অর্থ এই, আমার প্রতি প্রেম প্রযুক্ত দুষ্ট লোকেরা তোমার হাত পা বিস্তার করিয়া ক্রুশে বিঁধিয়া বধ করিবে, কিন্তু তুমি আর কখন বলিবা না, আমি যীশুকে চিনি না।

এই কথা শুনিয়া পিতর পূর্ব্বের ন্যায় অহঙ্কার করিয়া আর বলিল না, আমি আপনার সহিত মরিতেও প্রস্তুত আছি, কিন্তু নম্র হইয়া ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিল, হে ঈশ্বর, আমাকে পাপহইতে রক্ষা কর।

৫০ পাঠ।

স্বর্গারোহণের বিষয়।

কবরহইতে যীশুর উত্থান হইলে পর তিনি শিষ্যগণের নিকটে অনেক বার আসিয়া সাক্ষাৎ করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের সহিত পূর্ব্বের ন্যায় আর বাস করিতেন না।

এক দিন তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, আমি পিতার নিকটে শীঘ্র ফিরিয়া যাইব। গেলে পর তোমরা সকল লোকদিগকে আমার বিষয় শিক্ষা দেও। প্রথমে যিরূশালেম নগরে গিয়া যে সকল লোক আমাকে ক্রুশে বধ করিয়াছিল, তাহাদিগকে বল, তোমরা যদি খেদ করিয়া আপনং মন ফিরাও, তবে আমি তোমাদের পাপ ক্ষমা করিব, এবং তোমাদের প্রতি আমার পবিত্র আত্মা প্রেরণ করিলে তোমরাও আমার ন্যায় আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিতে পারিবা। আর হে আমার শিষ্যগণ, তোমরা দুষ্ট লোকহইতে কিছু ভয় করিও না। কেননা তোমরা আমাকে দেখিতে না পাইলেও আমি তোমাদিগের সহিত সর্ব্বদা থাকিব। আর আমি তোমাদের নিকটে ফিরিয়া আসিব।

শিষ্যেরা এই কথা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে প্রভো, আপনি কখন্ আসিবেন? কিন্তু তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, এ কথা এখন তোমরা জানিতে পারিবা না।

অপর এক দিবস যীশু আপন শিষ্যগণের সহিত এক

পর্ব্বতের উপরে গেলেন। সেখানে উপস্থিত হইলে যীশু ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিয়া হাত তুলিয়া শিষ্য-দিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, এমন সময়ে এক মেঘ আ-কাশহইতে নামিয়া তাহাদের নিকটে আইলে তিনি তাহাতে চড়িয়া স্বর্গে আপন পিতা ঈশ্বরের নিকটে গমন করিলেন। তাহা দেখিয়া শিষ্যেরা আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল, এবং যে পর্য্যন্ত তাহারা তাঁহাকে আর দেখিতে পারিল না, সেই পর্য্যন্ত তাহারা মেঘের প্রতি এক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

পরে তিনি তাহাদের চক্ষুর অগোচর হইলে তাহারা দেখিল, যে বিদ্যুতের ন্যায় শাদা বস্ত্র পরিহিত দুই জন স্বর্গীয় দূত আপনাদিগের কাছে দাঁড়াইয়া আছে। তা-হারা জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা কি জন্যে আকাশের প্রতি চাহিয়া রহিয়াছ? তোমরা যাঁহাকে মেঘে চড়িয়া স্বর্গে যাইতে দেখিয়াছ, তিনি সেই রূপে পুনর্ব্বার আসিবেন; এই কথা শুনিয়া শিষ্যেরা যিরূশালম নগরে ফিরিয়া গেল।

কি জানি তোমরা এমন মনে কর, যীশুর যাওয়াতে শিষ্যেরা দুঃখিত হইল; কিন্তু তাহা নয়, বরং তিনি আমাদিগের বাসের নিমিত্তে স্বর্গে স্থান প্রস্তুত করিতে গিয়াছেন, এবং মৃত্যুর পরে আমরা সেখানে গিয়া তাঁহার সহিত নিত্য বাস করিব, ইহা তাহারা নিশ্চয় জানিয়া আহ্লাদিত হইল।

---

৫১ পাঠ।

পিতরের কারাগারে বদ্ধ হওনের বিষয়।

যীশু স্বর্গারোহণের পূর্ব্বে শিষ্যগণকে কহিয়াছিলেন, পাপি লোকেরা আপনার মন ফিরাইলে আমি তাহা-

দের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া তাহাদিগের পাপ ক্ষমা করিব, এই কথা তোমরা তাহাদের নিকটে প্রচার কর। অতএব সেই আজ্ঞানুসারে শিষ্যেরা যিরূশালমে গিয়া ঐ সকল দুষ্ট লোকদিগকে কহিতে লাগিল, তোমরা যে মনুষ্যকে ক্রুশে বিদ্ধ করিয়াছ, তিনি ঈশ্বরের পুত্র; এক্ষণে তিনি জীবৎ হইয়া স্বর্গে আপন পিতার দক্ষিণ পার্শ্বে সিংহাসনে বসিয়াছেন, কিন্তু তিনি তোমাদের পাপ ক্ষমা করিতে উদ্যত আছেন।

এই সকল কথা শুনিয়া যিহুদীয়দিগের মধ্যে কেহ২ বিশ্বাস করিয়া আপন২ পাপ স্বীকার করিল, এবং খেদ করিয়া কহিল, হে ভাই সকল, আমরা সেই পাপ ক্ষমার নিমিত্তে এখন কি করিব? কিন্তু অন্য লোকেরা খেদ না করিয়া বরং ক্রোধেতে নির্দ্দয় হইয়া শিষ্যগণকেও বধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

হেরোদ নামে যিহুদীয়দের দুষ্ট রাজা যাকূবকে ধরিয়া ধাতাহারা একেবারে তাহার মাথা কাটিয়া ফেলিল। এবং পিতরকেও বধ করিবার জন্যে ধরিয়া কারাগারে প্রবেশ করিল।

তোমরা কি কখন কোন কারাগার দেখিয়াছ?

সে চোর ও দুষ্ট লোকদিগকে রাখিবার জন্যে বড় অন্ধকার ঘর, তাহার বড়২ দ্বার এবং লোহার গরাদে ও চারিদিগে উচ্চ পাঁচীরদ্বারা ঘেরা আছে, তাহাতে বন্দিলোকেরা তাহাহইতে পলায়ন করিতে পারে না।

সেনাগণ পিতরের দুই হাত শিকলে বান্ধিয়া ঐ রূপ ঘরে বদ্ধ করিয়া রাখিল। এবং কোন ব্যক্তি তাহাকে বাহির করিয়া লইয়া যাইতে না পারে, একারণ সমস্ত রাত্রি তাহার দ্বারে চৌকি দিয়া বসিয়া রহিল।

অপর পিতরের বন্ধুরা এই সংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত

দুঃখিত হইল, কিন্তু কোন প্রকারে তাহাকে রক্ষা করিতে পারিল না। অতএব তাহারা তাহাকে রক্ষা করিবার নিমিত্তে পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিতে২ রাত্রি পোহাইল, কেননা প্রাতঃকাল হইলে রাজা তাহাকে বধ করিবে, এই সংবাদ পাইয়া তাহারা সকলে বড় চিন্তিত হইল। পরমেশ্বর তাহাদিগের প্রার্থনা শুনিয়া কি প্রকারে পিতরকে রক্ষা করিলেন, তাহা শুন।

তিনি পিতরকে রক্ষা করিবার জন্যে এক জন স্বর্গ দূতকে পাঠাইলেন, তাহাতে দূত রাত্রি থাকিতে বন্ধদ্বার দিয়া অমনি কারাগারের ভিতরে গেল। সে সময়ে পিতর দুই শিকল দিয়া দুই জন সেনার সঙ্গে বদ্ধ হইয়া নিদ্রা যাইতেছিল। পিতর জানিত যে ঈশ্বর আমাকে প্রেম করেন, এই জন্যে সে নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতেছিল।

ঐ দূত সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী হইয়া কারাগারে প্রবেশ করিলে কারাগার আলোতে পরিপূর্ণ হইল।

তখন দূত পিতরের নিকটে গিয়া তাহার গায়ে হাত দিলে শিকল সকল খুলিয়া পড়িল। পরে সে পিতরকে কহিল, তুমি আপন বস্ত্র পরিয়া আমার পশ্চাৎ আইস। ইহা বলিয়া সে বাহিরে গমন করিতে লাগিল।

তাহাতে পিতরও সেনাগণের মধ্য দিয়া গেল, তথাপি তাহাদের এক জনও তাহাকে দেখিতে পাইল না, কারণ পরমেশ্বর তাহাদিগকে ঘোর নিদ্রিত করাইয়াছিলেন। পিতর আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া মনে করিল, এ কি সত্য মুক্ত বটে, কি আমি স্বপ্ন দেখিতেছি?

পরে যাইতে২ তাহারা কারাগারের ফটকের নিকটে উপস্থিত হইল। ঐ ফাটক লৌহ নির্ম্মিত ও বড় কুলুপদ্বারা বন্ধ ছিল, কিন্তু তাহারা যাইবামাত্র সে আপনা আপনি

খুলিয়া গেল। তখন দূত ও পিতর তাহা দিয়া বাহির হইল, এবং চুপ করিয়া ছুই জনে যিরূশালয় নগরের পথ ধরিয়া গেল।

সেই সময়ে নগরের সমুদয় লোক নিদ্রিত হওয়াতে জানিতে পারিল না যে দীপ্তিময় দূত আমাদের পথ দিয়া যাইতেছে, তাহাতে তাহারা অন্য পথে পৌঁছিলে দূত পিতরকে ত্যাগ করিয়া স্বর্গে ফিরিয়া গেল।

তখন পিতর অন্ধকারময় পথে একাকী দাঁড়াইয়া মনেং ভাবনা করিতে লাগিল, যে এ কি আশ্চর্য্য ঘটনা। আমি কি কারাগারে বদ্ধ ছিলাম না? এবং কল্য প্রাতঃকালে রাজা কি আমাকে বধ করিবার আজ্ঞা দিল না? কিন্তু এখন আমি নিশ্চয় বুঝিলাম যে পরমেশ্বর আমাকে রক্ষা করিবার নিমিত্তে নিজ দূতকে পাঠাইয়াছেন।

ইহাতে পিতর আহ্লাদিত হইয়া ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিয়া এক ধার্ম্মিক স্ত্রীর গৃহের কাছে গেল। সেই গৃহের লোকেরা কি ঘুমাইতেছিল?

না। অনেক শিষ্যেরা তাহাদিগের সহিত সেই ঘরের মধ্যে ছিল। তাহারা শুনিতেছিল, প্রাতঃকালে রাজা পিতরকে বধ করিবে, এই জন্যে তাহারা তাহার রক্ষার নিমিত্তে ঈশ্বরের নিকটে দৃঢ় রূপে প্রার্থনা করিল। প্রার্থনা করিতে২ তাহারা শুনিল, কোন্ ব্যক্তি দ্বারে ঘা মারিতেছে, কিন্তু কে দ্বারে ঘা দিতেছে? ইহা তাহারা জানিতে পারিল না।

তখন তাহারা এক জন দাসীকে জানিতে পাঠাইল। সেই দাসী বোধ করিল, কোন দুষ্ট লোক শিষ্যদিগকে বধ করিতে আসিয়াছে। অতএব দ্বার না খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কে? তাহাতে পিতর উত্তর দিলে ঐ দাসী তাহার শব্দ শুনিবামাত্র তাহাকে চিনিতে পারিল এবং

আহ্লাদপ্রযুক্ত দ্বার খুলিতে ভুলিয়া ভিতরে গিয়া বলিল, পিতর দ্বারে দাঁড়াইয়া আছে। কিন্তু তাহারা ঐ দাসীর কথায় বিশ্বাস না করিয়া বলিল, ইহা কখনো হইতে পারে না; কেননা পিতর কারাগারে বদ্ধ আছে।

দাসী কহিল, যাহা হউক, সে তো পিতর বটে। ইহা আমি নিশ্চয় জানি।

তাহারা দ্বার না খুলিয়া পরস্পর এই প্রকার কথা কহিতে পিতর দ্বারে দাঁড়াইয়া ঘা মারিতে থাকিল। শেষে তাহারা সকলে একেবারে দৌড়িয়া গিয়া দ্বার খুলিল, এবং পিতরকে দেখিয়া বড় আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কিরূপে বাহির হইলা?

তাহাতে পিতর হাত দিয়া সঙ্কেত করিয়া তাহাদিগকে চুপ করিতে কহিল, পরে পরমেশ্বর যে প্রকারে তাহাকে মুক্ত করিয়াছেন, সেই সকল বৃত্তান্ত তাহাদিগকে জানা-ইয়া বলিল, তোমরা যাইয়া আমার সকল বন্ধুকে এই সমাচার দেও, কেননা আমাকে এখনি স্থানান্তরে যা-ইতে হইবে।

প্রভাত হইলে সেনাগণ উঠিয়া দেখিল যে পিতর নাই, কিন্তু তাহার শিকল ভূমিতে পড়িয়া আছে। ইহাতে তাহারা বড় ভয় পাইল, এবং দ্বার বদ্ধ দেখিয়া সে কিরূপে গিয়াছে, তাহা কিছু বুঝিতে পারিল না।

পরে রাজা কারাগারহইতে পিতরকে আনিতে লোক পাঠাইল, এবং তাহার প্রাণদণ্ড দেখিবার নিমিত্তে যিরূ-শালমের অনেক২ দুষ্ট লোক সেখানে আইল। রাজার লোকেরা কারাগারে আসিয়া সেনাদিগকে বলিল, পিতর কোথায়? তাহাকে বাহির করিয়া আন।

তাহাতে সেনারা কহিল, সে ব্যক্তি কোথায় গেল, তাহা আমরা জানি না।

রাজা এই কথা শুনিয়া বড় ক্রোধ করিয়া সেনাগণকে আপন সম্মুখে আনিতে আজ্ঞা দিল। পরে রাজা তা-হাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, পিতর কোথায়? তোরা কি শুইয়াছিলি?

তাহারা রাজার জিজ্ঞাসায় কোন উত্তর করিতে পা-রিল না। কেননা পিতর যখন গেল, সেকালে তাহারা সকলেই ঘোরতর নিদ্রায় মগ্ন হইয়াছিল বটে, একারণ রাজা তাহাদের প্রাণ দণ্ড করিতে আজ্ঞা করিল।

ঐ রাজার অতি দুষ্ট স্বভাব ছিল, সে সর্ব্বদা ঈশ্বরকে ও ঈশ্বরের লোকদিগকে হিংসা করিত, এবং বড় অভিমানী হইয়া আপন সন্তোষ ও প্রশংসা চেষ্টা করিত। অতএব পরমেশ্বরের আজ্ঞাতে এক দূত আসিয়া তাহাকে অত্যন্ত পীড়া দিল, তাহাতে কীটদ্বারা তাহার শরীর ক্ষত হইলে সে বড় যাতনা পাইয়া মরিল।

স্বর্গীয় দূতগণ ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে ধার্ম্মিক লোকদিগের রক্ষা করিতে এবং অধার্ম্মিক লোকদিগকে দণ্ড দিবার নি-মিত্তে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে।

৫২ পাঠ।

যোহনের বিষয়।

যীশুর যে বারো জন প্রধান শিষ্য ছিল, দুষ্ট লোকেরা তাহাদের মধ্যে কাহার মাথা কাটিয়া ফেলিল, কাহাকে বা আগুনে পোড়াইয়া মারিল। শেষে পিতরও বৃদ্ধ হইলে ক্রুশে বদ্ধ হইয়া মরিল। তাহারা যীশুর প্রতি প্রেম করিবার জন্যেই এই সকল যন্ত্রণা ভোগ করিল, এই জন্যে মৃত্যুর পরে স্বর্গেতে গিয়া সকল দুঃখ এড়াইয়া এখন পর্য্যন্ত যীশুর নিকটে পরম সুখে বাস করিতেছে।

যোহন অতি প্রাচীন হইয়া সকল শিষ্যদের হইতে অধিক দিন বাঁচিল। শেষে এক দুষ্ট রাজা তাহাকে স্বদেশহইতে দূর করিয়া এক ক্ষুদ্র উপদ্বীপে পাঠাইয়া দিল। সেখানে কোন লোকের বসতি ছিল না, এবং চারিদিগে কেবল জলমাত্র ছিল, তাহাতে সেখানহইতে অন্য স্থানে যাইবার কোন উপায় ছিল না।

যোহন কি সেখানে থাকিয়া কেবল দুঃখ ভোগ করিল? না; কেননা ঈশ্বর তাহার সহিত ছিলেন, এবং সে যীশুকে ধ্যান করিয়া সুখে কাল যাপন করিল।

এক দিবস বিশ্রামবারে যোহন ঈশ্বরকে ধ্যান করিতেং আপনার পশ্চাৎ তুরীর শব্দের ন্যায় এক বড় শব্দ শুনিল; সে কিসের শব্দ তাহা জানিবার জন্যে মুখ ফিরাইলে স্বর্গহইতে প্রভু যীশুকে তেজস্বীরূপে নামিতে দেখিল। যোহন তাঁহার দর্শন পাইবামাত্র ভয় প্রযুক্ত দাঁড়াইতে অথবা কথা কহিতে পারিল না, কিন্তু মরা লোকের মত ভূমিতে পড়িল।

তখন যীশু তাহার গায়ে হাত দিয়া কহিলেন, ভয় করিও না। দেখ, যিনি মরিয়া পুনরায় জীবৎ হইয়াছেন, আমি সেই, এবং আমি আর কখন মরিব না।

পরে স্বর্গের দ্বার মুক্ত হইলে যীশু যোহনকে স্বর্গের উত্তমং বস্তু সকল দেখাইলেন।

যোহন ঈশ্বরের সিংহাসন ও সিংহাসনের চারিদিগে মেঘধনুর ন্যায় বড়া তেজ দেখিতে পাইল। সেখানে অনেকং লোক বসিতেছিল। তাহারা হিমের ন্যায় শাদা বস্ত্র পরিহিত ও তাহাদের মাথায় স্বর্ণ মুকুট আছে; এবং সকলে আপনং মুকুট মাথাহইতে খুলিয়া সিংহাসনের সম্মুখে রাখিয়া যীশুর প্রশংসা করে।

যোহন সেখানে অনেকং দূতগণকেও দেখিল। তা

তারা সিংহাসনের চারিদিগে দাঁড়াইয়া ঈশ্বরের ও যীশুর প্রশংসা করিতেছিল।

যোহন যে সকল বস্তু স্বর্গে দেখিল তাহাহইতে ঈশ্বরের শোভা বড় তেজস্বী। স্বর্গেতে সূর্য্য চন্দ্র প্রদীপ ইত্যাদি কোন দীপ্তিকারক বস্তু নাই, তথাচ সে দীপ্তিতে পরিপূর্ণ আছে, কেননা পরমেশ্বর বিরাজমান হইয়া নিরন্তর উজ্জ্বল করেন। এবং দূতেরা ঈশ্বরের প্রশংসা নিত্য করাতে সেখানে নানা প্রকার বাদ্য ও গীতাদি সর্ব্বদা শুনা যায়।

যোহন এই সকল আশ্চর্য্য বস্তু দেখিয়া শুনিয়া অতিশয় চমৎকৃত হইল, ও যে দূত তাহাকে দেখাইল, তাহার চরণে ধরিয়া প্রণাম করিতে লাগিল। কিন্তু দূত বলিল, তুমি আমাকে প্রণাম করিও না, আমি পরমেশ্বরের এক জন সেবকমাত্র। তাঁহাকেই প্রণাম কর।

পরে দূত কহিল, যীশু অল্পকালের মধ্যে জগতের বিচার করিতে স্বর্গহইতে নামিবেন। তাহাতে প্রত্যেক মনুষ্য আপনং কর্ম্মানুসারে ফল পাইবে। যাহারা ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করিয়াছে, তাহারা স্বর্গে প্রবেশ করিয়া উত্তম ফল পাইবে। কিন্তু যাহারা মিথ্যা কথা কহে, ও জীব হিংসা করে, কিম্বা ঈশ্বর ব্যতিরেকে অন্যের পূজা করে, অথবা আর কোন পাপ কর্ম্ম করে, তাহারা স্বর্গহইতে বাহির হইয়া ঘোর দণ্ড পাইবে।

যাহারা যীশুকে প্রেম করে তাহারা আহ্লাদিত হইয়া তাঁহার আসিবার অপেক্ষা করে। কেমনা তখন তাহারা যীশুর সহিত স্বর্গে বাস করিবে।

হে প্রিয় শিশুগণ, তোমরা কি যীশুকে দেখিতে ইচ্ছা কর? তাহা হইলে তোমরাও যোহনের ন্যায় বলিতে পার, হে প্রভো, আপনি শীঘ্র আইসন।

আমার ইচ্ছা হয় যে তোমাদের মৃত্যু হইলে তোমরা যীশুর কাছে স্বর্গে যাইবা। তাহাতে তাঁহার আসিবার সময়ে তিনি তোমাদিগকে সঙ্গে করিয়া আনিবেন।

যোহন স্বর্গেতে যাহা২ দেখিয়াছিল, সেই সকল বিষয় যীশুর আজ্ঞানুসারে একখান পুস্তকে লিখিল। সেই গ্রন্থ ধর্ম্মপুস্তকের শেষ ভাগে আছে।

পরে যোহনও মরিল, এবং তাহার আত্মা যীশুর নিকটে গেল, ও দূতগণের সঙ্গে ঈশ্বরের স্তব স্তুতি করিয়া অত্যন্ত সুখী হইয়া বাস করিতে লাগিল। আর যখন যীশু মেঘে চড়িয়া ফিরিয়া আসিবেন, তখন যোহনের ও আর২ ধার্ম্মিক লোকদিগের আত্মা তাঁহার সহিত আসিবে।

৫৩ পাঠ।

বিচার দিনের বিষয়।

হে প্রিয় শিশুগণ, যীশু এই জগতের বিচার করিতে পুনর্ব্বার আসিবেন, ইহা তোমরা জান; কিন্তু কোন্ দিবসে আসিবেন? তাহা তোমরা জান না। এবং আমিও তাহা বলিতে পারি না, কেননা তাহা কোন মনুষ্য কি দূত জানে না, কেবল ঈশ্বরই জানেন।

সেই দিন উপস্থিত হইলে এক জন মহাদূত আসিয়া বড এক তুরীর শব্দ করিবে, তাহাতে মৃত লোকেরা সেই রব শুনিয়া কবরহইতে জীবৎ হইয়া উঠিবে।

যাহারা যীশুকে প্রেম করিয়া মরিয়াছে, ও সে সময়ে যীশুর যত প্রেমি লোক পৃথিবীতে জীবৎ থাকিবে, তাহারা সকলে স্বর্গদূতগণের তুল্য হইয়া আকাশে প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবে।

তখন তিনি তাবৎ ধার্ম্মিক দূতগণকে সঙ্গে করিয়া সূর্য্যহইতেও তেজস্বী হইয়া আসিবেন। পরে রাজমুকুট মাথায় দিয়া বিচার করিতে সিংহাসনে বসিবেন, ও তাঁহার সম্মুখে তাবৎ লোকেরা দাঁড়াইয়া থাকিবে। আর যে পুস্তকে সকল লোকদের কর্ম্ম ও কথা ও মনের কল্পনা লেখা আছে, সেই পুস্তক খোলা যাইবে।

হে শিশুগণ, পরমেশ্বর তোমাদেরও দোষ সকল সেই পুস্তকে লিখিয়া রাখিয়াছেন। তিনি দিবসের ন্যায় অন্ধকারে দেখিতে পারেন, অতএব তোমাদের মনের গুপ্ত কথাও জানিতেছেন। আর তিনি মহাবিচার দিনে সেই পুস্তক দেখিয়া দূতগণ ও তাবৎ লোকদের নিকটে সকলের কর্ম্ম প্রকাশ করিবেন।

যীশু ক্রুশে মরিয়াছেন, এই প্রযুক্ত পরমেশ্বর কোনং লোকদের পাপ ক্ষমা করিবেন।

কোন্ লোকদের পাপ ক্ষমা করিবেন?

যাহারা যীশুকে সত্যরূপে প্রেম করে, তাহাদের।

আরও তিনি জীবন নামক অন্য এক পুস্তকে সেই সকল লোকদের নাম লিখিয়াছেন। ঈশ্বর তাহাদের চক্ষুর জল মুছাইবেন এবং তাহাদের শোক ও দুঃখ ও পীড়া ও মৃত্যু আর হইবে না। কিন্তু তাহারা সর্ব্বকাল পর্য্যন্ত ঈশ্বরের সঙ্গে পরম সুখে বাস করিবে।

হে প্রিয় বাছা সকল, তোমাদেরও নাম জীবনপুস্তকে লিখিত হয়, তোমরা কি এমত বাঞ্ছা কর? তবে যীশুর নিকটে ধর্ম্ম আত্মা যাচ্ঞা কর। তাহাতে তোমরা তাঁহাকে প্রেম করিবা এবং সকল প্রকার পাপ ঘৃণা করিবা।

যাহারা ইহকালে ঈশ্বরকে প্রেম করে না, তিনি তাহাদিগকে নরকে ফেলিবেন। সে স্থানে রোদন ও দন্তের কিড়িমিড়ি এবং নানা প্রকার ক্লেশ সর্ব্বদা হইবে। ঈশ্বর

শয়তান ও মন্দ দূতগণকেও সেখানে বন্ধ করিয়া রাখিবেন। সে স্থানে পাপি লোকদিগের কোন প্রকারে সান্ত্বনা নাই, বরং তাহারা অগ্নির উত্তাপে অতিশয় ক্লেশ পাইয়া তাহা শীতল করিবার নিমিত্তে এক বিন্দুমাত্র জল পাইবে না।

তখন ঐ মন্দ লোকদের মধ্যে অনেকে বলিবে, আমরা কেন ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলাম, এবং তাঁহার কথায় কেন বিশ্বাস করিলাম না? এখন সে দিবস গত হইয়াছে, এবং আমরা এ স্থানহইতে বাহির হইতে পারিব না। হায়! আমরা বড় পাগলের মত কর্ম্ম করিলাম। সেই দিবসে আমরা প্রার্থনা করিলে তিনি অবশ্য শুনিতেন, কিন্তু এখন আমাদের রোদন ও বিলাপ সকলই নিষ্ফল হইবে।

হে প্রিয় শিশুগণ, আমি দৃঢ়রূপে ভরসা করি যে এমত দুর্দশা তোমাদিগের প্রতি কখনও ঘটিবে না। তোমরা যদি ঈশ্বরের আজ্ঞা মানিয়া তাঁহার কথায় বিশ্বাস কর তবে তাহা ঘটিবে না। কেননা যীশু তোমাদের পাপের কারণ মরিয়াছেন, তোমরা তাঁহার প্রতি প্রেম ও বিশ্বাস করিয়া ত্রাণ পাইবা ও সর্ব্বকাল পর্য্যন্ত সুখী হইবা। শয়তান তোমাদিগকে পাপ কর্ম্ম করাইয়া নরকে ফেলিতে নিত্য চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু যীশু তাহাহইতে তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন।

পরমেশ্বর শেষ দিনে এই পৃথিবীকে ও তাহার মধ্যে যত বস্তু আছে, সে সকলকে অগ্নিদ্বারা পোড়াইবেন। তোমরা কি কোন ঘর পুড়িতে দেখিয়াছ? তাহা দেখিলে কি তোমাদের ভয় হয় নাই? যদি এক ঘর পুড়িতে দেখিলে এমত ভয় জন্মে, তবে জগৎ সুদ্ধ যখন তাবৎ ঘর নগর বন বৃক্ষ ইত্যাদি পুড়িয়া যাইবে, তখন লোকদের মনে কেমন ভয় হইয়া উঠিবে তাহা কথাতে

বলা যায় না। সে অগ্নির বড় শব্দ হইবে, ও তাহার অতিশয় তাপ প্রযুক্ত পৃথিবীর মধ্যে যে সকল সোনা ও রূপা ও লৌহ নির্ম্মিত বস্তু আছে, তাহা লায়ের মত গলিয়া যাইবে। তখন দুষ্ট লোকেরা কোন মতে পলায়ন করিতে না পারিয়া অনন্তকাল পর্য্যন্ত পুড়িতে থাকিবে। কিন্তু পৃথিবী অনন্তকাল পর্য্যন্ত পুড়িবে না, কারণ তাহার তাবৎ থাদ ভস্ম হইলে পরমেশ্বর তাহা পুনর্ব্বার নির্ম্মাণ করিবেন। সেই নূতন পৃথিবী এই পৃথিবীহইতে অতি উত্তম হইবে।

হে প্রিয় বাছা সকল, তোমরা যদি ঈশ্বরের সন্তান হও, তবে পৃথিবী পুড়িবার সময়ে তোমাদের কিছুমাত্র ভয় হইবে না, কেননা তোমরা সেই সময়ে যীশুর নিকটে নিরাপদে থাকিবা, পরে স্বর্গে গিয়া তাঁহাকে প্রশংসা করিয়া পরম সুখে অনন্তকাল যাপন করিবা। ইতি।

অরুণোদয় গ্রন্থ সমাপ্ত।

পূর্ব্ব লিখিত পাঠের জিজ্ঞাস্য কথা।

১ পাঠ।

সূর্য্য আকাশহইতে পড়ে না কেন?
ঈশ্বর তোমাদিগকে নিত্য২ কি দিতেছেন?
তোমাদের শরীর যে চারি প্রকার বস্তুদ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহাদের নাম কি?
তোমাদের শরীরের আঘাত কি২ রূপে হইতে পারে?
তোমাদিগকে সকল ক্লেশহইতে কে রক্ষা করিতে পারেন?

২ পাঠ।

যখন তোমরা ক্ষুদ্র শিশু ছিলা, তখন মাতা তোমাদিগের নিমিত্তে কি২ করিতেন?
ঈশ্বর কি জন্যে তোমাদিগকে মাতা দিয়াছেন?
ঈশ্বর তোমাদিগকে মাতা দিয়াছেন, একারণ তাঁহাকে তোমাদের কি বলা উচিত?

৩ পাঠ।

পিতা তোমাদের নিমিত্তে কিরূপে টাকা উপার্জ্জন করেন?
তিনি টাকা উপার্জ্জন করিয়া কিসে ব্যয় করেন?
কোনো২ ছেল্যাদের পিতা মরিলে তাহাদের কি রূপ দুঃখ ঘটিয়াছে?
তোমাদের কি এমন পিতা আছেন যিনি কখন মরিবেন না?

৪ পাঠ।

তোমাদের মত কি আর কোন প্রাণির শরীর আছে?
তাহাদের শরীর কি তোমাদিগের শরীরের ন্যায়?
শরীর ব্যতিরেকে তোমাদের আর কি আছে?
পশু সকল ঈশ্বরের বিষয় কেন বুঝিতে পারে না?
তোমাদের শরীর অপেক্ষা তোমাদের আত্মা কি উত্তম?

আত্মা কিসেতে উত্তম ?
মনুষ্যের শরীর কিসেদ্বারা নির্ম্মাণ হইয়াছে ?
মনুষ্যের আত্মা কিসে নির্ম্মিত হইয়াছে ?
মৃত্যুর পর তোমাদের শরীরের কি হইবে ?
মৃত্যুর পর তোমাদের আত্মাই বা কোন্ স্থানে যাইবে ?

৫ পাঠ।

ঈশ্বরের সহিত স্বর্গস্থানে কে বাস করে ?
দূতগণ সর্ব্বদা কি কার্য্য করিয়া থাকে ?
তাহারা সর্ব্বদা সুখী হয় কেন ?
দূতেরা পৃথিবীতে কি নিমিত্তে আসিয়া থাকে ?
যে শিশুরা ঈশ্বরকে প্রেম করে, তাহাদের মৃত্যু হইলে
দূতগণ তাহাদিগের নিমিত্তে কি করে ?

৬ পাঠ।

দূতেরা কি অনাদিকাল অবধি স্বর্গে বাস করিতেছে ?
কোন্ ব্যক্তি অনাদিকাল অবধি জীবৎ আছেন ?
ঈশ্বর কোনো২ দূতকে স্বর্গহইতে বাহির করিলেন কেন
মন্দ দূতগণের মধ্যে প্রধান ব্যক্তির নাম কি ?
শয়তান্ কি জন্যে পৃথিবীতে বেড়ায় ?
তোমরা কি আপনা আপনি শয়তানের হাতহই
এড়াইতে পার ?

৭ পাঠ।

আমরা যে স্থানে বাস করি তাহার নাম কি ?
অনাদি কাল অবধি ঈশ্বরের সহিত কে স্বর্গে ছিলেন ?
যীশু খ্রীষ্ট ও পরমেশ্বর এই দুই কি এক ?
পরমেশ্বর কি প্রকারে এই জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন ?
তিনি প্রথমে কি সৃষ্টি করিলেন ?
আকাশের মধ্যে যে সকল আছে তাহাকে কি কহে ?

। স্থানে অতি গভীর লোণা জল থাকে, তাহার নাম কি?
ামরা কিসের উপরে বেড়াই?
শ্বর প্রথমে যে পাঁচ বস্তু সৃজিলেন তাহাদের নাম কি?

৮ পাঠ।

তকগুলিন বৃক্ষ ও মূল ও শাক ও শস্য এবং পুষ্পে
নাম আমাকে বল।
শ্বর আকাশের মধ্যে কি উজ্জ্বল বস্তু রাখিয়াছেন?
াকাশে কত তারা আছে?

৯ পাঠ।

শ্বর কত প্রকার প্রাণিকে সৃষ্টি করিয়াছেন?
তকগুলিন মৎস্য ও পক্ষি ও কীট ও পশুর নাম বল।

১০ পাঠ।

শ্বর শেষে কাহাকে সৃষ্টি করিলেন?
রূপে আদমের সৃষ্টি হইল?
শ্বর তাহাকে কোথায় রাখিলেন?
নি তাহাকে কিং দিলেন?
শ্বর হবাকে কেন সৃষ্টি করিলেন?
প্রকারে তাহার সৃষ্টি হইল?
শ্বর কত দিনের মধ্যে পৃথিবীর সৃষ্টি করিলেন?

১১ পাঠ।

শ্বর আদম ও হবাকে কি কর্ম্ম করিতে বারণ করিলেন?
ফল ভোজন করিতে কে হবাকে পরামর্শ দিল?
য়তান এমত কুপরামর্শ দিল কেন?
কি রূপ মিথ্যা কথা হবাকে কহিল?
ফল খাইলে পর আদম ও হবার কি পূর্ব্বের ন্যায়
উত্তম স্বভাব রহিল?

ত্যাহারা বৃক্ষের আড়ালে কি জন্যে লুকাইল?
পরমেশ্বর তাহাদের দণ্ড কিরূপ দিলেন?
কে তাহাদিগকে বাগানহইতে বাহির করিয়া দিল?

১২ পাঠ।

ঈশ্বরের আজ্ঞালঙ্ঘন করিয়া আদম ও হবা কি সুখী হইল?
তাহারা কি কারণে অসুখী ছিল?
কে তাহাদের প্রতি কৃপা করিলেন?
মনুষ্যদের পরিত্রাণের নিমিত্তে ঈশ্বর আপন পুত্রকে কি করিতে বলিলেন?
ঈশ্বরের পুত্র আপন পিতার ইচ্ছা জানিয়া কি বলিলেন?
আমরা কি আদমের বংশ?
ঈশ্বরের পুত্র কি আমাদের নিমিত্তে মরিলেন?
ঈশ্বরের পুত্র যদি আমাদের পরিবর্ত্তে না মরিতেন, তবে আমাদের কি দশা হইত?
আদম পাপ করিলে যীশু কি তখনি পৃথিবীতে আইলেন

১৩ পাঠ।

পরমেশ্বর আদম ও হবাকে পুনর্ব্বার কি ধার্ম্মিক করিতে পারিতেন?
তোমরা যদি ভাল হইতে চাহ, তবে তাঁহার কাছে কি যাচ্ঞা করিতে হইবে?
ঈশ্বর কোন্ সময়ে আপন পুত্রকে জগতে প্রেরণ করিলেন?
তিনি পৃথিবীতে আসিয়া কাহার সন্তান হইলেন?
তিনি মরিয়মের পুত্র হইবেন, এই কথা মরিয়মকে প্রথমে কে জানাইল?
দূত বালকের কি নাম রাখিতে আজ্ঞা করিল?
দূত স্বর্গে ফিরিয়া গেলে পর মরিয়ম কি করিতে লাগিল?

১৪ পাঠ।

মরিয়মের স্বামির নাম কি ছিল?

মরিয়ম ও য়ূষফ কি নিমিত্তে অন্য দেশে যাত্রা করিল?

তাহারা যে নগরে গেল তাহার নাম কি?

তাহারা ঐ নগরে গিয়া কোন্ স্থানে রহিল?

গোশালাতে থাকিয়া মরিয়মের কি২ ঘটিল?

সেই বালক ঈশ্বরের পুত্র ইহা মরিয়ম জানিত কি না?

মরিয়ম বালককে কোন্ স্থানে শয়ন করাইল?

যীশুর আকার কি সামান্য বালকের ন্যায় ছিল?

তাঁহার মন কি অন্য বালকের মত ছিল?

১৫ পাঠ।

যীশুর জন্মরাত্রিতে বৈৎলেহম নগরের নিকটে ক্ষেত্রের মধ্যে মেষপালকেরা কেন জাগিয়া ছিল?

তাহারা আকাশের মধ্যে কি দেখিল?

দূতগণ তাহাদিগকে কি বলিল?

দূতে বলিলে পর আকাশের মধ্যে কে গান করিল?

দূতেরা স্বর্গারোহণ করিলে মেষপালকেরা কোথা গেল?

মেষপালকেরা যাহা দেখিয়াছিল তাহা কি অন্য লোকদিগকে সংবাদ দিল?

১৬ পাঠ।

কাহারা দূরদেশহইতে যীশুকে দেখিতে আইল?

ঈশ্বর আপন পুত্রকে পৃথিবীতে জন্ম দিয়াছেন ইহা তাহারা কি প্রকারে জানিল?

তাহারা বৈৎলেহম নগরের পথ কি প্রকারে জানিল?

তাহারা কি২ দ্রব্য সঙ্গে লইয়া আসিল?

তারা কোন্ স্থানে স্থির হইয়া রহিল?

জ্যোতির্বেত্তারা যীশুকে দেখিয়া কি করিতে লাগিল?

১৭ পাঠ।

কে যীশুকে বালককালে বধ করিতে চেষ্টা করিল?
সে সময়ে কি বৈৎলেহম নগরে আরং শিশুগণ ছিল?
তাহাদের মধ্যে ঈশ্বরের পুত্র কে, তাহা কি হেরোদ রাজা জানিতে পারিল?
হেরোদ রাজা যীশুকে বধ করিল কি না?
সে কি নিমিত্তে তাঁহাকে বধ করিল না?
যীশুকে লইয়া অন্য দেশে যাইতে কে যুষফকে বলিল?
যুষফ যীশুকে লইয়া গিয়াছে ইহা কি হেরোদ জানিল?
হেরোদ বৈৎলেহম নগরের বালক সকলকে বধ করিতে কাহাদিগকে প্রেরণ করিল?
যীশু কাহার মৃত্যুর পর আপন দেশে আইলেন?
যুষফ কি ব্যবসায় করিত?
সকলেই যীশুকে প্রেম করিত কি নিমিত্তে?

১৮ পাঠ।

যীশু বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া একাকী কোন্ স্থানে গেলেন?
তিনি কতদিন পর্য্যন্ত সেই বনে থাকিলেন।
সে বনে কি হিংস্রক জন্তু ছিল?
তিনি সেখানে কি আহার করিলেন?
শেষে তাঁহার নিকটে কে আসিয়াছিল?
শয়তান তাঁহার নিকটে কি কারণ আইল?
সে আসিয়া যীশুকে কিং করিতে বলিল?
যীশু প্রস্তরকে কি জন্যে রুটী করিলেন না?
শয়তান যীশুকে উচ্চ ঘরের উপরে লইয়া কি বলিল?
যীশু সেই স্থানহইতে পড়িলেন না কেন?
শয়তান পর্ব্বতের শৃঙ্গহইতে তাঁহাকে কি দেখাইল?

শয়তান সেই সকল বস্তু যীশুকে দিবার নিমিত্তে তাঁহাকে কি করিতে বলিল?

যীশু তাহা করিতে স্বীকার করিলেন কি না?

শয়তান যীশুকে ছাড়িলে পর তাঁহার নিকটে কে আইল?

শয়তান শিশুদিগকে ও তাবৎ লোককে কি প্রকারে হিংসা করিতে চেষ্টা করে?

১৯ পাঠ।

যীশু কোন্ স্থানে গিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিতেন?

তাঁহার কত শিষ্য ছিল?

তাহাদিগের নাম কি আমাকে বলিতে পার?

যীশু যখন পিতরকে ডাকিলেন, তখন সে কি কর্ম্ম করিতেছিল?

যাকুব ও যোহন তখন কি কর্ম্ম করিতেছিল?

যীশু কএক জন মিত্রকে আপনার সঙ্গে রাখিতে উৎসুক হইলেন কেন?

তাহারা যীশুকে কি বলিয়া ডাকিত?

তিনি তাহাদিগকে কি বলিয়া ডাকিতেন?

তাহারা কি যীশুকে প্রেম করিত?

তাহারা তাঁহার সহিত থাকিতে কেন ভাল বাসিল?

যীশু কি তাহাদিগকে টাকা বা উত্তম২ দ্রব্য দিলেন?

শিষ্যেরা কিসে ধার্ম্মিক হইল?

২০ পাঠ।

কোন্ ব্যক্তি যীশুকে আপন গৃহে ভোজন করিতে নিমন্ত্রণ করিল?

ভোজন সময়ে কোন্ দ্রব্যের অকুলান হইল?

যীশু কিরূপে দ্রাক্ষারস করিলেন ?
যীশুর প্রথম আশ্চর্য্য কর্ম্ম কি ?

২১ পাঠ।

অন্ধ ও পীড়িত লোকেরা কি নিমিত্তে যীশুর নিকটে আসিত ?
তিনি কি রূপে অন্ধকে চক্ষু দিলেন ?
বধির ও তোতলা মনুষ্যকে কি রূপে সুস্থ করিলেন ?
যীশু আটত্রিশ বৎসরের রোগিকে কি বলিলেন ?
তিনি কুব্জা স্ত্রীকে কি প্রকারে সোজা করিলেন ?
তিনি পীড়িত লোকদের সুস্থকরণ অপেক্ষাও আর কি বড় আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিলেন ?
তিনি মৃত যুবা লোকের বাহকদিগকে কি বলিলেন ?
ঐ মড়ার পশ্চাৎ কে রোদন করিতে ২ আসিতেছিল ?
যীশু মৃত যুবাকে কি বলিলেন ?
তিনি কথা কহিলে পর ঐ মৃত ব্যক্তি কি করিল ?
লোকেরা ইহা দেখিয়া কি বোধ করিল ?

২২ পাঠ।

যে ধনি ব্যক্তি যীশুকে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিল তাহার কি রূপ ব্যবহার ?
পাপিষ্ঠ স্ত্রীলোক আসিয়া যীশুর প্রতি কি করিল ?
সে যীশুকে কি নিমিত্তে অতিশয় প্রেম করিত ?
যীশু কেন তাহার সকল পাপ ক্ষমা করিলেন ?
তোমরা পাপের নিমিত্তে তদ্রূপে দুঃখিত হইলে তিনি কি তোমাদেরও পাপ ক্ষমা করিবেন ?

২৩ পাঠ।

শিষ্যেরা নৌকারোহণ করিয়া কি জন্যে ভীত হইল ?
যীশু বায়ুকে ও সমুদ্রকে কি২ আজ্ঞা দিলেন ?

শিষ্যেরা বায়ু ও সমুদ্রকে যীশুর আজ্ঞা পালন করিতে দেখিয়া কি বলিল?

২৪ পাঠ।

যীশু কি কোন সময়ে মৃতা বালিকাকে বাঁচাইলেন?
যীশু গৃহে আসিয়া বালিকার খাটের নিকটে কাহাদিগকে দেখিলেন?
তিনি কি নিমিত্তে কহিলেন, কন্যা নিদ্রিতা আছে?
যে লোকেরা যীশুকে উপহাস করিল তিনি তাহাদের প্রতি কি করিলেন?
তিনি কোন২ ব্যক্তিকে আপনার সঙ্গে থাকিতে দিলেন?
তখন সেই কন্যার বয়স কত বৎসর ছিল?

২৫ পাঠ।

যীশু ধর্ম্ম প্রচার করিলে কি লোকেরা শুনিতে আসিত?
তিনি সন্ধ্যাকালে লোকদিগকে বিদায় করিলেন না কেন?
যীশু কিরূপে তাহাদিগকে ভোজন করাইলেন?
কে ঐ লোকদিগকে রুটী ও মাছ বাঁটিয়া দিল?
লোকেরা তৃপ্ত হইলে পর রুটী বাঁচিল কি না?
যীশু রুটীর গুঁড়া রাখিতে আজ্ঞা দিলেন কেন?
কে ক্ষেত্রের মধ্যে তৃণ ও শস্য সকল উৎপন্ন করান?
ঈশ্বর ধান্য না জন্মাইলে তোমাদের মাতা কি তোমাদিগকে আহার দিতে পারিতেন?
ঈশ্বর মনুষ্য ছাড়া কি আর২ প্রাণিকে আহার দেন?
তিনি পশু পক্ষি অপেক্ষা তোমাদের প্রতি কেন অধিক মনোযোগ করেন?

২৬ পাঠ।

যে স্ত্রী উচ্চৈঃস্বরে যীশুকে ডাকিতেছিল শিষ্যেরা তাহাকে কি বলিল?

যে স্ত্রীলোকেরা আপন শিশুদিগকে তাঁহার নিকটে আনিল, শিষ্যেরা তাহাদিগকে কি বলিল?

শিষ্যগণ শিশুদিগকে দূরে লইয়া যাইতে বলিলে যীশু কি আজ্ঞা করিলেন?

তিনি শিশুগণের প্রতি কি করিলেন?

তিনি কি প্রকার শিশুদিগকে প্রেম করেন?

স্বর্গে কোন শিশুগণ আছে কি না?

২৭ পাঠ।

যীশু কোনং সময়ে একাকী থাকিতে চাহিলেন কেন?

তিনি কি কখন শিষ্যগণের সহিত আপন পিতার নিকটে প্রার্থনা করিয়াছিলেন?

শিষ্যেরা যীশুর স্থানে কি শিখিতে চাহিল?

তিনি শিষ্যদিগকে কিরূপে প্রার্থনা করিতে শিখাইলেন?

তোমার নাম পূজ্য হউক, এই কথার তাৎপর্য্য কি?

অপরাধ শব্দের অর্থ কি?

পালক হইবার নিমিত্তে পরমেশ্বরের নিকটে তোমাদের কি রূপ প্রার্থনা করা উচিত?

তোমরা প্রার্থনা করিলে ঈশ্বর কি পবিত্র আত্মা তোমাদিগকে দিবেন?

২৮ পাঠ।

লোকেরা যীশুকে বধ করিবে ইহা কি তিনি জানিতেন?

যীশু এ বিষয় কাহার সহিত কথোপকথন করিলেন?

শিষ্যেরা এই কথা শুনিয়া কি দুঃখিত হইল?

লোকদের মধ্যে অনেকে কি নিমিত্তে যীশুকে হিংসা করিত?

মিথ্যাবাদি লোকদের পিতা কে?

মন্দ লোকেরা যীশুকে কি নিমিত্তে বধ করিতে চেষ্টা করিল?

সেই সময়ে কি যীশুর মৃত্যু কাল উপস্থিত হইয়াছিল?
তিনি পলায়ন করিয়া লুকাইয়া রহিলেন কেন?

২৯ পাঠ।

ইলিয়াসরের ভগিনীদের নাম কি ছিল?
যীশু কখনং তাহাদের গৃহে আসিতেন কি না?
ইলিয়াসরের পীড়ার সময়ে যীশু কোথায় ছিলেন?
ইলিয়াসর কি যীশুর আসিবার পূর্ব্বে মরিল?
মর্থা কি বিশ্বাস করিল যীশু আমার ভ্রাতাকে বাঁচাইবেন
যীশু কি নিমিত্তে নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া রোদন করিলেন?
মরা ইলিয়াসর কোথায় রাখা গিয়াছিল?
যীশু মৃত ইলিয়াসরকে কি কহিলেন?
লোক সকল এই রূপ আশ্চর্য্য কর্ম্ম দেখিয়া কি কহিল?

৩০ পাঠ

মন্দ লোকেরা যীশুর প্রতি কি করিতে চেষ্টা করিল?
যীশু কি প্রকারে যিরূশালমে গেলেন?
শিষ্যেরা সেই গাধাকে কোথায় পাইল?
অনেক লোক যীশুর সঙ্গে কেন চলিল?
তাহারা পথে কি বিছাইয়া দিল?
শিশুরা কি বলিয়া অহঙ্কারি লোকদিগকে বিরক্ত করিল?

৩১ পাঠ।

ঈশ্বরের মন্দির কোন্ স্থানে ছিল?
লোকেরা মন্দিরের মধ্যে গিয়া কিং কর্ম্ম করিত?
যীশু কি অনেকবার সেস্থানে যাইতেন?
রাত্রিকালে যীশু কোথায় থাকিতেন?
যীশু রাত্রিতে কোথায় থাকেন ইহা কি তাহারা জানিল?

৩২ পাঠ।

যীশুর তাবৎ শিষ্যেরা কি তাঁহাকে প্রেম করিত?
যিহূদা যীশুকে প্রেম করে না, ইহা কি নিজে জানাইল?
অন্য শিষ্যেরা কি তাহা জানিত?
যিহূদা কোন্ বস্তুকে অধিক ভাল বাসিত?
যীশু কি তাহা জানিতেন?
যিহূদা কি চোর ছিল?
সে টাকা পাইবার নিমিত্তে ঐ দুষ্ট লোকদিগের নিকটে
কি প্রতিজ্ঞা করিল?
তাহারা কত টাকা দিতে স্বীকার করিল?
যীশু কি যিহূদার কুমন্ত্রণা জানিতেন?

যিরূশালম নগরে যীশুর কি নিজ গৃহ ছিল?
তিনি আপন শিষ্যগণের সহিত ভোজন করিবার জন্যে
কি রূপে স্থান পাইলেন?
[illegible] অন্বেষণ করিতে কাহাদিগকে প্রেরণ করিলেন?
[illegible] যেখানে সেখানে গিয়া কি প্রকারে স্থান পাইল?
ভোজনের নিমিত্তে তাহারা কি২ সামগ্রী প্রস্তুত করিল?
ভোজন সময়ে কে যীশুর নিকটে বসিল?
তখন কত লোক একত্রে ভোজন করিল?
যীশু কি নিমিত্তে পাত্রে জল ঢালিলেন?
পিতর যীশুকে আপনার পা ধুইতে দিল না কেন?
যীশু কি শিষ্যগণের মন ধুইয়াছিলেন?
যিহূদারও মন কি ধৌত হইয়াছিল?
যীশু কি জন্যে আপন শিষ্যগণের পা ধুইলেন?
তিনি আপন শিষ্যগণকে কি আজ্ঞা দিলেন?

৩৪ পাঠ।

যীশু ভোজন সময়ে শিষ্যগণকে কি কহিলেন?
সে কে? ইহা জানিবার কারণ কোন্ ব্যক্তি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল?
যীশু পাত্রে রুটী ডুবাইয়া কাহাকে দিলেন?
যিহুদা কি নিমিত্তে সে স্থানহইতে উঠিয়া বাহিরে গেল?
সে কেন গেল, ইহা কি আর২ শিষ্যেরা জানিল?

৩৫ পাঠ।

যীশু রুটী ভাঙ্গিয়া শিষ্যদিগকে দিয়া কি বলিলেন?
তিনি তাহাদিগকে কি পান করিতে দিলেন?
যীশু রুটীকে কিসের স্বরূপ বলিলেন?
দ্রাক্ষারস কিসের স্বরূপ?
যীশু ভোজনের পর কোথায় গেলেন?
তিনি যাইতে২ শিষ্যগণকে কি কথা কহিলেন?
পিতর ইহা শুনিয়া কি উত্তর করিল?
পিতর কি কথা কহিবে যীশু এ বিষয়ে তাহাকে কি বলিলেন?
যীশু মৃত্যুর পর কোথায় যাইবেন ইহা কি তিনি তাহাদিগকে জানাইলেন?
তিনি স্বর্গে গেলেও কি আপন শিষ্যগণকে মনে করেন?
তাহাদের মনে কাঁহাকে পাঠাইতে প্রতিজ্ঞা করিলেন?
যীশু আপন শিষ্যগণকে কোথায় লইয়া যাইতে অঙ্গীকার করিলেন?

৩৬ পাঠ।

যীশু কত শিষ্যের সহিত বাগানের মধ্যে গেলেন?
তিনি তাহাদিগকে কি বলিয়া প্রার্থনা করিতে গেলেন?
যীশু আপন পিতার নিকটে কি বিষয়ে প্রার্থনা করিলেন?

তিনি কি অতিশয় কাতর হইলেন?
তাঁহার প্রার্থনার সময়ে শিষ্যেরা কি করিতেছিল?
কতবার ফিরিয়া আসিয়া তাহাদিগকে নিদ্রিত দেখিলেন?
তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে স্বর্গহইতে কে আইল?
পরে কে আসিয়া বাগানে প্রবেশ করিল?
যিহূদা কেন যীশুকে চুম্বন করিল?
সে তাঁহাকে কেন চুম্বন করিল, তাহা কি যীশু জানিলেন?
যীশু কি নাম বলিয়া যিহূদাকে ডাকিলেন?
তিনি আপন শত্রুদেরহইতে কি পলায়ন করিলেন না?
কে সেই দুষ্ট লোক সকলকে ভূমিতে ফেলাইয়া দিল?
তখন কি শিষ্য সকল পলায়ন করিল?
পিতর এক খড়্গ লইয়া কি করিল?
শিষ্যেরা আমার রক্ষার নিমিত্তে যুদ্ধ করে, এই কি যীশুর ইচ্ছা ছিল?
কান কাটা দাসের প্রতি যীশু কি করিলেন?
দুষ্ট লোকেরা যীশুকে লইয়া কোথায় গেল?
যীশু তাহাদের সঙ্গে কিরূপে গেলেন?

৩৭ পাঠ।

যীশুকে ধরিতে ঐ অহঙ্কারি লোকেরা নিজে গিয়াছিল, কি আপন দাসদিগকে পাঠাইয়াছিল?
তাহারা সমস্ত রাত্রি কি করিয়া রহিল?
দাসেরা যীশুকে আনিয়া কোন্ স্থানে দাঁড় করাইল?
দুষ্ট লোকেরা তাঁহাকে কি জিজ্ঞাসা করিল?
তিনি কি উত্তর দিলেন?
তাহারা ইহা শুনিয়া যীশুকে কি দণ্ড দিতে স্থির করিল?
সে সময়ে পিতর কোথায় ছিল?
পিতর সেখানে থাকিয়া কি যীশুকে দেখিতে পাইল?

আমি যীশুর শিষ্য ইহা কি জন্যে পিতর সে লোকদিগকে জানাইতে চাহিল না?
তুমি কে এই কথা কি কোন ব্যক্তি পিতরকে জিজ্ঞাসা করিল?
পিতর তাহাতে কি উত্তর দিল?
কত লোক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল?
পিতর কি শব্দ শুনিয়া আপন পাপ স্মরণ করিল?
যীশু পিতরের প্রতি তাকাইলে সে কি করিতে লাগিল?
পিতর যীশুকে যথার্থরূপে প্রেম করিত কি না?
কে পিতরের কারণ অনেকবার প্রার্থনা করিয়াছিল?
শয়তান কি শেষে পিতরকে পাইল?

৩৮ পাঠ।

যীশু কি অনেক কাল পর্য্যন্ত দুষ্ট লোকদিগের নিকটে দাঁড়াইলেন?
দাসগণের মধ্যে এক ব্যক্তি যীশুকে কি করিল?
দাসেরা কিসের দ্বারা তাঁহার মুখ ঢাকিল?
বিচারকর্ত্তার নাম কি?
যীশুকে বধ করিতে তাহার ইচ্ছা ছিল কি না?
দুষ্ট লোকেরা তাঁহাকে বিচারকর্ত্তার নিকটে কি দোষ দিল?
যীশু কি যথার্থ রাজা বটেন?
সৈন্যেরা কি নিমিত্তে তাঁহাকে উপহাস করিল?
তাঁহাকে কি প্রকার বস্ত্র পরাইল?
যীশুর মাথায় কি দিল?
তাঁহার হাতে কি রাখিল?
পীলাত লোকদের সম্মুখে যীশুকে আনিয়া কেন দেখাইল?
লোকেরা কেন গোল করিল?
পীলাত যীশুকে কি রূপ দণ্ড দিতে চাহিল?
পীলাত যীশুকে ক্রুশে চড়াইতে কেন অনুমতি দিল?

৩৯ পাঠ।

যিহুদা ত্রিশ টাকা পাইয়া কি আহ্লাদিত হইল ?
যিহুদা সেই টাকা লইয়া কি করিল ?
সে কি প্রকারে আপনার প্রাণ নষ্ট করিল ?
যিহুদা এখন কোথায় আছে ?

৪০ পাঠ।

যীশুর ক্রুশ কে বহিয়া গেল ?
যীশু কি আপনি বহিয়া যাইতে পারিলেন না ?
কাহারা রোদন করিতে২ যীশুর পশ্চাৎ আইল ?
যীশু সে স্ত্রীলোকদিগকে কি কহিলেন ?
গলগথায় পৌঁছিলে পর সৈন্যেরা যীশুকে কি করিতে লাগিল ?
যীশুর বস্ত্র সকল কে লইল ?
তাহারা কি সকল বস্ত্র চিরিয়া ভাগ করিল ?
যীশু আপনার শত্রুদিগকে ক্ষমা করিতে আপন পিতার নিকটে প্রার্থনা করিলেন ?
যদি কেহ আমাদের প্রতি নির্দয় হইলে তাহাদিগকে ক্ষমা করা কি আমাদের উচিত ?

৪১ পাঠ।

পীলাত ক্রুশের উপর কি লিখিয়া দিল ?
যীশু ক্রুশে টাঙ্গান গেলে যিহুদিরা কি দেখিতে আইল ?
তাহারা যীশুকে কি বলিয়া উপহাস করিল ?
তিনি কি নিমিত্তে ক্রুশহইতে নামিলেন না ?
তাঁহার সহিত আর কোন্ ব্যক্তি ক্রুশে হত হইল ?
তাহার মধ্যে এক জন যীশুকে কি নিবেদন করিল ?
তাহারা দুই জনেই কি স্বর্গে গেল ?

৪২ পাঠ।

যীশুকে ক্রুশে দেওন সময়ে তাঁহার মাতা কোথায় ছিল?
কে মরিয়মের নিকটে দাঁড়াইতেছিল?
যীশুর মৃত্যুর পর তাহাকে কে প্রতিপালন করিল?
সৈন্যেরা যীশুকে কি পান করাইল?
তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে কি কহিলেন?
কত বেলার সময়ে তাঁহার মৃত্যু হইল?
লোকেরা তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে কি দেখিয়া ভীত হইল?

৪৩ পাঠ।

সৈন্যেরা কি প্রকারে দস্যুদিগকে বধ করিল?
কি কারণ এমত করিল?
তাহারা যীশুর পা ভাঙ্গিল না কেন?
যীশুর পাঁজরে কি মারিল?
যীশুর পাঁজরহইতে কি বাহির হইল?
তিনি কি নিমিত্তে ক্রুশের উপর আপন রক্তপাত করাইলেন?

৪৪ পাঠ।

কোন্ ব্যক্তি আপন নূতন কবরে যীশুকে রাখিতে চাহিল?
সে কবর কোন স্থানে ছিল?
যূষফ যীশুর দেহ পাইতে কাহার নিকটে প্রার্থনা করিল?
সে কি২ দ্রব্যের দ্বারা তাঁহার দেহ লেপন করিল?
কবরের মুখে কি চাপাইয়া রাখিল?
যীশুকে কোথায় রাখা গেল, তাহা কি আর কোন লোকেরা দেখিয়াছিল?
সেই স্ত্রীলোকেরা গৃহে গিয়া কি করিল?

৬৫ পাঠ।

কোন্ সময়ে সেই স্ত্রীলোকেরা কবরের নিকটে আইল?
কি জন্যে তাহারা সেখানে আইল?
সেই বড় পাথর কবরের মুখহইতে কে সরাইয়া দিল?
দূতগণের আকার কি প্রকার?
স্ত্রীলোকেরা তাহাদিগকে দেখিয়া কি সন্তুষ্ট হইল?
দূতগণেরা স্ত্রীলোকদিগকে কি বলিল?
স্ত্রীলোকেরা কাহার নিকটে সংবাদ দিতে দৌড়িয়া গেল?
স্ত্রীলোকেরা পথে যাইতে২ কাহার দেখা পাইল?
তাহারা যীশুকে দেখিয়া কি করিল?
শিষ্যেরা সেই সংবাদ শুনিয়া বিশ্বাস করিল কি না?

৬৬ পাঠ।

মরিয়ম নামক কত স্ত্রীলোকের বিষয় তোমরা শুনিয়াছ?
[illegible] কত ভোরে কবরের নিকটে আইল?
[illegible] মধ্যে কে২ কবরের নিকটে গেল?
[illegible] স্থানে কে পৌঁছিল?
কে প্রথমে কবরের ভিতরে গেল?
পিতর এবং যোহন তাহার মধ্যে কি দেখিল?
যীশু বাঁচিয়াছেন ইহা যোহন কি বিশ্বাস করিল?
পিতর ও যোহন কবরের নিকটে কি দূতগণকে দেখিতে
পাইল?
কে সেই সময়ে একাকী রোদন করিতে২ কবরের নিকটে
দাঁড়াইয়াছিল?
সে তাহার ভিতরে তাকাইয়া কি দেখিল?
সে কি কারণ রোদন করিতেছিল?
যে ব্যক্তি তাহার সহিতে কথা কহিল সে কি বাগানের মালী?

যীশু কি মরিয়মের নিকটে থাকিলেন ?
যীশুর উত্থানের পর অগ্রে কে তাঁহাকে দেখিল ?

৪৭ পাঠ।

যীশু কোন্ দিবসে কবরহইতে উঠিলেন ?
সেই দিবস সন্ধ্যাকালে দুই শিষ্য কি করিল ?
তাহারা কোন্ বিষয়ের কথোপকথন করিতে ছিল ?
কে তাহাদের সঙ্গে আসিয়া মিলিলেন ?
তিনি যীশু কি না কি তাহারা জানিল ?
যীশু তাহাদের সহিত কি বিষয়ের কথা কহিলেন ?
তিনি কি তাহাদের গৃহে গেলেন ?
তাহারা কিরূপে জানিতে পারিল যে ইনি যীশু বটে ?
যীশু তাহাদের সহিত থাকিলেন কি না ?
তাহারা সমস্ত রাত্রি কি সেস্থানে রহিল ?
তাহারা কোথায় গেল ?
কে বদ্ধদ্বার দিয়া গৃহের মধ্যে আইলেন ?
যীশু শিষ্যদিগের নিকটে কিসের চিহ্ন দেখাইলেন ?
তাহারা তাহা দেখিয়া কি নিশ্চয় জানিল যে ইনি যীশু ?
তাহাদের সাক্ষাতে যীশু কি খাইলেন ?

৪৮ পাঠ।

শিষ্যগণের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি যীশুর উত্থান বিশ্বাস করিল না ?
থোমা আপন বিশ্বাসের কারণ কি দেখিতে চাহিল ?
থোমা কি যীশুর এই সকল চিহ্ন দেখিতে পাইল ?
যীশু তাহাকে চিহ্ন সকল দেখাইয়া কি কহিলেন ?
যীশু যে বাঁচিয়াছেন থোমা তখনি তাহা বিশ্বাস করিল কি না ?

৪৯ পাঠ।

শিষ্যেরা যিরূশালেমে রহিল কি অন্য স্থানে গেল?
তাহারা রাত্রিকালে কি জন্যে নৌকাতে চড়িয়াছিল?
তাহারা কিছু মৎস্য ধরিল কি না?
কে ভোরে তাহাদের সহিত কথা কহিলেন?
সে ব্যক্তি তাহাদিগকে কি করিতে আজ্ঞা দিলেন?
তাহাদের মধ্যে প্রথমে কে যীশুকে চিনিল?
পরে কে জলে ঝাঁপ দিল?
তাহারা যীশুর নিকটে তীরে আসিয়া কি প্রস্তুত দেখিল?
তাহারা তাঁহার আজ্ঞাতে জাল ফেলিলে কিছু মাছ পাইল কি না?
যীশু পিতরকে তিনবার কি কথা জিজ্ঞাসা করিলেন?
যীশু পিতরকে কি করিতে আজ্ঞা করিলেন?
শিষ্যেরা যীশুকে প্রেম করে কি না ইহা তাহারা কি প্রকারে দেখাইতে পারে?
দুষ্ট লোকেরা পিতরকে কি করিবে, এ বিষয়ে যীশু কি কহিলেন?

৫০ পাঠ।

যীশু উত্থানের পর শিষ্যদের নিকটে সর্ব্বদা থাকিতেন কি না?
যীশু আপন পিতার নিকটে গেলে পর শিষ্যেরা কি করিবে এবিষয়ে তিনি তাহাদিগকে কি আজ্ঞা করিলেন?
যীশু কোন্ সময়ে ফিরিয়া আসিবেন, তাহা কি শিষ্যদিগকে বলিলেন?
যীশু মেঘে চড়িবার পূর্ব্বে কি করিতেছিলেন?
শিষ্যেরা মেঘের প্রতি তাকাইয়া থাকিলে কে তাহাদিগকে নিবারণ করিল?

।ও গেলে পর শিষ্যেরা অসুখী হইল কি না ?
াহারা কেন অসুখী হইল না ?

৫১ পাঠ।

াষ্যেরা যিরূশালম নগরের লোকদিগকে কি কথা বলিল ?
দুষ্ট লোকদের মধ্যে কি কেহ আপন পাপের কারণ
খেদিত হইল ?
াকুবের মৃত্যু কি প্রকারে হইল ?
িতরেরও কি ২ ঘটিল ?
র কারাগারে থাকিলে বন্ধু লোকেরা তাহার কারণ
কি করিল ?
াত্রিকালে পিতরের কাছে কে আইল ?
াহার শিকল সকল কি প্রকারে খুলিয়া গেল ?
র বদ্ধদ্বার দিয়া কিরূপে বাহির হইল ?
ত কোন্ স্থানে পিতরকে পরিত্যাগ করিল ?
খন পিতর কোথায় গেল ?
ারে আঘাত করিবার সময়ে তথাকার লোকেরা কি
করিতেছিল ?
াসী দ্বার খুলিতে কি জন্যে ভীতা হইল ?
া কি রূপে জানিল যে পিতর দ্বারে আঘাত করিতেছে ?
া কেন দ্বার খুলিল না ?
িতর ভিতরে আসিয়া আপন বন্ধুগণকে কি বলিল ?
রে পিতর কোন্ স্থানে গেল ?
সন্যেরা প্রাতঃকালে কি করিতে লাগিল ?
হেরোদরাজা কি কারণ পিতরকে আনিতে আজ্ঞা দিল ?
জা সৈন্যদিগকে কি শাস্তি দিতে আজ্ঞা করিল ?
রমেশ্বর ঐ দুষ্ট রাজাকে শেষে কি দণ্ড দিলেন ?

৫২ পাঠ।

যোহন একাকী কোন্ স্থানে বদ্ধ হইয়া রহিল?
কে সেখানে তাহার নিকটে আইলেন?
যীশু তাহাকে কি দেখাইলেন?
ঈশ্বরের সিংহাসনের চারিদিগে কাহাদিগকে বসিয়া থা-
কিতে দেখিল?
সে কত দূতগণকে দেখিল?
কি সব দ্বারা স্বর্গস্থান সর্ব্বদা উজ্জ্বল থাকে?
যোহন দূতের চরণে পড়িলে সে তাহাকে কি কহিল?
যীশু পুনর্ব্বার আসিয়া কি করিবেন?
স্বর্গ ও দূতগণের বিষয়ে যাহা প্রকাশ হইল, তাহা
কে লিখিল?

৫৩ পাঠ।

শেষ দিন কোন্ সময়ে হইবে?
[illegible] দ্বারা বড় শব্দ হইবে?
যীশু মৃতদিগকে কি কহিবেন?
যে লোকেরা যীশুকে প্রেম করে তাহাদের কি হইবে?
যীশু কোথায় গিয়া বসিবেন?
যীশু আপন পুস্তকের মধ্যে কিং লিখিয়াছেন?
তিনি কোন্ ব্যক্তির পাপ মার্জ্জনা করিবেন?
তিনি তাহাদের নাম কোথায় লিখিয়া রাখিয়াছেন?
ঈশ্বর দুষ্ট লোকদিগকে কোথায় রাখিবেন?
কে সেই স্থানে তাহাদিগকে অনন্তকাল পর্য্যন্ত ক্লেশ দিবে?